পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 267 Thursday, 28 August, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ২৬৭ সংখ্যা ✱ ১১ ভাদ্র ১৪৩২, বৃহস্পতিবার, ২৮ আগস্ট ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

রাজ্যের পেশ করা রিপোর্ট সম্পূর্ণ নয়, তিলোত্তমার মায়ের মামলায় বলল কোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ নবান্ন অভিযানের দিন তিলোত্তমার মা অভিযোগ তোলেন তাঁকে পুলিশ মেরেছে। যদিও, ডিসি সেন্ট্রাল ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছিলেন, এমন ঘটনা ঘটে থাকলে অবশ্যই পুলিশ খতিয়ে দেখবে। তবে এই অভিযোগে মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। তিলোত্তমার মা-বাবা মামলা দায়ের করেন। এদিন ছিল বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের একক বেঞ্চে এই মামলার শুনানি। যে বেসরকারি হাসপাতালে তিলোত্তমার মা ভর্তি ছিলেন, সেই হাসপাতালের নথি চেয়ে পাঠায় কোর্ট। ইতিমধ্যেই আদালতের নির্দেশ মতো নিউ মার্কেট এবং শেক্সপিয়ার সরণী থানার তরফ থেকে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। তা দেখে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে 'জিরো এফআইআর' বা অন্য পদক্ষেপের প্রয়োজন আছে বলে মনে করছে না পুলিশ। অপরদিকে, রাজ্যের তরফ থেকে যে রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে সেটা পুরো রিপোর্ট নয় বলে মনে করছে আদালত। আগামী সোমবার পরবর্তী শুনানি। এ দিন, প্রথম পর্যায়ে শুনানি চলার সময় মামলাকারীর আইনজীবী আদালতে জানান, বিভিন্ন জায়গায় মারের চিহ্ন ছিল তিলোত্তমার মায়ের। তাঁর কপালে এবং পিঠে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। এরপরেই, রাজ্যের থেকে রিপোর্ট তলব আদালতের। বস্তুত, নবান্ন অভিযানে গিয়ে মাথায় আঘাত পেয়েছেন তিলোত্তমার মা। এই অভিযোগে পুলিশের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন তাঁরা। আর কীভাবে সেই আঘাত লাগল, তা নিয়েই চরম জলঘোলা হয়। পরবর্তীতে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে বাড়ি ফেরেন তিনি। তবে তিলোত্তমার মায়ের ইনজুরি রিপোর্টের বয়ান নিয়েই বিস্তর অসঙ্গতি ধরে পড়ে। তিলোত্তমার বাবার অভিযোগ, হাসপাতালের তরফ থেকে বদল করে দেওয়া হয় মেডিক্যাল রিপোর্ট। ডিসচার্জ রিপোর্টে ছিল না আঘাত নিয়ে রোগীর বয়ান। শেষে তিলোত্তমার বাবা ও আইনজীবীর প্রশ্নের মুখে পড়ে রিপোর্ট বদল করে মায়ের অভিযোগ উল্লেখ করা হয়। এরপরই সরব হন তাঁরা।

আজ শহরে ব্যাহত হতে পারে যান চলাচল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসের সভা ঘিরে প্রস্তুতি তুঙ্গে। ২৮ অগস্ট, বৃহস্পতিবার রাজ্য জুড়ে টিএমসিপি-র প্রতিষ্ঠা দিবস পালিত হবে। কলকাতার মূল সভায় উপস্থিত থাকবেন দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই দিন শহরের যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা। পরীক্ষা থাকায় আগে থেকেই পুলিশকে চিঠি দিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। শহরে সভার প্রস্তুতি প্রায় শেষ। ইতিমধ্যেই দূরের জেলা থেকে কলকাতা পৌঁছেছেন টিএমসিপি-র সমর্থকরা। বুধবার সকাল থেকেই সভাস্থল ঘুরে দেখেন টিএমসিপি-র রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য। একাধিক মিছিলে শহরের স্বাভাবিক অবস্থা বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। বৃহস্পতিবার শহরে তিনটি বড় মিছিল হওয়ার কথা। প্রথমটি সকাল ৯টায় ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র থেকে বেরবে। পরে বেলা ১১টায় আর একটি মিছিল বেরবে ডোরিনা ক্রসিং থেকে। বেলা ১১টা ৪৫ মিনিটে তারামণ্ডল থেকে বেরবে আরও একটি মিছিল। ফলে যান চলাচল ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকছে। এদিকে উচ্চশিক্ষা দফতরের অনুরোধ সত্ত্বেও পরীক্ষার দিন পরিবর্তন করেনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তাই মিছিলের জেরে যাতে পরীক্ষার্থীরা সমস্যায় না পড়েন, তাই আগে থেকে কলকাতা পুলিশের সদর দফতরে চিঠি দিয়েছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। পরীক্ষার্থীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, তার জন্য সাহায্য করার নির্দেশ দিয়েছে টিএমসিপি নেতৃত্ব। রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর এই প্রসঙ্গে বলেন, ''আমাদের সদস্যারা ছাত্রছাত্রীদের আগে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবে। কেউ যদি গাড়ি না পায়, তাহলে আমরা পৌঁছে দেব।''

ডাইনোসর হয়ে যাবে কলকাতা ট্রাম! স্পষ্ট অবস্থান জানিয়ে দিল সরকার

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ শহর কলকাতার অন্যতম ঐতিহ্য ট্রাম। কিন্তু এখনকার গতিময় শহরের সঙ্গে ঠিক পাল্লা দিয়ে উঠতে পারছে না ঐতিহ্যবাহী ট্রাম। ধীরগতির ট্রাম রাস্তাঘাটে অন্যান্য যানবাহনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে উঠতে পারছে না। ফলে, ট্র্যাফিকও সমস্যা হচ্ছে বলে দাবি রাজ্যের। এমন অবস্থায় তাই ট্রাম বন্ধ করে দিতে চাইছিল রাজ্য। তারপর সেই মামলার জল গড়ায় কলকাতা হাইকোর্ট থেকে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত। আদালত জানতে চেয়েছে ট্রাম চালানো নিয়ে রাজ্য কী ভাবছে। তার উত্তরও দিয়েছে সরকার। তবে এখনও মামলার নিষ্পত্তি হয়নি। মঙ্গলবার আরও একবার এই ইস্যুতেই ফের মন্তব্য করলেন রাজ্যের পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী। জানালেন ট্রাম নিয়ে অবস্থান। বুধবার বৈঠক করেন পরিবহন মন্ত্রী। সেখানে সাংবাদিকরা তাঁকে প্রশ্ন করেন, ট্রাম নিয়ে কী ভাবছেন? তখন মন্ত্রী বলেন, একটি

রুটে ট্রাম থাকবে হেরিটেজ হিসাবে। কলকাতার ধর্মতলা থেকে ময়দান পর্যন্ত সুজ্জিত ট্রাম থাকবে। এর মধ্যে অনেকে সুবিধা থাকবে। যাঁরা কলকাতায় আসবেন তাঁরা ট্রাম চড়তে পারবেন। এরপর তাঁর স্পষ্ট উত্তর, বাকি ট্রাম আমরা চালাতে চাই না, আমাদের সরকার চালাতে চায় না। এটার জন্য কোর্টে মামলা হয়েছে। সেখানে কোর্ট জানতে চেয়েছে ট্রাম নিয়ে সরকারের কী ভাবনা। নয়ত বাকি ট্রাম লাইন তুলে দেওয়া দরকার। বস্তুত, শহরের রাস্তায় ট্রাম চলবে না বলে লাইন বোজানো শুরু করেছিল রাজ্য। তবে তা বন্ধ করার নির্দেশ দিয়েছিল হাইকোর্ট। একইসঙ্গে যে সব জায়গায় রহস্যজনক ভাবে কে বা কারা ট্রাম লাইন বুজিয়ে ফেলেছে বলে মনে করছে রাজ্য, তাদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করে কলকাতা পুলিশকে ছবি-সহ রিপোর্ট দিতে বলে আদালত। এরপর শীর্ষ আদালতে যায় রাজ্য সরকার। মামলা চলছে সেখানে। এর মধ্যে বুধবার কেন ট্রাম তুলে দেওয়া প্রয়োজন সেই বিষয়টিও খোলসা করেন রাজ্যের মন্ত্রী। তিনি জানান, ''যে ট্রাম লাইনগুলি রাস্তায় রয়েছে, তার জেরে ছোট গাড়ি-সাইকেল-স্কুটি স্কিট করছে। দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাস্তা মসৃণ করা যাচ্ছে না। তাই বাকি যেখানে ট্রাম চলবে না, সেই লাইন তুলে ফেলা দরকার বলে মনে করি। তবে কোর্ট বলছে, সরকার তার মতামত জানাক তারপর লাইনে হাত দিতে হবে। তাই থমকে আছি। আমরা কিন্তু কোর্টে মতামত জানিয়েছি যে কেন ট্রাম চালাব না।''

সবাইকে অনুদান নয়

দুর্গা পূজার অনুদান নিয়ে বড় নির্দেশ হাইকোর্টের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ দুর্গা পূজার অনুদান নিয়ে বড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ। অনুদান নিয়ে আপত্তি না জানালেও আদালত আগেই প্রশ্ন তুলেছিল যে, ক্লাবগুলি অনুদানের খরচ নিয়ে হিসেব দিচ্ছে কি না। এবার হাইকোর্ট স্পষ্ট জানাল, হিসেব না দিলে অনুদান দেওয়া হবে না। গত কয়েক বছর ধরে দুর্গা পূজার জন্য ক্লাবগুলিকে অনুদান দিচ্ছে রাজ্য। গত বছর সেই অঙ্ক ছিল ক্লাবপ্রতি ৮৫,০০০, এ বছর তা বেড়ে হয়েছে ১ লক্ষ ১০ হাজার। এছাড়া বিদ্যুতের বিলেও ছাড় দেওয়া হচ্ছে। বুধবার হাইকোর্টের বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে, যে সব ক্লাব গত বছরের অনুদানের কোনও হিসেব দেয়নি, তাদের অনুদান দেওয়া যাবে না। অর্থাৎ হিসেব ছাড়া অনুদান দেওয়া যাবে না, এই বার্তাই দিল আদালত। এক মাস সময় দেওয়া হয়েছে ক্লাবগুলিকে। আগামী এক মাসের মধ্যে যে ক্লাব হিসেব দিতে পারবে, তারাই অনুদান পাবে। 'সরকারি টাকা এভাবে খরচ করা যায় না' বলেও

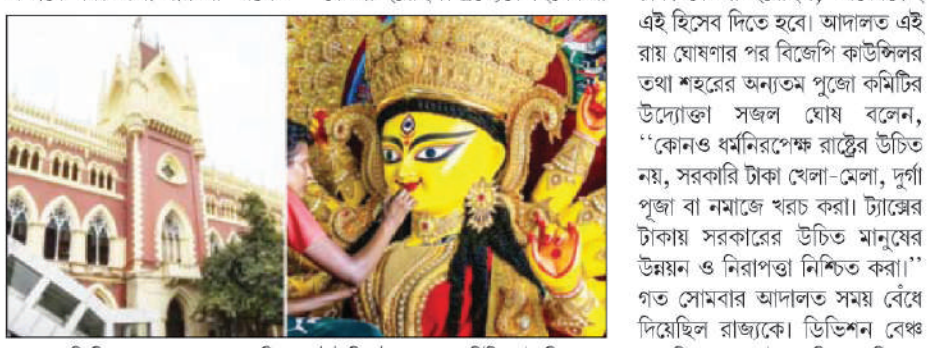

মন্তব্য ডিভিশন বেঞ্চের। এদিন আদালতে রাজ্য বলেছে, পুলিশ এই টাকা দেয় ক্লাবগুলিকে। জেলা এবং শহর মিলিয়ে ২৮৭৬ ক্লাবকে টাকা দেওয়া হয় ২০২৪ সালে। তিন ক্লাবের তরফ থেকে টাকার হিসেব পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে রাজ্য, সেগুলো শিলিগুড়ি পুলিশের আওতায়। রাজ্য আরও জানিয়েছে, গত বছর কলকাতা পুলিশ এলাকায় ২৮৭৬টি পুজো কমিটিকে অনুদান দেওয়া হয়েছিল। প্রত্যেকে হিসেব বা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট দিয়েছে। এছাড়া জেলা পুলিশের তরফ থেকে ৪১৭৯৯টি চেক তৈরি করা হয়েছিল। সরকারের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ৪১৭৯৫টি পুজো কমিটি এই অনুদান গ্রহণ করেছে, ৪১৭৯২টি পুজো কমিটি হিসেব দিয়েছে। তবে নতুন যে সব ক্লাব এবার সংযোজিত হয়েছে, তাদেরকে এই হিসেবের তালিকার বাইরে রাখা হবে। গত বছর যে সব ক্লাবগুলিকে টাকা দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকেই এই হিসেব দিতে হবে। আদালত এই রায় ঘোষণার পর বিজেপি কাউন্সিলর তথা শহরের অন্যতম পুজো কমিটির উদ্যোক্তা সজল ঘোষ বলেন, ''কোনও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের উচিত নয়, সরকারি টাকা খেলা-মেলা, দুর্গা পূজা বা নমাজে খরচ করা। ট্যাক্সের টাকায় সরকারের উচিত মানুষের উন্নয়ন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা।'' গত সোমবার আদালত সময় বেঁধে দিয়েছিল রাজ্যকে। ডিভিশন বেঞ্চ বলেছিল, 'যারা টাকা নিয়েও হিসেব দিচ্ছে না, তাদের ব্যাপারে ভাবতে হবে। প্রয়োজনে তাদের অনুদান বন্ধ করে দিন।' ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে হলফনামা তলব করা হয়েছিল। আর আজ, বুধবার সেই মামলাতেই রায় দিল হাইকোর্ট।

'দিনের শেষে ভারতের সঙ্গে এক হয়ে যাব', শুল্ক কমিয়ে ফেলবে আমেরিকা? ইঙ্গিত মার্কিন কর্তার

ওয়াশিংটন, ২৭ আগস্টঃ ৫০ শতাংশের শুল্কের খাঁড়া নেমে এসেছে ভারতের উপরে। একাধিক শিল্প, বাণিজ্য আমেরিকার এই শুল্কের কোপে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা। এর মধ্যেই হঠাৎ সুর নরম আমেরিকার। ভারত-আমেরিকার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে ইতিবাচক কথা শোনালেন ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট। ভারত-আমেরিকার সম্পর্ককে 'জটিল' বলে উল্লেখ করে বেসেন্ট আবার সম্পর্ক ঠিকঠাক হয়ে যাবে বলেই আশা প্রকাশ করেন। ফক্স নিউজকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি জুন মাসের মধ্যে চুক্তি হয়ে যাবে। ভেবেছিলাম, ভারতের সঙ্গেই আগে চুক্তি হবে, সেইভাবেই আলোচনা চলছিল। রাশিয়ান ক্রু. তেল কেনা নিয়েও আলোচনা হয়েছিল।'' শুল্ক চাপালেও, ট্রাম্প-মোদির মধ্যে যে সুসম্পর্ক রয়েছে, সে কথাও উল্লেখ করেন বেসেন্ট। বলেন, ''এটা জটিল সম্পর্ক। প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির মধ্যে খুব ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তবে এটা শুধুমাত্র রাশিয়ার তেলের বিষয় নয়। ভারত অনেক বেশি শুল্ক নেয়। আমাদের বিশাল বাণিজ্য ঘাটতি রয়েছে ওদের সঙ্গে।'' ভারতের উপরে ৫০ শতাংশ শুল্ক

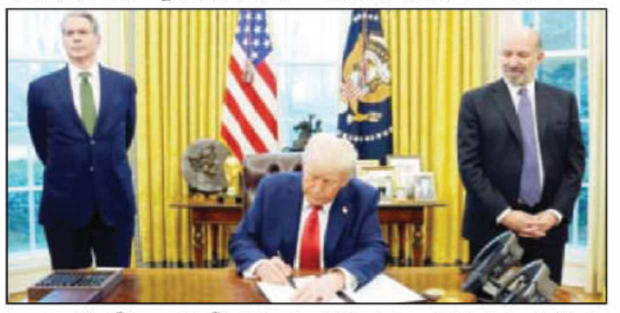

বলেন, ''আমি মনে করি ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র, আর আমেরিকা বিশ্বের বৃহত্তম অর্থনীতি। আমি মনে করি, দিনের শেষে আমরা এক হয়ে যাব।'' যেখানে চিন সহ অনেক দেশের সঙ্গেই আমেরিকা ইতিমধ্যে বাণিজ্যচুক্তি করেছে, সেখানে ভারত-আমেরিকার মধ্যে এখনও কোনও বাণিজ্য চুক্তি হয়নি বলেই জানান মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট। তিনি জানান, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্য নিয়ে আলোচনা ইতিবাচক ছিল। তারা আশা করেছিলেন যে মে বা জুন মাসের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি হয়ে যাবে। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ''স্বাধীনতা দিবসের আগেই ভারত শুল্ক নিয়ে দর কষাকষি শুরু করেছিল। এখনও পর্যন্ত কোনও চুক্তি হয়নি। আমি ভেবেছিলাম মে বা চাপানোয়, এবার ভারত টাকায় বাণিজ্য করবে কি না এবং ব্রিকস দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য করবে কি না, এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে, রুপির (ভারতীয় মুদ্রা) গ্লোবাল রিজার্ভ কারেন্সি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ''অনেক বিষয় নিয়ে আমি চিন্তা করি, তবে রুপি রিজার্ভ কারেন্সি হয়ে যাওয়ার চিন্তা নেই তাতে।'' প্রসঙ্গত, ভারতের রাশিয়ার থেকে তেল কেনা নিয়ে মার্কিন ট্রেজারি সেক্রেটারি এর আগে বলেছিলেন যে রাশিয়া থেকে তেল কিনে, তা পরিশুদ্ধ করে বিক্রি করা কোনওভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। ইউরোপের দেশগুলিকেও আক্রমণ করেছিলেন ভারতীয় রিফাইনারি থেকে তেল কেনার জন্য। সেখানেই আজ তাঁর সুর কিছুটা হলেও নরম।

'এক দিন সময় দিয়েছিলেন, মোদি ৫ ঘণ্টাতেই সব থামিয়ে দিল', ভারত-পাক ইস্যুতে রাহুল

মুজফ্ফরপুর, ২৭ আগস্টঃ ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ থামানো নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যে দাবি করেছেন তা সত্যিই বলেই মনে করেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। এই ইস্যুতে তিনি নরেন্দ্র মোদিকেই নিশানা করে কার্যত ট্রাম্পের পুতুল বলে কটাক্ষ করেছেন! সম্প্রতি ট্রাম্প দাবি করেছেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে কথা বলে তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ থামিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধ থামানোর জন্য ২৪ ঘণ্টা নাকি সময়ও দিয়েছিলেন। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি এই দাবিকেই সত্যি বলে মনে করেন। মধ্যপ্রদেশের মুজফ্ফরপুরে নির্বাচনী জনসভা থেকে এই বিষয়েই মন্তব্য করে মোদিকে কড়া আক্রমণ করেন বলেছিলেন ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যা চলছে তা থামাতে। কিন্তু মোদি ফোন পাওয়ার মাত্র পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সব থামিয়ে দেন।'' যদিও ভারতের সরকারি অবস্থান একেবারেই আলাদা। দিল্লি আগেও যা বলেছে, এখনও তাই বলছে- পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধবিরতির সিদ্ধান্ত হয়েছিল দুই দেশের ডিরেক্টর জেনারেল অব মিলিটারি অপারেশন্স-র সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে। কোনও বিদেশি শক্তির মধ্যস্থতা হয়নি। কিন্তু ট্রাম্পের দাবি এবং রাহুলের বক্তব্যের জেরে ভারতের কূটনৈতিক সিদ্ধান্তে মার্কিন প্রভাব কতটা কাজ করেছে সেই নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। বিরোধীদের মতে, এই দাবি যদি সত্যি হয় তবে দেশের নিরাপত্তা ও কূটনৈতিক পদক্ষেপে বিদেশি রাষ্ট্রনেতার ইশারায় সিদ্ধান্ত

রাহুল। মার্কিন প্রেসিডেন্ট প্রকাশ্যে বলেছেন, তিনি সরাসরি দুই দেশের মধ্যে মধ্যস্থতা করেছিলেন। বাণিজ্য ও শুল্কে চাপ সৃষ্টি করে তিনি মোদিকে যুদ্ধবিরতিতে রাজি করাতে বাধ্য করেছিলেন। রাহুলের অভিযোগ, মোদি এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছিলেন। সভায় রাহুল বলেন, ''ট্রাম্প বলেছেন, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ চলার সময় তিনি ফোন করেছিলেন মোদিকে। বদল গণতান্ত্রিক ভারতের মর্যাদাকে খাটো করে। তবে রাহুল গান্ধির মন্তব্য নিয়ে দেশের রাজনীতিতেও শোরগোল পড়েছে। বিজেপির বক্তব্য, দেশের প্রধানমন্ত্রীর কথা বিশ্বাস না করে বিদেশি রাষ্ট্রনেতার কথায় আমল দিয়ে আদতে রাহুল গান্ধি দেশের বিরোধিতাই করছেন। বিদেশের কাছে দেশের সম্মান নষ্ট করছেন। এর জন্য পদক্ষেপ করা উচিত সরকারের।

রাজ্যে শীঘ্রই এসআইআর?

জেলাগুলিকে ইআরও-এইআরও শূন্যপদে নিয়োগ করতে বললেন মুখ্যসচিব

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ রাজ্যে কি তবে আসন্ন এসআইআর? বিধানসভা ভোটের আগে প্রশাসনিক তৎপরতায় জল্পনা তুঙ্গে। বুধবার সকালে নবান্ন থেকে জেলা শাসকদের সঙ্গে একঘণ্টারও বেশি সময় ধরে জরুরি বৈঠকে বসেন মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। সূত্রের খবর, বৈঠক শেষে স্পষ্ট নির্দেশ- আগামী ২৯ আগস্টের মধ্যে সমস্ত শূন্যপদ পূরণ করে ইআরও ও কারণেই বাড়তি সতর্কতায় জেলাশাসকদের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে নবান্ন। এদিকে, বুথ সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিএলও-র সংখ্যাও বাড়াতে হচ্ছে। ইতিমধ্যেই নতুন নাম পাঠানো হয়েছে কমিশনে, অনুমোদনও মিলেছে। প্রশাসনিক মহলের অভিমত, লোকসভা ভোটের তুলনায় বিধানসভা নির্বাচনে ইআরও ও এইআরও-দের ভূমিকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। ফলে

এইআরও নিয়োগের রিপোর্ট পাঠাতে হবে নির্বাচন কমিশনে। নবান্ন সূত্রে খবর, ওবিসি সংরক্ষণ সংক্রান্ত মামলাসহ একাধিক কারণে দীর্ঘদিন ধরে আটকে ছিল এই নিয়োগ প্রক্রিয়া। ফলে গোটা রাজ্যে এখনও প্রায় ৬১২টি পদ ফাঁকা। অথচ ভোটের নিরিখে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইআরও-এইআরওদের উপস্থিতি। এক জন ইআরও'র অধীনে সাধারণত ৭ থেকে ১০ জন এইআরও নিযুক্ত থাকেন। হিসেবমতো প্রয়োজন তিন হাজারেরও বেশি এইআরও। বিকল্প ব্যবস্থার ভাবনাতেও পিছিয়ে নেই প্রশাসন। জানা গিয়েছে, ব্লকের এক্সটেনশন অফিসার বা সমপদস্থ আধিকারিকদের সাময়িকভাবে এইআরও-র দায়িত্ব দেওয়ার ভাবনা রয়েছে। তবে এর জন্য নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন অনিবার্য। সেই নির্ধারিত সময়ের মধ্যে শূন্যপদ পূরণ করা সম্ভব হবে কি না, সেটাই এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। নির্বাচনের আগেই এসআইআর এসে পড়লে তা যে রাজ্যের প্রশাসনিক পরিকাঠামোকে বড়সড় পরীক্ষার মুখে ফেলবে, তা বলাই বাহুল্য। বিহারে এসআইআর হওয়ার পরই বাংলায় ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে জল্পনা শুরু হয়। কমিশন সূত্রে খবর, দেশের সর্বত্র এসআইআর শুরু না হলেও দেশের পাঁচ রাজ্যে আগে শুরু হবে এসআইআর। আর সেই তালিকায় আছে বাংলা। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, যে সব রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন রয়েছে, সেখানেই আগে এসআইআর হবে। ২০২৬-এ পাঁচটি রাজ্যে বিধানসভা ভোট হওয়ার কথা। তার মধ্যে রয়েছে তামিলনাড়ু, কেরল, পুদুচেরী, অসম ও পশ্চিমবঙ্গ।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় পিসিকে তলব ইডির

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ স্কুল সার্ভিস কমিশন নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় বড়ঞার তৃণমূল কংগ্রেসের বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার পর এবার তাঁর কাউন্সিলর পিসি (প্রাইভেট কাউন্সিলর) মায়া সাহার উপর নজর পড়েছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি)। মায়া সাহা বীরভূমের সাঁইথিয়া পৌরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর এবং জীবনকৃষ্ণ সাহার পিসি। তাঁকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আগামীকাল, ২৮ আগস্ট, কলকাতায় ইডির দফতরে তলব করা হয়েছে। এই ঘটনা বাংলার রাজনৈতিক মহলে নতুন করে ঝড় তুলেছে, কারণ এই মামলায় ইতিমধ্যে জীবনকৃষ্ণ সাহাকে গ্রেফতার করা হয়েছে। গত ২৫ এবং তাঁর স্ত্রীর সম্পত্তির উপরও তল্লাশি চালানো হয়েছে। এছাড়া, মায়া সাহার বীরভূমের সাঁইথিয়ার বাড়িতেও ইডি অভিযান চালিয়েছে। মায়া সাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি এই নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন এবং অর্থ লেনদেনে তাঁর ভূমিকা ছিল। ইডি সূত্রে জানা গেছে, মায়া সাহাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করা হয়েছে, যাতে তিনি এই দুর্নীতির নেটওয়ার্ক সম্পর্কে আরও তথ্য দিতে পারেন। পশ্চিমবঙ্গের স্কুল নিয়োগ দুর্নীতি মামলা গত তিন বছর ধরে রাজ্যের রাজনীতিতে বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ২০১৬ সালে এসএসসি-র মাধ্যমে শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মী নিয়োগে ব্যাপক অনিয়মের অভিযোগ ওঠে।

আগস্ট ইডি মুর্শিদাবাদের বড়ঞার বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার বাড়িতে পাঁচ ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে তল্লাশি চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে। এই অভিযানের সময় তিনি বাড়ির দেয়াল টপকে পালানোর চেষ্টা করেন এবং প্রমাণ নষ্ট করতে তাঁর দুটি মোবাইল ফোন নিকটবর্তী নর্দমায় ফেলে দেন। তবে, ইডি কর্মকর্তারা ফোন দুটি উদ্ধার করে এবং তাঁকে গ্রেফতার করে কলকাতার বাঁকশাল আদালতে হাজির করেন, যেখানে তাঁকে ছয় দিনের ইডি হেফাজতে পাঠানো হয়। জীবনকৃষ্ণের বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ২০১৬ সালের নিয়োগ পরীক্ষায় আটজন প্রার্থীর কাছ থেকে ৪৬ লক্ষ টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন, যার মধ্যে ২৬ লক্ষ টাকা তাঁর স্ত্রী তোগর সাহার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে স্থানান্তরিত হয়েছিল। ইডি এই মামলায় অর্থের উৎস এবং লেনদেনের হদিস পেতে তদন্ত জোরদার করেছে। জীবনকৃষ্ণের শ্বশুরবাড়ি রঘুনাথগঞ্জে অভিযোগ, যোগ্য প্রার্থীদের বাদ দিয়ে ঘুষের বিনিময়ে অযোগ্য প্রার্থীদের চাকরি দেওয়া হয়েছিল। এই মামলায় সুপ্রিম কোর্ট ২০২৫ সালের এপ্রিলে ২৫,০০০-এর বেশি শিক্ষক ও অশিক্ষক কর্মীর নিয়োগ বাতিল করে। কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশে সিবিআই এই মামলার দুর্নীতির দিক তদন্ত করছে, আর ইডি অর্থ লেনদেনের হদিস খুঁজছে। মায়া সাহার বাড়িতে ইডি অভিযানের সময় তিনি জানিয়েছেন, তিনি তদন্তে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করেছেন এবং ২৮ আগস্ট ইডির দফতরে হাজির হবেন। ইডি সূত্রে জানা গেছে, মায়া সাহার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট এবং সম্পত্তির নথি খতিয়ে দেখা হচ্ছে, কারণ তিনি জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে আর্থিক লেনদেনে জড়িত থাকতে পারেন। এই মামলায় ইডি এখনও বেশ কয়েকজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে তদন্ত চালাচ্ছে, যার মধ্যে প্রসন্ন রায় নামে একজন মধ্যস্থতাকারীও রয়েছেন।

পুজোর আগেই শহরে রুফটপ রেস্তরাঁ! স্টিফেন কোর্ট থেকে বড়বাজার, অতীত থেকে শিক্ষা, সতর্ক রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ পুজোর আগে শহরের আকাশছোঁয়া রেস্তরাঁয় ফের প্রাণ ফেরাচ্ছে পুর প্রশাসন। তবে খোলা ছাদে খাওয়াদাওয়ার ছাড়পত্র মিলছে একগাদা শর্তের খাতায় সই করে তবেই। অতীতের ভয়াবহ আগুনের স্মৃতি এখনও টাটকা। তাই এবারে ঢালাও কড়াকড়িতে ফিরহাদ হাকিমের বার্তা, ছাড়পত্র চাই? তা হলে অগ্নি-নিরাপত্তা আগে! ফিরহাদ বলেন, ''নতুন করে আমরা কোনও রেস্তরাঁর অনুমোদন দিচ্ছি না। তবে যেগুলি ছিল, সেগুলি পুজোর আগেই চালু হবে। তবে রুফটপ চালু করা হলেও মানতে হবে একাধিক শর্ত।'' মোট রুফটপের ৫০ শতাংশ খালি রাখতে হবে। যেদিকে হাইড্রোলিক ল্যাডার ঢুকবে রেস্তরাঁর সেই দিকে ৫০ শতাংশ এলাকা খালি রাখতে হবে, যাতে উদ্ধারকার্য করা যায়। মানুষকে বাঁচাতে যা যা প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি রাখা দরকার, তা রাখতে হবে। রাখতে হবে প্রয়োজনীয় অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা। শর্তগুলি হল-(১) ছাদে বসার জায়গার কমপক্ষে ৫০ শতাংশ খালি রাখতে হবে। (২) রাস্তার দিকে রেসকিউ স্পেস রাখতেই হবে। (৩) থাকতে হবে চলমান ফায়ার ফাইটিং ব্যবস্থা - জলের পাইপ, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, অ্যালার্ম সিস্টেম সহ। (৪) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সিঁড়ি খোলা রাখতে হবে। স্টিফেন কোর্টের ঘটনার ঘাটতি সামনে এসেছিল। এ নিয়ে মামলা গড়িয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টেও। যার জেরে গত মে মাসে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানিয়েছিলেন, শহরে আর কোনও রকম

পুনরাবৃত্তি ঠেকাতেই এই নির্দেশ। গত এপ্রিলের এক রাতে বড়বাজারের মেছুয়ার ফলপট্টির হোটেলে অগ্নিকাণ্ডে ১৪ জনের মৃত্যু হয়। হোটেলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা নিয়ে উঠেছিল নানাবিধ প্রশ্ন। এরপরই শহরের রুফটপ রেস্তরাঁগুলির অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থার রুফটপ রেস্তরাঁ করা যাবে না। ঘটনার পরই রাজ্যের তরফে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছিল। সেই কমিটির রিপোর্ট আসার পরই ফের রুফটপ রেস্তরাঁ চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল বলে এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে জানান মেয়র। ২০১০ সালে স্টিফেন কোর্টে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ৪০ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। তদন্তে উঠে এসেছিল, বিকল্প সিঁড়ি থাকলেও তা বন্ধ করে রাখার ফলে অনেকেই সেই রাতে বাইরে বেরোতে পারেননি। এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে ওই প্রসঙ্গ টেনে মেয়র বলেন, ''স্টিফেন কোর্টের ক্ষেত্রে দেখেছিলাম সিঁড়িটা বন্ধ রাখার ফলে সেখানে এসে মানুষ মারা গিয়েছিল। এক্ষেত্রে সিঁড়ি খালি রাখতে হবে। পাশাপাশি রুফটপ চালুর আগে নতুন করে দমকল বিভাগের তরফে অডিট করা হবে।'' একই সঙ্গে ফিরহাদ বলেন, ''ভবিষ্যতে আমরা একটা বিল আনব, যেখানে ছাদ কমন এরিয়া হিসেবে রাখতে হবে। ফায়ার, পুলিশ এবং কর্পোরেশন তিন মাস অন্তর সরোজমিনে খতিয়ে দেখবে। নিয়ম না মানলে লাইসেন্স বাতিল করা হবে। ফিরহাদের কড়া বার্তা-মানুষের প্রাণের বিনিময়ে ব্যবসা চলতে পারে না। ছাড়পত্র চাইলে নিয়ম মানতেই হবে।'' ওয়াকিবহাল মহলের মতে, স্টিফেন কোর্ট থেকে মেছুয়ার দমবন্ধ ঘর- দু'দশকের দুই ট্র্যাজেডির জেরেই প্রশাসনের অন্দরে এই বাড়তি সতর্কতা।

সিদ্ধিদাতার আরাধনায় মেতেছে সমগ্র দেশ, গণেশ চতুর্থীতে পূজার্চনা ভক্তদের

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট ঃ শারদোসবের ঢাকে কাঠি পড়তে আরও কিছু দিন বাকি। তার আগে শ্রীবৃদ্ধি ও ঐশ্বর্যের কামনায় 'বাপ্পা'র পুজোয় মাতল গোটা দেশ। মুম্বই থেকে কলকাতা, দিল্লি থেকে বেঙ্গালুরু - সর্বত্রই গণেশ আরাধনায় মেতেছেন দেশবাসী। মহা ধুমধাম করে মুম্বই-সহ মহারাষ্ট্রজুড়ে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী। গণেশ আরাধনায় ব্রত হয়েছে আহমেদাবাদ, কলকাতা-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত। মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে বুধবার সকালে গণেশের আরাধনা করা হয়, উপস্থিত ছিলেন বিপুল সংখ্যক ভক্তরা।থিমের গণেশ মূর্তি, বিশালকার মণ্ডপ, বাহারি আলোকসজ্জা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ। মুম্বইয়ের বিখ্যাত সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী। লাড্ডু প্রসাদ হিসেবে দেওয়া হয়েছে গণপতিকে। হিন্দু শাস্ত্রে তেত্রিশ কোটি দেবতার মধ্যে সর্বাগ্রে পূজিত হন গণেশ। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, সমস্যা, দূর করতে সিদ্ধিদাতার পুজো করে থাকেন হিন্দু ধর্মাবলম্বীরা। 'গণপতি বাপ্পা মৌরিয়া' এই শব্দবন্ধই ধ্বনিত হচ্ছে দেশজুড়ে।

ভারত-মার্কিন শুল্কযুদ্ধে এ রাজ্যের প্রতিক্রিয়ায় কটাক্ষ তথাগতর

কলকাতা, ২৭ আগস্ট, ঃ ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, ভারত থেকে আমদানীকৃত কোনো দ্রব্যের উপর আমেরিকার অতিরিক্ত কর চাপানোর ফলে পশ্চিমবঙ্গের কোন কারখানা বন্ধ হবে না, কোন শ্রমিক বেকারও হবেন না।বুধবার এক্সবার্তায় এ কথা লিখলেন প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। কারণ হিসাবে তিনি লিখেছেন, ৩৪ বছরের বাম শাসন ও ১৫ বছরের তৃণমূলী শাসনের পরে পশ্চিমবঙ্গে কোন কারখানাই নেই, আর শ্রমিকরা এমনিতেই বেকার। তবে প্রচুর প্রতিশ্রুতি, প্রস্রাব, থুড়ি, প্রস্তাব, ইত্যাদি দিস্তা দিস্তা আছে।প্রসঙ্গত, ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় বার প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর প্রথম যে দেশগুলি সম্ভাব্য বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে ওয়াশিংটনের আলোচনা শুরু করেছিল, ভারত তাদের মধ্যে অন্যতম। তবে আপাতত এই চুক্তির ভবিষ্য খুব একটা উজ্জ্বল বলে মনে করছেন না কেউই। তথাগতবাবুর ইঙ্গিত, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনিতেই সঙ্কটজনক। এই শুল্কযুদ্ধে নতুন করে খারাপ হওয়ার কিছু নেই।

আইপিএল থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন আর.অশ্বিন

চেন্নাই, ২৭ আগস্ট ঃবুধবার সোশ্যাল মিডিয়ার একটি পোস্টের মাধ্যমে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল) থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন ভারতের প্রাক্তন অলরাউন্ডার আর. অশ্বিন। আইপিএল ক্রিকেটার হিসেবে আমার সময় আজ শেষ হচ্ছে। বছরের পর বছর ধরে অসাধারণ স্মৃতি এবং সম্পর্কের জন্য সমস্ত ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ জানাতে চাই এবং আইপিএল এবং বিসিসিআইকে, তারা আমাকে যা দিয়েছে তার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাতে চাই, বলেছেন অশ্বিন।২০০৯ সালে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে অভিষেক হওয়ার পর , অশ্বিন আইপিএলে ২২১টি ম্যাচ খেলেছেন, ৭.২০ এর চিত্তাকর্ষক ইকোনমিতে তাঁর অফ-স্পিন দিয়ে ১৮৭টি উইকেট নিয়েছেন। অশ্বিন ব্যাট হাতেও অসাধারণ অবদান রাখেন ৮৩৩ রান করে। অশ্বিন আইপিএলে পাঁচটি দলে প্রতিনিধিত্ব করেছেন - সিএসকে, রাইজিং পুনে সুপার জায়ান্ট , পঞ্জাব কিংস, দিল্লি ক্যাপিটালস এবং রাজস্থান রয়্যালস।

অপারেশন সিঁদুর বর্তমান যুগে তথ্য ও সাইবার যুদ্ধের গুরুত্ব শিখিয়েছেঃরাজনাথ সিং

মহোও, ২৭ আগস্ট ঃঅপারেশন সিঁদুর বর্তমান যুগে তথ্য ও সাইবার যুদ্ধের গুরুত্ব শিখিয়েছে। জোর দিয়ে বললেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং। বুধবার মধ্যপ্রদেশের মহোও-তে আয়োজিত রণ-সম্বাদ ২০২৫-এ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, অপারেশন সিঁদুর আমাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পাঠ শিখিয়েছে - বর্তমান যুগে তথ্য ও সাইবার যুদ্ধের গুরুত্ব। আমাদের প্রতিরক্ষা ক্ষমতা বাড়ানোর সময়, আমাদের তথ্য এবং সাইবার পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী নিশ্চিত করাও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। আমি বিশ্বাস করি, এই বিষয়টিকে গভীরভাবে বিবেচনা করতে হবে এবং আমাদের চিন্তাভাবনা করা উচিত।রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, বর্তমান বিশ্বে, অবাক করার উপাদানটি আরও শক্তিশালী হয়ে উঠেছে, কারণ এটি এখন প্রযুক্তিগত যুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রযুক্তি এমন গতিতে অগ্রসর হচ্ছে যে, যখন আমরা একটি উদ্ভাবনকে সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি, তখন আরেকটি উদ্ভাবন ঘটে - সম্পূর্ণরূপে যুদ্ধের গতিপথ পরিবর্তন করে। মনুষ্যবিহীন এরিয়াল ভেহিকেল, হাইপারসনিক মিসাইল, সাইবার-আক্রমণ এবং এআই-চালিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ হল এমন সরঞ্জামগুলির উদাহরণ যা আধুনিক সংঘাতে অপ্রত্যাশিত মোড় নিয়ে আসছে। বিস্ময়ের এই উপাদানটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এটির আর স্থায়ী রূপ নেই। এটি পরিবর্তন করতে থাকে, সর্বদা এটির সাথে অনিশ্চযতা বহন করে এবং ঠিক এই অনিশ্চয়তাই প্রতিপক্ষকে বিভ্রান্ত করে, প্রায়শই যুদ্ধের ফলাফলের নির্ধারক ফ্যাক্টর হয়ে ওঠে। আমাদের সময়ে, প্রযুক্তি এবং বিস্ময়ের সংমিশ্রণ যুদ্ধকে আগের চেয়ে আরও জটিল এবং অপ্রত্যাশিত করে তুলছে। সেজন্য আমাদের কেবল বিদ্যমান প্রযুক্তিতেই দক্ষতা অর্জন করতে হবে না বরং এটাও নিশ্চিত করতে হবে যে আমরা নতুন উদ্ভাবন এবং অপ্রত্যাশিত চ্যালেঞ্জের জন্য ক্রমাগত প্রস্তুত আছি।

ভারতের প্রাণী সর্বেক্ষণ সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে দুটি নতুন কোলেম্বোলা প্রজাতি আবিষ্কার করল

কলকাতাঃভারতের প্রাণী সর্বেক্ষণ সংস্থা (ZSI)-র বিজ্ঞানীরা পশ্চিমবঙ্গে কোলেম্বোলার দুটি নতুন প্রজাতি আবিষ্কার করেছে। কোলেম্বোলা হল, মাটিতে বসবাসকারী ক্ষুদ্র সন্ধিপদী প্রাণী, যেগুলি মাটির স্বাস্থ্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার পশ্চিমবঙ্গের জীববৈচিত্র্যকে আরও গভীরভাবে বোঝার পথ প্রশস্ত করেছে।নতুন আবিষ্কৃত প্রজাতিদুটির নাম রাখা হয়েছে Salina aurantiamaculata এবং Salina pseudomontanaú প্রথমটির নামকরণ করা হয়েছে এর উজ্জ্বল কমলা রঙের দাগের জন্য, আর দ্বিতীয়টির নাম এসেছে Salina montana প্রজাতির সঙ্গে এর শারীরিক সাদৃশ্যের কারণে।এই আবিষ্কারটি ZSI-এর অ্যাপটেরিগোটা (Apterygota) শাখার গবেষক দল করেছেন, যার নেতৃত্বে ছিলেন ডঃ গুরুপদ মণ্ডল। এই দলে এছাড়াও ছিলেন শ্রীমতী পৃথা মণ্ডল এবং ডঃ সুরজি কর। গবেষণাটি ১৪ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে আন্তর্জাতিক শ্রেণীবিন্যাস সংক্রান্ত সাময়িক পত্রিকা Zootaxa-তে প্রকাশিত হয়েছে।ZSI-এর নির্দেশক ডঃ ধৃতি ব্যানার্জি গবেষক দলের প্রচেষ্টাকে প্রশংসা করে কোলেম্বোলার পরিবেশগত গুরুত্বের ওপর আলোকপাত করেছেন। তিনি বলেছেন, কোলেম্বোলা মাটির স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরা উপরিভাগের মাটির গঠন, পুষ্টি উপাদানের পুনর্ব্যবহার এবং জৈব পদার্থের পচন প্রক্রিয়ায় মুখ্য ভূমিকা পালন করে। তিনি আরও বলেছেন, এদের ভূমিকা প্রায়ই উপেক্ষিত হয়, কিন্তু পরিবেশগত স্বাস্থ্য পর্যবেক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণে তাদের গুরুত্ব অপরিহার্য।নতুন প্রজাতিদুটিকে স্বতন্ত্র করে তোলে এদের শরীরের চেটোট্যাক্সি বা লোমের বিন্যাস, ভিন্নধর্মী দেহবর্ণ এবং ফারকুলার (পেটের একটি কাঁটাযুক্ত অঙ্গ) গঠন। এতে রয়েছে একটি চতুস্কোণ মুক্রো এবং শীর্ষভাগে দন্তাকৃতি উপাঙ্গ। প্রজাতিদুটি যৌগিক চোখযুক্ত, এবং এদের দেহে কোনো আঁশ নেই। উভয় প্রজাতিই সর্বব্যাপী বিস্তৃত celebensis গোষ্ঠীর অন্তর্গত।ডঃ গুরুপদ মণ্ডলের মতে, এই আবিষ্কারটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, কারণ, এর ফলে ভারতে Salina গণের প্রজাতির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ১৭-এ। ভারতে সর্বশেষ Salina প্রজাতি নথিভুক্ত হয়েছিল ১৯৭৯ সালে-ফলে দীর্ঘ বিরতির পর এই আবিষ্কার এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। তিনি বলেন, এই গবেষণা স্পষ্ট করে তোলে যে, এই ক্ষুদ্র প্রাণীগুলির বৈচিত্র্য এবং মাটির বাস্তুতন্ত্রে এদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান অনুধাবনের জন্য ধারাবাহিক গবেষণা অপরিহার্য।

বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জম্মু স্কুল ও কলেজ বন্ধ, পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী

জম্মু, ২৭ আগস্ট ঃপ্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জম্মু, প্রাকৃতিক দুর্যোগের পরিপ্রেক্ষিতে স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখা হয়েছে। সার্বিক পরিস্থিতির দিকে নজর রাখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ জিতেন্দ্র সিং জম্মু ও কাশ্মীরের বন্যা পরিস্থিতি সম্পর্কে এক্স পোস্টে বিশদ জানিয়েছেন। তিনি জানান, পুঞ্চ এবং রাজৌরি জেলা ব্যতীত সমগ্র জম্মু বিভাগে এখনও বৃষ্টিপাত হচ্ছে, যদিও বৃষ্টির তীব্রতা কম। তাওয়াই নদীর জলস্তর হ্রাস পেয়েছে, তবে চেনাব নদী বিপদ সীমার কাছাকাছি প্রবাহিত হচ্ছে।। জিতেন্দ্র জানান, তাৎক্ষণিক অগ্রাধিকার হল বিদ্যুৎ, জল সরবরাহ এবং মোবাইল পরিষেবা পুনরুদ্ধার করা, এ জন্য কর্তৃপক্ষ রাতভর অবিরাম কাজ করে চলেছে। স্কুল ও কলেজ বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং সাধারণ জনগণকে নিরাপত্তার জন্য অপ্রয়োজনীয় স্থানে চলাচল থেকে বিরত থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং জানান, ঐতিহাসিক মাধোপুর সেতু, যা ইতিহাসের অংশ হয়ে উঠেছিল, যখন ১৯৫৩ সালের ১১ মে এই সেতুর মাঝখানে ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীকে গ্রেফতার করা হয়। বুধবার ভোররাত থেকে এই সেতুর উপর দিয়ে যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ব্যক্তিগতভাবে পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। বেশ কিছু হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছেন তিনি।

গত বছরের খরচের হিসেব দিলে তবেই পুজোর অনুদান, নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের

কলকাতা, ২৭ আগস্ট, ঃ দুর্গা পুজোর অনুদান মামলায় বড় নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বুধবারের শুনানিতে স্পষ্ট জানানো হল, পুজো কমিটিগুলি গত বছরের খরচের হিসেব দিলে তবেই অনুদান পাবে। কিন্তু সেই হিসেব না দিলে অনুদান দেওয়া যাবে না বলে স্পষ্ট করা হয়েছে।বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি স্মিতা দাস দে-র ডিভিশন বেঞ্চ এমনই নির্দেশ দিয়েছে।বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে রাজ্য জানায়, ৪১ হাজার ৭৯৫টি পুজো কমিটি অনুদান নিয়েছে। তার মধ্যে ৪১ হাজার ৭৯২টি কমিটিই খরচের হিসেব দিয়েছে। বাকি তিনটি ক্লাব যারা কোনও হিসেব দেয়নি তারা শিলিগুড়ির। এই বক্তব্য শুনে পুজোর ছুটির এক মাসের মধ্যে 'ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট' বা খরচের হিসেব নিয়ে রাজ্যকে রিপোর্ট দিতে বলেছে রাজ্যের উচ্চ আদালত।পুজোর অনুদান মামলায় এর আগেও হিসেব-নিকেশের প্রসঙ্গ উঠেছিল। সেই সময়ে রাজ্যের অবস্থান জানতে চেয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। জানতে চাওয়া হয়, কত পুজো কমিটি অনুদান পায়, কতগুলি পুজো কমিটি খরচের হিসেব দেয় বা দেয়নি। পাশাপাশি খরচের হিসেব না দেওয়া কমিটিগুলিকে রাজ্য আবার কেন অনুদান দিচ্ছে সেই প্রশ্নও করেছিল আদালত। বুধবার সেই প্রেক্ষিতে স্পষ্ট নির্দেশ - অনুদানের টাকার খরচের হিসেব বা দিলে তা আর দেওয়াই যাবে না।

পুজোর মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেনযাত্রীদের জন্য ৩৯,৩৫০টি অতিরিক্ত বার্থ

কলকাতা, ২৭ আগস্ট, ঃ প্রত্যাশিত উসবমুখর জনতাকে সামলাতে পূর্ব রেলওয়ে তিনটি বিশেষ ট্রেন চালু করবে - হাওড়াকে খাটিপুরার সাথে, কলকাতাকে ভাদোদরার সাথে এবং মালদা টাউনকে উধর সাথে যুক্ত করবে। এই উদ্যোগের ফলে যাত্রীদের জন্য ৩৯,৩৫০টি অতিরিক্ত বার্থ তৈরি হবে।০৩০০৭ হাওড়া - খাটিপুরা পূজা স্পেশাল প্রতি রবিবার ২৮.০৯.২০২৫ থেকে ০২.১১.২০২৫ (০৬টি ট্রিপ) হাওড়া থেকে ২৩ঃ০০ টায় ছেড়ে তৃতীয় দিনে ০৩ঃ৩০ টায় খাটিপুরায় পৌঁছাবে এবং ০৩০০৮ খাটিপুরা - হাওড়া পূজা স্পেশাল খাটিপুরা থেকে ০৭৩৫ টায় ছেড়ে যাবে।প্রতি মঙ্গলবার ৩০.০৯.২০২৫ থেকে ০৪.১১.২০২৫ (০৬টি ট্রিপ) পরের দিন ১৬ঃ৫০ মিনিটে হাওড়া পৌঁছাবে। ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের উভয় দিকে ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জাসিডিহ স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেরেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকার ব্যবস্থা থাকবে।০৩১০৯ কলকাতা - ভাদোদরা পূজা স্পেশাল প্রতি মঙ্গলবার ৩০.০৯.২০২৫ থেকে ২৫.১১.২০২৫ (০৯টি ট্রিপ) প্রতি মঙ্গলবার কলকাতা থেকে ০৮ঃ০০ মিনিটে ছেড়ে ভদোদরা জংশনে পৌঁছাবে এবং পরের দিন ১৯ঃ৪৫ মিনিটে এবং ০৩১১০ ভাদোদরা - কলকাতা পূজা স্পেশাল প্রতি বৃহস্পতিবার ০২.১০.২০২৫ থেকে ২৭.১১.২০২৫ (০৯টি ট্রিপ) ভদোদরা জংশন থেকে ১৬ঃ৪৫ মিনিটে ছেড়ে তৃতীয় দিনে ০৪ঃ০৫ মিনিটে কলকাতা পৌঁছাবে।ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের উভয় দিকে বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডি স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেরেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং এয়ার-কন্ডিশনড থাকার ব্যবস্থা থাকবে।০৩৪১৭ মালদা টাউন - উধ পূজা স্পেশাল প্রতি শনিবার ২৭.০৯.২০২৫ থেকে ০৮.১১.২০২৫ (০৭টি ট্রিপ) মালদা টাউন থেকে ১২ঃ২০ মিনিটে ছেড়ে উধ পৌঁছাবে। তৃতীয় দিনে এবং

জলই জীবন এবং মাটিই আমাদের অস্তিত্ব, আমাদের ভিত্তি

নয়াদিল্লি(পিআইবি)ঃআজ, পরিবেশ সংকটের কারণে, অনেক জায়গায় ভূগর্ভস্থ জলের স্তর হাজার-দেড় হাজার ফুট নিচে নেমে গেছে। যদি আমাদের উর্বর মাটি এভাবে ভেসে যেতে থাকে এবং জমি অনুর্বর হতে থাকে, তাহলে আমাদের আগামী প্রজন্মের ভবিষ্য কী হবে? এই দূরদর্শী চিন্তাভাবনা এবং ভবিষ্যতের জন্য উদ্বেগ নিয়ে, আমাদের সরকার প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে একটি চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রী মোদী সর্বদা দূরদৃষ্টি নিয়ে কাজ করেছেন। তিনি কেবল আজকের কথা নয়, পরবর্তী ৫০-১০০ বছর সম্পর্কেও ভাবেন। তাঁর নেতৃত্বে, ভারত সরকারের ভূমি সম্পদ বিভাগ সারা দেশে 'প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঞ্চাই যোজনা'-এর আওতায় 'জলবিভাজিকা উন্নয়ন উৎপাদান (ডব্লিউডিসি-পিএমকেএসওয়াই) বাস্তবায়ন করছে। কিন্তু সরকার একা এই কাজ করতে পারবে না। এই মহান অভিযানে সমাজকেও সরকারের পাশে দাঁড়াতে হবে। এটি পৃথিবী বাঁচানোর একটি অভিযান। জল, মাটি এবং জমি বাঁচানো গেলে ভবিষ্য বাঁচানো যাবে। এই প্রকল্পটি বিশেষ করে খরা এবং বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল অঞ্চলগুলিতে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং এই অঞ্চলগুলিতে বসবাসকারী আমাদের কৃষক ভাই-বোনদের জীবনে সমৃদ্ধি আনার জন্য একটি দুর্দান্ত অভিযান, যেখানে একসময় তাদের প্রত্যেক ফোঁটা জলের জন্য লড়াই করতে হত।অনেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেন যে এই জলাধার প্রকল্পটি কী? আমি তাদের সহজ ভাষায় বলি যে এটি কেবল একটি সরকারি প্রকল্প নয়, বরং জনগণের স্বার্থে জনগণের দ্বারা পরিচালিত একটি বিপ্লব। এই প্রকল্পের মূল মন্ত্র হল- ক্ষেতের জল মাঠেই থাকা উচিত এবং গ্রামের জল গ্রামেই থাকা উচিত। এর আওতায়, আমরা সকলেই মাঠের সীমানা শক্তিশালী করি, মাঠেই ছোট ছোট পুকুর তৈরি করি এবং ছোট ছোট ড্রেনের উপর চেকড্যামের মতো জলের কাঠামো তৈরি করি। এর ফলে বৃষ্টির জল বয়ে যায় না এবং নষ্ট হয় না, বরং ধীরে ধীরে পৃথিবীর তৃষ্ণা মেটায়, যার ফলে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর বৃদ্ধি পায় এবং মাটি দীর্ঘ সময় ধরে আর্দ্র থাকে।এই প্রকল্পের সবচেয়ে বড় শক্তি হল এতে জনসাধারণের অংশগ্রহণ। গ্রামের মানুষ একসঙ্গে বসে সিদ্ধান্ত নেয়, কোথায় পুকুর খনন করা হবে, কোথায় সীমানা তৈরি করা হবে এবং কোথায় গাছ লাগানো হবে। ভূমিহীন পরিবার এবং মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে হাঁস-মুরগি এবং মৌমাছি পালনের মতো কাজের সঙ্গে যুক্ত করে তাঁদের আয় বৃদ্ধির জন্য কাজ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটি খুবই আনন্দদায়ক ফলাফল দিচ্ছে। এর সবচেয়ে বড় সুবিধা আমাদের কৃষক ভাই-বোনেরা পেয়েছেন, যাদের আয় ৮ থেকে ৭০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এটি সম্ভব হয়েছে কারণ ২০১৫ সাল থেকে সরকার ২০,০০০ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করেছে এবং সারা দেশে ৬,৩৮২টিরও বেশি প্রকল্প পরিচালনা করেছে এবং প্রয় ৩ কোটি হেক্টর জমিকে আবার উর্বর করতে পেরেছে।মধ্যপ্রদেশের ঝাবুয়ায়, যেখানে একসময় খরা ছিল একটি বড় সমস্যা, আজ জনজাতি গ্রামগুলিতে প্রচুর জল রয়েছে এবং মাটির উর্বরতা শক্তিও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রকল্প এলাকার ২২টি গ্রামে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর এক মিটার বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ফলে কৃষিকাজেও পরিবর্তন এসেছে। এখানকার কৃষক ভাইয়েরা জানিয়েছেন যে গ্রামে চেকড্যাম নির্মাণের পর, তাঁরা এখন ভুট্টার পাশাপাশি ছোলার চাষ করছেন, যার ফলে তাঁদের আয় ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ টাকা পর্যন্ত বেড়েছে। এছাড়াও, ঝাবুয়ার পারওয়ালিয়া পঞ্চায়েতে, ১২টি খামারে নির্মিত কৃষি পুকুরের কারণে কৃষকদের আয় প্রতি হেক্টর ১ লক্ষ থেকে ১.৫ লক্ষ টাকায় উন্নীত হয়েছে।এই প্রকল্পের আওতায় ৯ লক্ষেরও বেশি চেকড্যাম, জলাশয়, কৃষি পুকুর এবং অন্যান্য জলাশয় কাঠামো তৈরি করা হয়েছে। ৫.৬ কোটিরও বেশি মানব-দিবস সৃষ্টি করা হয়েছে, যার ফলে গ্রামীণ কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। জলাশয় উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে গ্রামগুলিতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছে। প্রকল্প এলাকায় যেখানে আগে জলের ঘাটতি ছিল, সেখানে এখন জলের উৎস ১.৫ লক্ষ হেক্টরেরও বেশি নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছে, অর্থাৎ ১৬ বৃদ্ধি পেয়েছে। তার উপর এখন কৃষকরা ঐতিহ্যবাহী ফসল ছাড়াও ফল এবং অন্যান্য গাছপালার চাষ শুরু করেছেন, যার ফলে উদ্যানপালন এবং বৃক্ষ চাষের পরিধি ১২ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৯ লক্ষ হেক্টরে দাঁড়িয়েছে। রাজস্থানের বারমেরের মতো মরুভূমি অঞ্চলে, যেখানে জলের অভাব কৃষকদের অন্য রাজ্যে গিয়ে কাজ করতে বাধ্য করছিল, সেখানে আজ ডালিম চাষের মাধ্যমে সবুজায়ন ফিরে

যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পালিত গণেশ চতুর্থী, শুভেচ্ছা রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট ঃ সমগ্র দেশে বুধবার উসাহ ও উদ্দীপনার সঙ্গে পালিত হচ্ছে গণেশ চতুর্থী উসব। মহারাষ্ট্র-সহ দেশের সর্বত্রই বুধবার থেকে শুরু হয়েছে গণেশ উসব। ভগবান গণেশ সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্যের প্রতীক। পারিবারিক পুজোর পাশাপাশি দেশজুড়ে বিভিন্ন ক্লাবের উদ্যোগেও হচ্ছে গণেশ আরাধনা। পুজো প্যান্ডেলগুলিকে আলোকমালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে।গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে সমস্ত দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু লিখেছেন, ভারত ও বিদেশে বসবাসকারী সমস্ত ভারতীযকে গণেশ চতুর্থীর আন্তরিক শুভেচ্ছা!জ্ঞান ও বিচক্ষণতার দেবতা ভগবান শ্রী গণেশের জন্মোসব হিসেবে এই মহান উৎসবটি অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে পালিত হয়। আমি ভগবান শ্রী গণেশের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন ব্যক্তিত্ব এবং দেশ গঠনের পথে সমস্ত বাধা দূর করে দেন। গণপতি বাপ্পা মোরিয়া!প্রধানমন্ত্রী মোদী শুভেচ্ছা-বার্তায় জানিয়েছেন, সকলকে গণেশ চতুর্থীর অনেক অনেক শুভেচ্ছা। বিশ্বাস ও ভক্তিতে পরিপূর্ণ এই শুভ উৎসব সকলের জন্য মঙ্গলময় হোক। আমি ভগবান গজাননের কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন তাঁর সকল ভক্তদের সুখ, শান্তি এবং সুস্বাস্থ্য দান করেন। গণপতি বাপ্পা মোরিয়া!

ডোনাল্ড ট্রাম্পের নয়া শুল্ক চালু, প্রভাব পড়তে পারে ভারতে

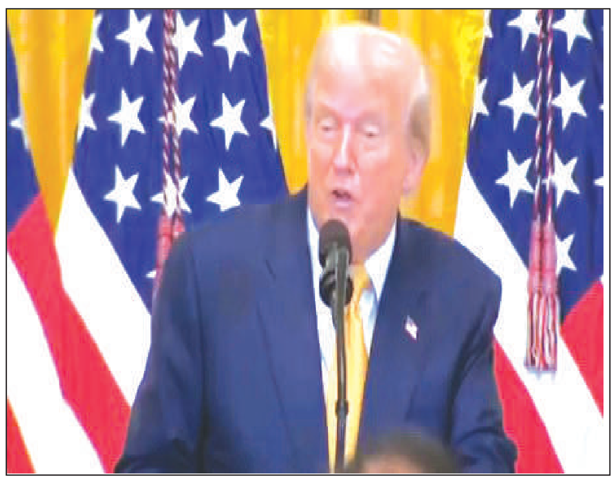

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট ঃ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপ করা নতুন শুল্ক চালু হল ভারতে। বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা থেকে আমেরিকায় রফতানি করা ভারতীয় পণ্যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক নেওয়া চালু হয়েছে। তার ফলে সমস্যায় পড়েছেন আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য রফতানিকারকেরা। এর প্রভাব পড়তে পারে ভারতে।উল্লেখ্য, রাশিয়ার থেকে তেল কেনা জারি রাখায় প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রোষের মুখে পড়েছে ভারতকে। চলতি মাসের শুরুতেই ট্রাম্প দু'দফায় মোট ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন ভারতের উপর। যা বুধবার সকাল সাড়ে ৯টা লাগু হয়েছে। বুধবার থেকে কার্যকর হওয়া নতুন হারে শুল্ক প্রভাবিত করতে পারে ভারতীয় ব্যবসাকে, এমনই আশঙ্কা করা হচ্ছে।

২৮ আগস্ট জাপান সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী, পরবর্তীতে যাবেন চিনেও

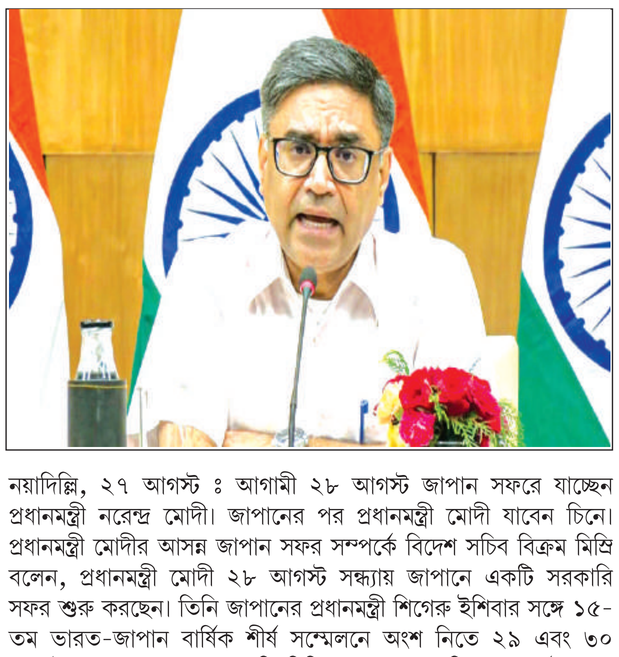

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট ঃ আগামী ২৮ আগস্ট জাপান সফরে যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। জাপানের পর প্রধানমন্ত্রী মোদী যাবেন চিনে। প্রধানমন্ত্রী মোদীর আসন্ন জাপান সফর সম্পর্কে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী ২৮ আগস্ট সন্ধ্যায় জাপানে একটি সরকারি সফর শুরু করছেন। তিনি জাপানের প্রধানমন্ত্রী শিগেরু ইশিবার সঙ্গে ১৫-তম ভারত-জাপান বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে ২৯ এবং ৩০ আগস্ট জাপানে থাকবেন। এটি বিভিন্ন কারণে একটি গুরুত্বপূর্ণ সফর। প্রধানমন্ত্রী ইশিবার সঙ্গে এটি প্রধানমন্ত্রী মোদীর প্রথম বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলন। প্রায় ৭ বছরের মধ্যে এটি জাপানে তার প্রথম স্বতন্ত্র সফর। তিনি শেষবার ২০১৮ সালে বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে অংশ নিতে গিয়েছিলেন। তারপর থেকে তিনি জাপান সফর করেছেন, তবে এটি বহুপাক্ষিক কর্মকাণ্ড এবং অন্যান্য আনুষ্ঠানিক অনুষ্ঠানের জন্য। এটি এমন একটি সফর হবে, যা ভারত ও জাপানের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক এজেন্ডাকে সম্পূর্ণরূপে নিবেদিত হবে। ২০১৪ সালে দাযিত্ব নেওয়ার পর থেকে এটি প্রধানমন্ত্রীর অষ্টম জাপান সফর এবং আমাদের বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই বিশেষ সম্পর্কের যে উচ্চ অগ্রাধিকার রয়েছে তা প্রতিফলিত করে।প্রধানমন্ত্রী মোদীর চিন সফর সম্পর্কে বিদেশ মন্ত্রকের সচিব (পশ্চিম) তন্ময় লাল বলেছেন, চিনের রাষ্ট্রপতি শি জিনপিংয়ের আমন্ত্রণে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ৩১ আগস্ট এবং পয়লা সেপ্টেম্বর সাংহাই সহযোগিতা পরিষদের (এসসিও) রাষ্ট্রপ্রধানদের ২৫-তম বৈঠকে যোগ দিতে চিনের তিয়ানজিন সফর করবেন। সন্ত্রাসবাদ, বিচ্ছিন্নতাবাদ এবং চরমপন্থার তিনটি মন্দ দিক মোকাবেলা করার প্রাথমিক লক্ষ্য নিয়ে এসসিও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যা এখনও একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে রয়ে গেছে। এসসিওতে ১০ জন সদস্য রয়েছে। ভারত ছাড়াও, তাদের মধ্যে রয়েছে বেলারুশ, চিন, ইরান, কাজাখস্তান, কিরগিজস্তান, পাকিস্তান, রাশিয়া, তাজিকিস্তান এবং উজবেকিস্তান। তিয়ানজিনে আসন্ন ২৫-তম এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের কর্মসূচির উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে ৩১ আগস্ট সন্ধ্যায় একটি স্বাগত ভোজসভা এবং পরের দিন, পয়লা সেপ্টেম্বর, সোমবার মূল শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এসসিও শীর্ষ সম্মেলনের পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রী কিছু দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বুধবার দেশে অপরিবর্তিত পেট্রোল-ডিজেলের দর

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট ঃ ভারতের তেল বিক্রয়কারী সংস্থাগুলি বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দামের উপর ভিত্তি করেই পেট্রোল ও ডিজেলের দাম নির্ধারণ করে। দেশীয় বাজারে বুধবার পেট্রোল - ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন দেখা গেলো না।এদিন দিল্লিতে প্রতি লিটারে পেট্রোলের দাম ৯৪.৭৭ টাকা ও ডিজেলের দাম ৮৭.৬৭ টাকা । কলকাতায় প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৫.৪১ টাকা ও ডিজেলের দাম ৯২.০২ টাকাই বহাল রইলো। মুম্বইতে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০৩.৫০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯০.০৩ টাকা । চেন্নাইয়ে প্রতি লিটার পেট্রোলের দাম ১০০.৮০ টাকা, ডিজেলের দাম ৯২.৩৯ টাকা করা হয়েছে আজ।

রাশিফল

মেষঃ মেষ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত দিন হবে। আপনার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাবে এবং আপনি যে কাজই করুন না কেন, তাতে সাফল্যের সম্ভাবনা রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে পারে

বৃষঃ আপনার জন্য নিছকই আনন্দ এবং মজা-যেহেতু আপনি পূর্ণমাত্রায় জীবন উপভোগ করতে নেমে পড়েছেন। এই রাশিচক্রের কিছু স্থানীয় নেত্রিকে আজ জমি সংক্রান্ত যে কোনও বিষয়ে অর্থ ব্যয় করতে হতে পারে। কোন কাছের আত্মীয় আরো বেশি মনোযোগ চাইলেও সহায়ক এবং যত্নশীল হবে।।

মিথুনঃ আজকের দিনটি মিথুন রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন ধারণা এবং যোগাযোগের সময় হবে। আপনার ধারণাগুলি উজ্জ্বল এবং আপনি আপনার চিন্তাভাবনাগুলি সর্বোত্তম উপায়ে প্রকাশ করতে সক্ষম হবেন।।

কর্কট রাশি ঃ আধ্যাত্মিকের পাশাপাশি শারীরিক উন্নতির জন্য ধ্যান এবং যোগ চর্চা করা লাভজনক প্রমাণিত হবে। বিবাহের যোগ হবে।

সিংহঃ সিংহ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য এই দিনটি ইতিবাচক শক্তি এবং আত্মবিশ্বাস নিয়ে আসবে। সংসারে শান্তি হবে।

কন্যা ঃ আজ শান্ত-উদ্বেগমুক্ত থাকুন। যারা এখন অবধি বেশি চিন্তাভাবনা না করে অর্থ ব্যয় করছিলেন তারা জীবনে এর গুরুত্ব বুঝতে পারে, কারণ একটি জরুরি প্রয়োজন দেখা দিতে পারে।।

তুলাঃ তুলা রাশির জাতক জাতিকাদের এই দিনটি নানা সম্ভাবনায় পূর্ণ হবে। সংসারে শান্তি

বৃশ্চিকঃঅতীতের ভুল সিদ্ধান্তগুলি আজ হতাশা এবং মানসিক অশান্তির দিকে নিয়ে যাবে- আপনি নিরুপায় এবং তার পরে কি করতে হবে তা নির্ধারণ করতে অসমর্থ হতে পারেন- অন্যদের থেকে সাহায্য ।

ধনুঃআজকের দিনে ধনু রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য নতুন সম্ভাবনা এবং সৃজনশীলতায় পূর্ণ হবে। কাজের সুযোগ আছে আজ।

মকরঃ মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য উৎসাহ এবং ইতিবাচক শক্তিতে পূর্ণ হবে।

কুম্ভঃ আজকের দিনটি কুম্ভ রাশির জাতক জাতিকাদের জন্য সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনের একটি নতুন দিন হবে। শুভ রং লাল।

মীনঃ স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সমস্যাগুলি অস্বস্তির কারণ হতে পারে। দীর্ঘ স্থায়ী লাভের জন্য স্টক এবং মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ করতে সুপারিশ করা হচ্ছে। পরিবারের সদস্যরা অথবা স্ত্রী কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি করবে। একতরফা মোহ আজ

আবহাওয়া

সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার প্রভাবে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার নিম্নচাপের ভ্রুকুটি২ও রয়েছে। ফলে আগামী কিছু দিন বৃষ্টি থেকে নিস্তার নেই দক্ষিণবঙ্গে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গেও। এরইমধ্যে মঙ্গলবার সকালে রোদের দেখা মিলেছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা, হাওড়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। ওই জেলাগুলিতে হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। এরপর বুধবার কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়ায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। বৃহস্পতি এবং শুক্রবার কলকাতা-সহ দক্ষিণের সব জেলায় বৃষ্টির পাশাপাশি দমকা ঝোড়ো হাওয়ার জন্য হলুদ সতর্কতা রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত দক্ষিণের জেলাগুলিতে ঝড়-বৃষ্টি চলবে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশির ভাগ জেলায় আগামী শনিবার পর্যন্ত ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। কোনও কোনও জেলায় ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। আগামী রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের আট জেলাতেই ঝড়-বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করা হয়েছে। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির পাশাপাশি ওই জেলাগুলিতে ঘণ্টায় ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে ঝোড়ো দমকা হাওয়া বইতে পারে।। মঙ্গলবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ১.৩ ডিগ্রি বেশি।তাপমাত্রা- ৩১ ডিগ্রী সেলসিয়াস। সর্বনির্ম্ন- ২৫ ডিগ্রী সেললিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮০ শতাংশ এবং ৭১সর্বনিম্ন শতাংশ হয়। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০৩.১ মিলিমিটার পর্যন্ত মনে করা হয় ।জোয়ার-সকাল ০৭টা ৫৪মিনিট এবং রাত ১০টা ৫৫মনিট। ভাটা-দুপুর ০২টা ৫৫মনিট এবং রাত ১১টা ৫০মনিট। সূর্যঃউদয় ঃ সকাল ৫টা ০৮মনিটে এবং অস্ত যাবে আজ ৬টা ০২মিনিটে ।

দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার পশ্চিমবঙ্গেঃ দিলীপ ঘোষ

খড়গপুর, ২৭ আগস্ট ঃ পশ্চিমবঙ্গের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর কথায়, দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার পশ্চিমবঙ্গে। বুধবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের মন্ত্রী এবং বিধায়করা জেলে। সবাই জানে চোর কারা। এখানে এসআইআর শুরু হওয়ার পর, এখানকার ১ কোটিরও বেশি ভুয়ো ভোটারদেরও বের করে দেওয়া হবে, তাই তাদের সরকার এখানেও গঠিত হবে না। তারা এতে ভীত, তাই তারা এমন অর্থহীন বক্তব্য পেশ করছে। দেশের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার পশ্চিমবঙ্গে।অন্যান্য রাজ্যে উচ্চশিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীদের পাড়ি জমানোর বিষয়ে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, বাংলায় কোনও সুযোগ নেই, যে কারণে মানুষ এখান থেকে পাড়ি জমাচ্ছে। ' বেঙ্গল ফাইলস' ছবিটি সম্পর্কে বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ বলেন, যেহেতু মানুষ কাশ্মীর সম্পর্কে জানতে পেরেছে, বাংলার অবস্থা তার চেয়েও খারাপ। ১৩০-তম সংবিধান সংশোধনী বিল সম্পর্কে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, বিলটি পাস হয়ে গেলে, এটি আইনে পরিণত হবে এবং দেশে বিদ্যমান দুর্নীতি ধীরে ধীরে হ্রাস পাবে।

রূপোর গয়না ভরে বাংলাদেশে পাচারের চেষ্টা রুখলো বিএসএফ

সৌরভ দাশ, বসিরহাট,২৭ আগস্ট ঃঅভিনব পদ্ধতিতে ২৭ লক্ষ টাকার রূপোর গয়না পাচারের চেষ্টা, বিএসএফের জালে আটক পাচারকারী।বসিরহাটের স্বরূপনগর থানার বিথারী-হাকিমপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের ভারত-বাংলাদেশ হাকিমপুর সীমান্তের ঘটনা। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন রাতে একটি চারচাকা গাড়ির হাকিমপুর সীমান্তের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ওই গাড়ির গতিবিধি দেখে বিএসএফের ১৪৩নং ব্যাটেলিয়নের সীমান্ত রক্ষী বাহিনীর টহলরত জওয়ানদের সন্দেহ হয়। তারপর ওই গাড়িটিকে আটক করে তল্লাশি চালাতে গাড়ির তেলের ট্যাংকের ভিতর থেকে বিপুল পরিমাণে রূপোর গয়না উদ্ধার হয়। উদ্ধার হওয়া রূপোর সুতোর গয়নার পরিমাণ ২৭ কিলো ৩৭২ গ্রাম। যার বাজার মূল্য প্রায় ২৭ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা বলে জানা গেছে। বিএসএফের জেরায় ওই পাচারকারী স্বীকার করে নেয় বাংলাদেশে পাচারের উদ্দেশ্যেই সে গাড়ির ট্যাঙ্কিতে করে ওই বিপুল পরিমাণ রূপোর গয়নাগুলি নিয়ে যাচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া গাড়ি, রূপোর গয়না সহ পাচারকারীকে তেঁতুলিয়া শুল্ক দপ্তরের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

হাবড়ার এক ব্যবসায়ীর দেহ মিলল দোকানের সাতশো মিটার দূরের পুকুরে

উত্তর ২৪ পরগনা, ২৭ আগস্ট, ঃ বুধবার সকালে বাগুইআটির পুকুরে একটি দেহ ভাসতে দেখা যায়। জানা যায়, ওটি হাবড়ার এক ব্যবসায়ীর দেহ, দোকানের সাতশো মিটার দূরের পুকুরে সেটি পাওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শোরগোল দেখা দিয়েছে এলাকায়। জানা গিয়েছে, মৃত ব্যবসায়ীর নাম বিশ্বজিৎ সাহা। পেশায় ফল বিক্রেতা। ভিআইপি রঘুনাথপুরে ফলের দোকান তাঁর। জানা গিয়েছে, সোমবার শেষ দোকানে গিয়েছিলেন তিনি। মঙ্গলবার দোকানে যাননি বিশ্বজিৎ। কর্মচারীরাই ছিলেন। বাড়িও ফেরেননি যুবক। ফলে দুশ্চিন্তায় ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। একাধিক জায়গায় খোঁজ নিলেও কোনও লাভ হয়নি। এরপর বুধবার সকালে দোকানের সাতশো মিটার দূরের পুকুরে একটি দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। কিন্তু কীভাবে মৃত্যু? খুন নাকি আত্মহত্যা? জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

কোন্নগরে গঙ্গায় নেমে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধ

বনস্পতি দে, কোন্নগর হুগলি,২৭২৭ আগস্ট ঃ হুগলির কোন্নগর সুইমিং ক্লাব এলাকার বাসিন্দা পঙ্কজ পাত্রকে(৭১) চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারলেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। গঙ্গায় নেমে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধ। তল্লাশি চালিয়েও খোঁজ মেলেনি সন্ধ্যা পর্যন্ত। মঙ্গলবার দুপুরে কোন্নগর সাধুর ঘাটে যান ওই বৃদ্ধ। স্নান করে গঙ্গাজল নিয়ে বাড়িতে ফিরেও আসেন সকালে। দুপুরে আবার ফিরে যান গঙ্গার ঘাটে। বেশ কিছু সময় সেখানে বসেছিলেন তিনি। তারপর আচমকাই ঘটে যায় অঘটন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুরে যখন ওই বৃদ্ধ গঙ্গায় নামেন, সেই সময় জোয়ার ছিল। তাঁকে বাঁচাতে সেই সময় ঘাটে থাকা স্থানীয় দুই যুবকও গঙ্গায় নেমে চেষ্টা করেন, কিন্তু বৃদ্ধের নাগাল পাননি তিনি। খবর দেওয়া হয় উত্তরপাড়া থানায়। ঘটনাস্থলে যায় পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দফতরের কর্মীরা। জলে ডুবুরি নামিয়ে বৃদ্ধের খোঁজে তল্লাশি শুরু হয়। খবর পেয়ে গঙ্গার ঘাটে যান বৃদ্ধের আত্মীয়রা।

কলকাতা শহর থেকে বাণিজ্যিক ভাবে ট্রাম চালানো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত

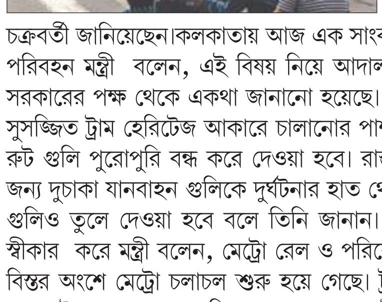

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ রাজ্য সরকার কলকাতা শহর থেকে বাণিজ্যিক ভাবে ট্রাম চালানো বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। শুধুমাত্র কলকাতার ধর্মতলা থেকে ময়দানের মধ্যে হেরিটেজ আকারে ট্রাম চালানো হবে বলে পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী জানিয়েছেন।কলকাতায় আজ এক সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানিয়ে পরিবহন মন্ত্রী বলেন, এই বিষয় নিয়ে আদালতে চলা মামলাতে ও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একথা জানানো হয়েছে। ধর্মতলা থেকে ময়দান পর্যন্ত সুসজ্জিত ট্রাম হেরিটেজ আকারে চালানোর পাশাপাশি কলকাতার অন্য ট্রাম রুট গুলি পুরোপুরি বন্ধ করে দেওয়া হবে। রাস্তায় পাতা ট্রাম লাইন গুলির জন্য দুচাকা যানবাহন গুলিকে দুর্ঘটনার হাত থেকে রক্ষা করতে সেই লাইন গুলিও তুলে দেওয়া হবে বলে তিনি জানান। ট্রাম পরিবেশ বান্ধব একথা স্বীকার করে মন্ত্রী বলেন, মেট্রো রেল ও পরিবেশ বান্ধব। এখন কলকাতার বিস্তর অংশে মেট্রো চলাচল শুরু হয়ে গেছে। ট্রাম প্রথম চালুর সময় যেসব শহরে ট্রাম চলত তার অধিকাংশ শহরে এখন ট্রাম চলে না। এর পাশাপাশি কলকাতার প্রতি বর্গ কিলোমিটারে যত সংখ্যক জনগণ বাস করেন, বর্তমানে বিশ্বের যেসব শহরে ট্রাম চলে সেখানে প্রতি বর্গ কিলোমিটারের বসতির হার অনেক কম বলে মন্ত্রীর দাবি।

গণেশ পুজোর মণ্ডপে বসানো বড় বড় স্ক্যানার! অনলাইনেই প্রণামীর সুযোগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট, ঃ বর্তমানে খুচরো বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে। পকেট থেকে শুধু খুচরো পয়সা কেন, দশ বা কুড়ি টাকার নোটও বের করতে চান না মানুষজন। ভক্তদের প্রণামী গ্রহণে এবার বিনায়কও আধুনিক হয়েছেন বলে মনে হল। খুচরো সমস্যা এড়াতে এবার গণেশ পুজোয় চালু ইউপিআই। শুধু মোবাইলে কিউআর কোড স্ক্যান করলেই হল। প্রণামীর টাকা সরাসরি অনলাইনে পৌঁছে যাবে ক্লাবের অ্যাকাউন্টে।

লোকে এখন পকেট ভর্তি টাকা নিয়ে বাজারে যায় না। তার বদলে তাঁদের হাতে থাকে মোবাইল। তাঁরা দোকান আর বাজার থেকে জিনিস কিনে পকেট থেকে টাকা বের করে গুণে দেন না দোকানির হাতে। দরাদরির পর দরের সংখ্যা তাঁরা শুধু টাইপ করেন মোবাইলের স্ক্রিনে। সরাসরি টাকা পৌঁছে যায় বিক্রেতার অ্যাকাউন্টে। এইই সিস্টেমও গণশ পুজায় চালু হল। সব্জি বা মাছ বিক্রেতা থেকে শুরু করে ছোট বা বড় দোকান, সব জায়গায়ই ইউপিআই ব্যবহার করা হয়। তাহলে পুজোর ক্ষেত্রেই বা কেন হবে ননা। শুরু গণেশ চতুর্থী। এবার দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরের গণপতি ভক্ত মণ্ডল প্রণামীর জন্য চালু করল ইউপিআই। গণপতি ভক্ত মণ্ডলের এক কর্মকর্তা বললেন, গত বছরও ভক্তর পুজো মণ্ডপ দর্শন করার পর প্রণামী দিয়েছেন। কিন্তু অনেক ভক্তই তাঁকে ও পুজো কমিটির অন্যদের জানান যে, তাঁদের কাছে অনেক সময়ই থাকে না দশ বা কুড়ি টাকা। আবার অনেক সময় পকেটে নগদ টাকা না থাকার কারণে মন চাইলেও বেশি টাকা প্রণামী দিতে পারেন না ভক্তরা। তাই গণেশ ভক্তদের ইচ্ছা পূরণ করতেই এই বছর পুজো মণ্ডপের সামনে বসানো হয়েছে পেল্লাই মাপের দু'টি কিউআর কোড। তার উপর লেখা রয়েছে ' ওই কিউআর কোড স্ক্যান করলেই ইচ্ছামতো প্রণামী দিতে পারবেন ভক্তরা। তা পাঁচ টাকাই হোক, অথবা পাঁচশো টাকা, পুরোটাই জমা পড়বে এই পুজো ক্লাবের অ্যাকাউন্টে। ওই টাকা পুজোরই কাজে লাগানো হবে। পুজো উদ্যোক্তাদের মতে, এর ফলে সুবিধা হবে ঠাকুর দর্শনার্থী তথা ভক্তদের। কেউ নগদ টাকায় প্রণামী দিতে চাইলে সেই ব্যবস্থাও থাকছে। আবার বহু সংখ্যক ভক্তই মোবাইল স্ক্যান করে প্রণামী দিতে পারবেন বলে অভিমত পুজো উদ্যোক্তাদের।

গণেশ পুজোর পর সামনেই দুর্গাপুজো, কালীপুজো। সারা বাংলাজুড়ে চলবে উৎসব। মণ্ডপ দর্শনার্থী ওপুজো উদ্যোক্তারা ঠাকুর দর্শন করে প্রণামী দেবেন। ভবানীপুরের এই গণেশপুজো উদ্যোক্তাদের মতে, তাঁদের পর এবার অন্য পুজোর উদ্যোক্তারাও খুচরোর সমস্যার কথা মাথায় রেখে মণ্ডপের সামনে প্রণামী বাক্সের সঙ্গে সঙ্গে রাখতে পারেন কিউআর কোড। মানুষজনেরর চাাংদ সরাসরি পৌঁছে যাবে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে।

স্ত্রীকে তাড়া করে বাঁশদ্রোণীর রাস্তায় এলোপাথারি ছুরির কোপ, পলাতক স্বামী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট, ঃ হঠাৎ দেখা গেল এক মহিলা রাস্তায় ছুটছেন, তাঁর পিছনে ধারালো ছুরি হাতে এক ব্যক্তি! কিছু সময়ের মধ্যেই ওই মহিলাকে ধরে ফেলে পরপর কোপ! সাতসকালে হাড়হিম করা ঘটনা দেখা গেল দক্ষিণ কলকাতার বাঁশদ্রোণী এলাকায়। ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গিয়েছে, সীমা নস্কর ও হরিপদ নস্কর সম্পর্কে স্বামী-স্ত্রী। বাঁশদ্রোণী এলাকাতেই তাঁদের বাড়ি। সীমা নস্কর এলাকায় পরিচারিকার কাজ করেন। বেশ কিছুদিন ধরেই স্ত্রীকে একাধিক বিষয়ে স্বামী সন্দেহ করছিল বলে অভিযোগ। স্ত্রী পরকীয়া সম্পর্কে জড়িয়ে, সেই বিষয়েও সন্দেদহ চলত বলে অভিযোগ। সেই নিয়ে দু'জনের মধ্যে প্রবল অশান্তিও হচ্ছিল। আজ, বুধবার সকালে বাড়িতেই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়েছিল। সেসময় হরিপদ নস্কর ঘরের ভিতরেই ধারালো ছুরি দিয়ে সীমাকে আঘাতের চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। কোনওক্রমে নিজেকে বাঁচিয়ে সীমা বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে রাস্তায় ছুটতে থাকেন।অভিযোগ, ছুরি হাতেই স্ত্রীর পিছনে তাড়া করেন হরিপদ। সকালে বাঁশদ্রোণীর রাস্তায় এই ঘটনা দেখে পথচলতি মানুষজনও হতচকিত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। কিছুদূর ধাওয়া করে স্ত্রীকে ধরে রাস্তার উপরেই ওই ছুরি দিয়ে এলোপাথারি কোপ মারা হয় বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় রাস্তাতেই লুটিয়ে পড়েন ওই মহিলা। আতঙ্ক ছড়ায় ওই এলাকায়। আক্রমণ করার পরেই অভিযুক্ত এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। স্থানীয়রাই পুলিশে খবর দেন। রক্তাক্ত ওই মহিলাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি উদ্বেগজনক বলে জানতে পারা গিয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তের খোঁজে চলছে তল্লাশি।

পুজোর আগে থেকেই শুরু হলো ২০২৬ গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি

দুরন্ত বার্তা,গঙ্গাসাগর,দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ২৭ বুধবার সকালে গঙ্গাসাগর সমুদ্রতটে ভাঙন পরিস্থিতি খতিয়ে দেখলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা। তাঁর সঙ্গে ছিলেন জেলা প্রশাসনের একাধিক আধিকারিকও। সমুদ্রতট পরিদর্শনের পর কাকদ্বীপ মহকুমা শাসকের দপ্তরে জেলা শাসকের উপস্থিতিতে মেলার কাজে যুক্ত সমস্ত দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা, সাথে ছিলেন মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাংসদ বাপি হালদার, সুন্দরবন পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার কোটেশ্বর রাও, জেলা পরিষদের সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশাল, সহ-সভাধিপতি সীমান্ত কুমার মালি, নামখানা, সাগর, কাকদ্বীপ ব্লকের ব্লক আধিকারিক,পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সহ অগ্নি নির্বাপন বিভাগের প্রশাসনিক আধিকারিকগণ।এই বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা শাসক সুমিত গুপ্তা জানান এদিনের বৈঠকে

বিগত ২০২৫ গঙ্গাসাগর মেলার পরিসংখ্যান বিশ্লেষণের পাশাপাশি ২০২৬ গঙ্গাসাগর মেলার যাতে করে বিগত বছরের মতো নির্বিঘ্নে ঘটে তার প্রাক প্রস্তুতি বিষয়ক আলোচনা হয়। তিনি আরো বলেন প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে কপিলমুনি মন্দিরের সামনে যে সমুদ্র সৈকত বা মাঠ রয়েছে তা ধীরে ধীরে ভাঙ্গনের গ্রাসে তলিয়ে যাচ্ছে সেই ভাঙ্গন রোধের বিষয় নিয়েও ইরিগেশন সহ প্রশাসনের আধিকারিকদের সাথে সমস্ত এলাকা পরিদর্শনও করা হয়।

১৯০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ! যশোর রোডে ইডির জালে ব্যবসায়ী

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ২৭ আগস্ট, ঃ ব্যাঙ্ক প্রতারণা মামলায় কলকাতার এক ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। ধৃত ওই ব্যবসায়ীর নাম হরিশ বাঘলা। যশোর রোডের একটি অভিজাত আবাসন থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃত এই ব্যাবসায়ীর বিরুদ্ধে প্রায় ১৯০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ ওঠে। আর এরপরেই তদন্তে নামে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। আর সেই সূত্র ধরেই মঙ্গলবার রাতে ওই আবাসনে ব্যবসায়ীর বাড়িতে হানা দেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। হাতেনাতে গ্রেপ্তার করা হয় এই ব্যবসায়ীকে। অভিযোগ, ধৃত হরিশ বাঘলা ৩০ টি সংস্থা দেখিয়ে বিভিন্ন ব্যাঙ্ক থেকে মোটা অঙ্কের ঋণ নেন। যে সমস্ত সংস্থা দেখিয়ে এই ঋণ নেওয়া হয়েছে, সেগুলির বেশির ভাগই ভুয়ো বলে অভিযোগ। শুধু তাই নয়, ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া ঋণের টাকা ধৃত ব্যবসায়ী নয়ছয় করেছেন বলেও অভিযোগ। এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ জমা পড়ে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের কাছে। জানা যায়, একাধিক ব্যাঙ্ক এই অভিযোগ জানায়। ইডি সূত্রের খবর, ধৃতের বিরুদ্ধে মোট ১৯০ কোটি টাকা তছরুপের অভিযোগ রয়েছে। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা। এই সমস্ত সংস্থা কেন খোলা হয়, তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এমনকী হরিশ বাঘলা ছাড়াও এই চক্রের পিছনে আর কেউ জড়িত কিনা তাও জানার চেষ্টা করছে ইডি।

হাওড়া-শিয়ালদহ রুটে মেট্রো চালু হতেই উধাও ট্যাক্সির যাত্রী!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ আগেই হলুদ ট্যাক্সি প্রায় বাতিলের খাতায় চলে গিয়েছে। রাস্তায় খুব কমই দেখা যায়। যা চলে তা ওলা উবের। অ্যাপ ক্যাব আসার পরই কিছুটা ধাক্কা খেয়েছিল। আর মেট্রোপথে হাওড়া-শিয়ালদহ-বিমানবন্দর জুড়ে যাওয়ায় এবার সম্ভবত তা বন্ধ হয়ে গেল। হলুদ ট্যাক্সি। কলকাতার নস্টালজিয়া। কলকাতার আইকনওবটে। সোমবার থেকে তার অস্তিত্ব আরও সঙ্কটে। হাওড়া, শিয়ালদহ স্টেশন এবং বিমাবন্দরের যাত্রীদের ভরসায় তবু তার চাকা গড়াচ্ছিল। কিন্তু দিন দুই হল, সেখানকার ট্যাক্সিস্ট্যান্ডে ভাটা। ভরসা বলতে অধিক রাতের ট্রেনে ফেরা দূরপাল্লার যাত্রীরা। কিন্তু তা দিয়ে গোটা দিনের খরচ ওঠানো মুশকিল। স্বাভাবিকভাবেইকপালে চিন্তার ভাঁজ তাঁদের। তবে কি চিরতরেই বসে যাবে কলকাতার নস্টালজিয়া হলুদ ট্যাক্সি!

বছর দশেক আগে থেকেই অ্যাপ ক্যাবের বাড়বাড়ন্ত শহরে। আর তাদের আসার সময় থেকেই হলুদ ট্যাক্সির ধুঁকতে থাকা শুরু। ভাড়ার নামে চালকদের জুলুমবাজি, মিটারে না যাওয়া, ভাঙা জানালা, এসিহীন ছেঁড়া-সিটের লজঝড়ে ট্যাক্সির প্রতি কার্যত বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন সাধারণ মানুষও। তাও বিমানবন্দর এবং হাওড়া, শিয়ালদহ স্টেশনের প্রিপেড বুথ বা সেখানকার স্ট্যান্ড থেকে যাত্রীরা এইট্যাক্সিতে চড়েই গন্তব্যে যেতেন। কিন্তু ধর্মতলা, শিয়ালদহ মেট্রোপথে জুড়ে যাওয়ার পর যাত্রীরা দূরপাল্লার ট্রেন থেকে নেমেও মেট্রোতেই চড়ছেন। খরচ কম, সেই সঙ্গে আরামে এসির হাওয়া খেয়ে গন্তব্যে পৌঁছে যাওয়া। স্বাভাবিক নিয়মেই তাই মাছি তাড়াচ্ছে হলুদ ট্যাক্সির চালকরা।

এই ট্যাক্সিকে ঘিরে শহরের অনেক নস্টালজিয়া, আবেগ, অনুভূতি। কিন্তু সেই নস্টালজিয়াইএবার বিলুপ্তির পথে। শহরের লাইফলাইনের বিস্তারে অস্তিত্ব সঙ্কটে কলকাতার ঐতিহ্য। চালকরা জানাচ্ছেন,অ্যাপ ক্যাব আসার পর থেকেই যাত্রী কমতে শুরু করে।যাত্রীরা এসি গাড়ি ছেড়ে ট্যাক্সিতে উঠতে চান না। অ্যাপে তাঁরা ক্যাব বুক করেন, যেখানে সেখানে দাঁড়িয়ে।রোজগার কমে যাওয়ায় অনেকেই ট্যাক্সি চালানো ছেড়ে দেন। তারপর ১৫ বছরের গেরোতে বহু ট্যাক্সি বসে গিয়েছে। এখন মেরেকেটে হাজার চারেক রাস্তায় বেরোয়। চালকদের কথায়, আগে তাও মালিককে ভাড়া দিয়ে, তেল ভরে দিনে পাঁচ-ছ'শো টাকা থাকত। কিন্তু মেট্রোর বিস্তারে এখন সেটাও থাকছে না। ট্যাক্সি সংগঠন জানাচ্ছে, কমতে কমতে এখন শহরে হলুদ ট্যাক্সির সংখ্যা সাড়ে তিন থেকে চার হাজারে এসে ঠেকেছে। ডিসেম্বরে আরও হাজার দেড়েক বসে যাবে ১৫ বছর হয়ে যাওয়ার কারণে। তারপর যে ক'টা থাকবে, তা চালিয়ে চালকদের খাওয়ার খরচও উঠবে না। আর তাই বিকল্প পথ খুঁজে পেতে মরিয়া চালকরা। যাত্রীদের কথায়, এখন মেট্রো ঘিরেছে শহর-শহরতলি।অনেক কম খরচে যাতে চড়ে যাত্রীরা নিশ্চিন্তে যানজট এড়িয়ে এসির হাওয়া খেতে খেতে দ্রুত গন্তব্যে পৌঁছে যেতে পারছেন। এআইটিইউসি অনুমোদিত ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাক্সি অপারেটর্স কো-অর্ডিনেশন কমিটির আহ্বায়ক নওয়াল কিশোর শ্রীবাস্তব বলেন, ' দিকে মেট্রো চালু হওয়ায় ট্যাক্সির যাত্রী অনেক কমে গিয়েছে। ফলে আমরা সরকারের কাছে ট্যাক্সিচালক এবং তাঁদের সংসারকে বাঁচাতে বিকল্প রুজিরোজগারের ব্যবস্থা করে দেওয়ার আবেদন জানাব।''

নগেন্দ্রপ্রসাদের জন্মদিন

কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারী ভারতে ফুটবল খেলার জনক তিনি। তিনি ২৭ আগস্ট ১৮৬৯ সালে কলকাতায. জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর উদ্যোগেই ভারতীযদের মধ্যে ফুটবল জনপ্রিয় হয়। তিনি ক্রিকেটও খেলতেন। তিনি অনেকগুলি ক্লাব প্রতিষ্ঠা এবং সংগঠন করেছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি একজন সাহিত্যকারও ছিলেন। নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর জীবন অবলম্বনে বাংলা চলচ্চিত্র গোলন্দাজ নির্মাণ করেছেন পরিচালক ধ্রুব ব্যানার্জি। যা মুক্তি পেয়েছে ১০ অক্টোবর ২০২১। এই ছবিতে নগেন্দ্রপ্রসাদের ভূমিকায. অভিনয় করেছেন দেব।

শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে স্কুল বন্ধের মুখে ঘাটেশ্বরা এলাকায়

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ২৭ আগস্ট ঃ শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে স্কুল বন্ধের মুখে ঘাটেশ্বরা এলাকায়। এক বছর আগে আড়াইশো ছাত্র ছাত্রী ছিলো। বর্তমানে শিক্ষিকা এক,খাতা-কলমে ৩৫ হলেও স্কুলে আসে ছাত্র-ছাত্রী ৮ জন, স্কুল বন্ধের আশঙ্কা তাড়া করছে অভিভাবকদের। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা যে আস্তে আস্তে তলানিতে ঠেকেছে তার জলজ্যান্ত প্রমাণ দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মন্দিরবাজার বিধানসভার ঘাটেশ্বরা মুসলমান পাড়া ও কয়াল পাড়া এস এস কে স্কুলে। যে স্কুলে গত এক বছর আগে ও প্রায় দুশো জন ছাত্রছাত্রী ও চারজন শিক্ষক শিক্ষিকা নিয়ে স্কুল চলছিল, আর সেই স্কুলে বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষিকার অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে আশঙ্কায় ভুগছে এলাকার অভিভাবকরা। বর্তমানে স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকার অভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে বলে মনে করছে এলাকাবাসীরা। ঘাটেশ্বরা এলাকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে এই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি খুবই প্রিয়। বর্তমানে সেই প্রিয় স্কুল নিয়ে দুশ্চিন্তায় অভিভাবকরা।এক বছর আগে চারজন শিক্ষক থাকলে ও বর্তমানে একজন শিক্ষিকা, পর্যাপ্ত শিক্ষক শিক্ষিকা না থাকায় স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রী নিয়ে.অন্য স্কুলে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে এলাকার মানুষজন।স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকার দাবি উঠছে, শিক্ষিকা শিক্ষিকা পর্যাপ্ত থাকলে স্কুলে আবারো ছাত্র ছাত্রী ভর্তি করতে পারে এলাকার মানুষ দাবি অভিভাবকদের।স্কুলের প্রয়োজনীয় কাজে কিংবা শরীর অসুস্থ বা অন্যান্য কারণবশত একমাত্র শিক্ষিকা স্কুলে না এলেই স্কুল বন্ধ হয়ে যায়।এমনই দাবি করেছেন স্কুল শিক্ষিকা করবি ময়রা।বিরোধীদের দাবি রাজ্য সরকার শিক্ষার মান এমন পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।আগামী দিনে আরো স্কুল বন্ধের আশঙ্কা রয়েছে। অন্যদিকে শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্যা রন্তন মল্লিক বলেন, আশে পাশে অনেক স্কুল রয়েছে তাই সে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রীরা চলে যাচ্ছে। তাছাড়া এই স্কুলে সরকারি সুযোগ-সুবিধা নেই এবং বর্তমানে স্কুলের শিক্ষক না থাকার জন্য স্কুলের ছাত্র ছাত্রী আসছে না, তবেই তিনি এ বিষয়ে বিডিও জানিয়েছেন।তবে এব্যাপারে মন্দিরবাজারের বিডিও বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেন।

হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে পুজো স্পেশাল শপিং বাস চলবে

কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ পরিবহন মন্ত্রী স্নেহাশিষ চক্রবর্তী আরও জানান পুজোর আগে হাওড়া ও শিয়ালদা থেকে পুজো স্পেশাল শপিং বাস চালানো হবে। আপাতত ২৫টি করে বাস চলবে বলে তিনি জানান। এছাড়াও পুজোর সময় রাত্রীকালীন বাস পরিষেবা দেওয়া হবে বলেও তিনি জানিয়েছেন। নতুন মেট্রো রুট চালু হওয়ায় বেশ কিছু বাস রুটকে মেট্রোর সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্যে কাজ শুরু হয়েছে বলে মন্ত্রী জানিয়েছেন।

পুজোর মরশুমে পশ্চিমবঙ্গের ট্রেনযাত্রীদের জন্য ৩৯,৩৫০টি অতিরিক্ত বার্থ

কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ প্রত্যাশিত উসবমুখর জনতাকে সামলাতে পূর্ব রেলওয়ে তিনটি বিশেষ ট্রেন চালু করবে-হাওড়াকে খাটিপুরার সাথে, কলকাতাকে ভাদোদরার সাথে এবং মালদা টাউনকে উধ্বর সাথে যুক্ত করবে। এই উদ্যোগের ফলে যাত্রীদের জন্য ৩৯,৩৫০টি অতিরিক্ত বার্থ তৈরি হবে। ০৩০০৭ হাওড়া - খাটিপুরা পূজা স্পেশাল প্রতি রবিবার ২৮.০৯.২০২৫ থেকে ০২.১১.২০২৫ (০৬টি ট্রিপ) হাওড়া থেকে ২৩,০০ টায় ছেড়ে তৃতীয় দিনে ০৩,৩০ টায় খাটিপুরায় পৌঁছাবে এবং ০৩০০৮ খাটিপুরা - হাওড়া পূজা স্পেশাল খাটিপুরা থেকে ০৭,৩৫ টায় ছেড়ে যাবে।

প্রতি মঙ্গলবার ৩০.০৯.২০২৫ থেকে ০৪.১১.২০২৫ (০৬টি ট্রিপ) পরের দিন ১৬ে৫০ মিনিটে হাওড়া পৌঁছাবে। ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের উভয.দিকে ব্যান্ডেল, বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জাসিডিহ স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেরেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ০৩১০৯ কলকাতা-ভাদোদরা পূজা স্পেশাল প্রতি মঙ্গলবার ৩০.০৯.২০২৫ থেকে ২৫.১১.২০২৫ (০৯টি ট্রিপ) প্রতি মঙ্গলবার কলকাতা থেকে ০৮,০০ মিনিটে ছেড়ে ভদোদরা জংশনে পৌঁছাবে এবং পরের দিন ১৯,৪৫ মিনিটে এবং ০৩১১০ ভাদোদরা-কলকাতা পূজা স্পেশাল প্রতি বৃহস্পতিবার ০২.১০.২০২৫ থেকে ২৭.১১.২০২৫ (০৯টি ট্রিপ) ভদোদরা জংশন থেকে ১৬,৪৫ মিনিটে ছেড়ে তৃতীয় দিনে ০৪,০৫ মিনিটে কলকাতা পৌঁছাবে।ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের উভয় দিকে বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানসোল, চিত্তরঞ্জন, মধুপুর এবং জসিডি স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেরেল সেকেন্ড ক্লাস, স্লিপার ক্লাস এবং এয়ার-কন্ডিশনড থাকার ব্যবস্থা থাকবে। ০৩৪১৭

মালদা টাউন - উধ পূজা স্পেশাল প্রতি শনিবার ২৭.০৯.২০২৫ থেকে ০৮.১১.২০২৫ (০৭টি ট্রিপ) মালদা টাউন থেকে ১২,২০ মিনিটে ছেড়ে উধ পৌঁছাবে। তৃতীয. দিনে এবং ০৩৪১৮ উধ - মালদা টাউন পূজা স্পেশাল প্রতি সোমবার ২৯.০৯.২০২৫ থেকে ১০.১১.২০২৫ (৭টি ট্রিপ) এর মধ্যে উধ থেকে দুপুর ১২,৩০ মিনিটে ছেড়ে তৃতীয় দিনে ০২,৫৫ মিনিটে মালদা টাউনে পৌঁছাবে।ট্রেনটি পূর্ব রেলওয়ের উভয় দিকে নিউ ফারাক্কা, বারহারওয়া, সাহেবগঞ্জ, কাহালগাঁও, ভাগলপুর, সুলতানগঞ্জ, জামালপুর এবং আভাইপুর স্টেশনে থামবে। ট্রেনটিতে জেরেল সেকেন্ড ক্লাস এবং স্লিপার ক্লাস থাকার ব্যবস্থা থাকবে।

০৩০০৭ হাওড়া - খাটিপুরা পূজা স্পেশাল, ০৩১০৯ কলকাতা-ভদোদরা পূজা স্পেশাল এবং ০৩৪১৭ মালদা টাউন-উধ পূজা স্পেশালের বুকিং পিআরএস এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে পাওয়া যাবে। পূর্ব রেল এক বিবৃতিতে এ কথা জানিয়ে লিখেছে, পর্যটনকে উসাহিত করে, স্থানীয় বাণিজ্যকে উন্নত করে এবং পূজা, দীপাবলি এবং ছটের মতো প্রধান উৎসবগুলিতে ঐক্যের মনোভাবকে শক্তিশালী করবে।

সাগরে সেতু নির্মাণের আগে মুড়ি গঙ্গা নদীতে মাটি পরীক্ষা শুরু

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর,২৭ আগস্ট ঃ সাগরের মুড়িগঙ্গা নদীতে সেতু তৈরি করার জন্য আবার নতুন করে টেন্ডার করা হয়েছে।আর তারপরই নদীর উপরে ক্যাম্প বানিয়ে মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু হল।কাকদ্বীপের লট আটের পাড় থেকে কিছুটা দূরে নদীর উপরে চারটে খুঁটি পুঁতে অস্থায়ী ক্যাম্প বানানো হয়েছে। ওই অস্থায়ী ক্যাম্পে থেকে কর্মীরা মাটি পরীক্ষা করছেন। জানা গিয়েছে, মুড়িগঙ্গা নদীর উপর সেতু তৈরি করার জন্য প্রথমবার যে টেন্ডার করা হয়েছিল, বিশেষ কারণবশত সেটি বাতিল হয়ে যায়। এরপর চলতি মাসে দ্বিতীয়বার টেন্ডার ঝোলানো হয়। তারপরই এই মাটি পরীক্ষার কাজ শুরু হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় এক মাস ধরে এই কাজ চলবে। দ্বিতীয়বার টেন্ডার হওয়ায় নতুন করে মাটি পরীক্ষা করা হচ্ছে।আর এই কাজ দেখে আশাবাদী সাগরের মানুষ।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক সংখ্যা, ২৬৭, বৃহস্পতিবার, ১১ ভাদ্র ১৪৩২

আবৃত্তিকার গৌরী ঘোষ

গৌরী ঘোষ বিবাহের পূর্বে গৌরী মজুমদার ছিলেন একজন খ্যাতনামা ভারতীয় বাঙালি আবৃত্তিকার তথা বাচিক শিল্পী। তিনি ও তাঁর স্বামী পার্থ ঘোষ বাংলা আবৃত্তি জগতে ছিলেন অনন্যতম জুটি। ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধের সময় অসামান্য কাজের জন্য বাংলাদেশ সরকারের 'মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী' সম্মান ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'কাজী সব্যসাচী সম্মান' লাভ করেন। গৌরী মজুমদারের জন্ম ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বিহার রাজ্যের কাটিহারে। সেদিন ছিল শারদীয়া দুর্গাপূজার মহাষষ্ঠী, তাই নাম রাখা হয়েছিল গৌরী। পিতা অমূল্যকুমার মজুমদার ছিলেন ভারতীয় রেলের কর্মচারী। তাঁর মা ছিলেন রবীন্দ্র কবিতা অনুরাগী। তাঁদের আদি নিবাস ছিল অধুনা পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার চোগা গ্রামে। তাঁর মেজদা ছিলেন প্রখ্যাত গায়ক ও চলচ্চিত্র অভিনেতা রবীন মজুমদার। পিতার বদলির কারণে তাঁকে বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে হয়। প্রাথমিক পাঠ শেষে বিভিন্ন কলকাতায় অবস্থানের সময় মুরলীধর গার্লস হাইস্কুলে পড়াশোনা করেন। সেখানে তাঁর প্রিয় বান্ধবী ছিলেন ঋতু গুহ। পরে আবার কাটিহারে ফিরে গেলে বাড়িতেই পড়াশোনা করেন এবং প্রাইভেটে ম্যাট্রিক পরীক্ষা পাশ করেন। গৌরীর জীবনে তাঁর মেজদা রবীন মজুমদারের প্রভাব ছিল অপরিসীম। তাঁর সহযোগিতায় ও প্রশ্রয়ে তিনি কলকাতায় থেকে স্নাতক হন, এম.এ পাশ করেন। কিছুদিন শিক্ষকতাও করেন। ১৯৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্রে উপস্থাপিকা-ঘোষিকা হিসাবে যোগ দিয়ে কর্মজীবন শুরু করেন। প্রায় তিন দশকের বেশি সময় ধরে কলকাতা কেন্দ্র থেকে প্রচারিত আকাশবাণীর অনেক অনুষ্ঠানে গৌরীর কণ্ঠে সুরম্য উপস্থাপনা শুনেছেন বাংলার শ্রোতারা। ১৯৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিবাহ করেন আর এক সুস্নাত কণ্ঠস্বরের আবৃত্তিকার পার্থ ঘোষকে। বাংলার আবৃত্তি জগতের উজ্জ্বল নক্ষত্রজুটি তথা গৌরী ঘোষ ও পার্থ ঘোষ দম্পতি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন। আবৃত্তি ও শ্রুতিনাটককে এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছে দেন। তাঁদের যৌথ শ্রুতি নাটক 'কর্ণকুন্তি সংবাদ' জনপ্রিয়তার শিখরে পৌঁছে কিংবদন্তি হয়ে ওঠে সেসময় আকাশবাণীতে দীর্ঘদিন কাজ করা ছাড়াও মঞ্চেও উপস্থাপনা করেছেন তাঁরা। বাংলা কবিতা নিয়ে তাঁদের একাধিক সিডি-ক্যাসেট রয়েছে। এর মধ্যে 'এই তো জীবন' সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয়। তিনি পশ্চিমবঙ্গ কবিতা আকাদেমির সদস্যও ছিলেন। মূলতঃ আবৃত্তিকার বা বাচিক শিল্পী হিসাবে পরিচিতি থাকলেও তিনি বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দে মুক্তিপ্রাপ্ত বাজারি ঋতুপর্ণ ঘোষের 'অসুখ' (চলচ্চিত্র) রোহিনীর মা'র ভূমিকায় অভিনয় করেন। সাংস্কৃতিক জগতের ব্যক্তি হয়েও ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বহু অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন গৌরী ঘোষ। স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনের পাশাপাশি শরণার্থীদের ত্রাণের জন্য অর্থ সংগ্রহ করেছেন। তাঁর স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'উপমা' মাধ্যমে দুস্থদের সাহায্যও করেছেন বিভিন্ন সময়ে। বেশ কিছুদিন গৌরী ঘোষ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগছিলেন। ২০২১ খ্রিস্টাব্দে আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁর মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয় এবং তখন থেকে অবস্থার অবনতি হতে থাকে ২৬ আগস্ট তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

ধন্বন্তরি মুমারি মোহন

কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় কলকাতার পিজি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জন্মগত বিকৃত অঙ্গের পুনর্নির্মাণ,শল্য চিকিৎসার মাধ্যমে Filavial and Lymphedema সারানো এবং পুড়ে যাওয়া ও কুষ্ঠরোগে বিকৃত অঙ্গ সারানোয় অসমান্য দক্ষতার নিদর্শন রেখে গিয়েছেন ভারতের প্লাস্টিক সার্জারির পথিকৃৎ অধ্যাপক ডাঃ মুরারি মোহন মুখোপাধ্যায়। চাইলেই ডাঃ মুরারি মোহন মুখোপাধ্যায় একচেটিয়া পশার চালাতে পারতেন,বিপুল আর্থিক উপার্জন করার পটভূমি তাঁর সামনে ছিল। তিনি যখন প্লাস্টিক সার্জারি শিখেছেন তখন এদেশে ওই চিকিৎসা পদ্ধতির চল ছিল না। সেই সময়টা অন্যরকম, সামাজিক মূল্যবোধ ও দায়বদ্ধতা মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করেছে। স্বভাবত অধ্যাপক ডাঃ মুখোপাধ্যায় বিপুল অর্থ উপার্জনের হাতছানি উপেক্ষা করে প্লাস্টিক সার্জারিকে জনপ্রিয় করার দিকে মন দিলেন। নতুন ধরনের চিকিৎসা পদ্ধতি সম্পর্কে মানুষের ভয়, ভীতি প্রভৃতি ধারণা দূর করার কাজে ব্রতী হলেন। বলা বাহুল্য সেই কাজটি তিনি করেছেন নিরলস পরিশ্রম ও নিষ্ঠার সঙ্গে। প্রতি রবিবার বেরিয়ে পড়তেন মফঃস্বলের দিকে,ক্যাম্প করতেন,কলম ধরতেন পত্র,পত্রিকায় লেখালেখি করতেন। অধ্যাপক ডাঃ মুরারি মোহন মুখোপাধ্যায় রাস্তায় বের হয়ে হাত কোনও ভিখারিকে দেখে তাঁকে উৎসাহিত করেছেন প্লাস্টিক সার্জারির জন্য। বিরাট পারিবারিক সচ্ছলতা ছিল এমন বলা যায় না তবে ডাক্তার হওয়ার জন্য অর্থের সমস্যা জীবনে অন্তরায় হতে পারেনি। উচ্চ শিক্ষার জন্য বিদেশে গিয়েছিলেন, বিদেশ থেকে এফ আর সি এস পাশ করেছেন,এরপর আধুনিক প্লাস্টিক সার্জারির জনক স্যার হ্যারল্ড গিলিসের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে দেশে ফেরেন ১৯৫১সালে। কর্মজীবনের দীর্ঘ সময় কলকাতার পিজি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে বহু ছাত্র আজ স্বনামধন্য চিকিৎসক হিসেবে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ডাঃ মুরারি মোহন মুখোপাধ্যায়ের যেদিন জীবনাবসান হয় সেদিন চুঁচুড়া শহরে শোকার্ত মানুষের ঢল নেমেছিল। বাঙালি চিকিৎসকেরা অনেক সময় যে সুনাম অর্জন করেছিলেন চিকিৎসা বিজ্ঞানে তা কিন্তু বিশ্বজনীন হয়ে রয়েছে। বাঙালি চিকিৎসকেরা উৎসাহ এবং একনিষ্ঠভাবে রোগ নিরাময় করা জন্য দিনরাত গবেষণা মত্ত থাকতেন। তার ফলে বাংলা বহু বিশ্ববিখ্যাত চিকিৎসকের সাক্ষাৎ আমরা পেয়ে থাকি।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূল বলেন, ঈশ্বর সবাইকে শক্তি দেন। মানুষের উচিত হচ্ছে সেই শক্তিকে মানব সেবার কাজে লাগানো। মানব সেবার উন্নতির জন্য মানব শক্তির প্রয়োজন। মা সেই মানবশক্তির উৎসকারিনী। তিনি শক্তি দেন মনে, হৃদয়ে। তিনি শক্তি দেন দেহের অভ্যন্তরে। তিনি যদি শক্তি না দিতেন তাহলে কেউ অশুভ শক্তিকে পরাস্ত করতে পারতো না। মা হলেন হচ্ছেন সর্ব শক্তির আধার। তিনি শক্তিদাত্রী। তাঁর শক্তি দিয়ে জগতে জয়ী হওয়া সম্ভব। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। মনকে পরিশুদ্ধ করতে হবে।

ভগিনী নিবেদিতা

ভগিনী নিবেদিতা বলেছেন, জ্ঞান অর্জন করতে হবে। জ্ঞানই ধন উপার্জন করতে সাহায্য করবে। যিনি জ্ঞানী তাদের ধন উপার্জন করতে আলাদা করে উদ্যোগী হতে হয় না। ধন আপনা থেকে তার কাছে এসে ধরা দিয়ে থাকে। জ্ঞানই ধন উপার্জনের পথটাকে খুলে দেয়। মনের শক্তিটাকে খুলে দিতে হয়। মানব ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। তার ওপরে আর কোনও ধর্ম নেই। গীতায় মানব ধর্মের কথা বলা হয়েছে। সেখানে বারবার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথকে অবলম্বন করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে থাকবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। তার জন্য মায়ের ধ্যান করতে হবে। মাতৃভক্তিকে জাগরিত করতে হবে। মাই হচ্ছেন আসল শক্তির আধার। তিনি সবাইকে শক্তি দান করে থাকেন। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদামিত করে রাখা যায় না। মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি অপশক্তি পরাস্ত হবে।

সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ডিরোজিও তীব্র সংগ্রামকে সমর্থন করতে শুরু করেন ভারত সচিব বেথুন

বিশেষ প্রতিবেদক

('ইয়ং বেঙ্গল' নেতা শিক্ষক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওকে নিয়ে আলেচনা করার বিভিন্ন দিক রয়েছে। আমি কেবল তাঁর বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের মধ্যে একটি মাত্র দিক তুলে ধরতে কলম ধরলাম। তাঁর রচিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী কাব্যটি ''দ্য ফকির অব জঙঘীরা ঃ ও মেট্রিক্যাল টেল''' (১৮২৮) শিক্ষিত সমাজে গুরুত্ব পেয়েছিল। তাঁর স্কুলে ছাত্রজীবন শেষ করতে ডিরোজিও ১৮২৩ সাল পার হয়ে গিয়েছিল। অল্পকালের জন্য কেরানি জীবন এবং ইণ্ডিয়ান গেজেটে' সংবাদপত্রে কাজ করার পর তিনি হিন্দু কলেজে শিক্ষকার পদে যোগ দিয়েছিলেন। রামমোহনের সঙ্গে প্রাপ্ত বয়স্ক ডিরোজিও একই সঙ্গে কলকাতা বাসিন্দা ছিলেন ১৮২৬-১৮৩০ সাল পর্যন্ত। মাত্র চার বছর।

তবে সেই সময়ে শোভাবাজারের রাধাকান্ত দেব শক্তিশালী হিন্দু দল নেতা এই বইটি পড়তে গোঁড়া হিন্দুদের নিষিদ্ধ করেছিলেন। ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেন ১৮০৯ সালে ১৮ এপ্রিল। পরলোকগমন করেন ২৬ ডিসেম্বর ১৮৩১ সালে) ঃ যুক্তিবাদ দিয়ে হিন্দু ধর্মের কুসংস্কারকে ভেঙে ফেলার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন রাজা রামমোহন রায়। সেই সময়ে রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে যাঁরাই যুক্ত ছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই যুক্তির মধ্যে থেকে হিন্দু ধর্মে প্রচলিত কুসংস্কার এবং পৌত্তলিকার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেননি ডিরোজি। তাঁর প্রধান কারণ হল রাজা রামমোহন রায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন হুগলির জেলার রাধানগরে ১৭৭২ খ্রিস্টাব্দে। আর ডিরোজিও জন্ম গ্রহণ করেছিলেন ১৮০৯ সালে। উভয়ের বয়সের তফাৎ ৩৭ বছর। বলতে গেলে রাজা রামমোহন রায় ডিরোজিও জ্যাঠামশাই তুল্য ব্যক্তি ছিলেন। ডিরোজিওর পিতা ফ্রান্সিস জন্ম ১৭৭৯ সালে। রাজা রামমোহন রায়ের চেয়ে সাত বছরের বড়। রামমোহন যখন কলকাতায় আসেন ১৮১৪ সালে। ডিরোজিও তখন মাত্র পাঁচ বছরের ছেলে। ১৮১৪ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত রাজা রামমোহন রায় কলকাতায় ছিলেন। ডিরোজিও শিক্ষক ছিলেন ডেভিড ড্রামন্ড।

১৮৩০ সালে ১৯ নভেম্বর রামমোহন বিলাতে যাত্রা করেছিলেন। সেখানেই তিনি দেহ রাখেন ১৮৩৩ সালে। আপ ডিরোজিও কর্মচ্যুত হন ১৮৩১ সালে ২৩ এপ্রিল। তারপরে তিনি 'ইস্ট ইণ্ডিয়া' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন। কলেরায় আক্রান্ত হয়ে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবন শেষ হয়ে গিয়েছিল ১৮৩১ সালে ২৬ ডিসেম্বর। তবুও রাজা রামমোহন রায়ের সঙ্গে ডিরোজিওর সাক্ষাৎ হয়নি। কিন্তু রাজা রামমোহন রায়ের সতী দাহ প্রথার বিরোধী আন্দোলনের তিনি একজন সমর্থক ছিলেন। তিনি রাজা রামমোহন রায় যেমন সতীদাহ প্রথা নিবারণ করার জন্য বিলাত পর্যন্ত ছুটে গিয়েছিলেন আবার কলকাতা নির্মাণ কর্তা জব চার্নক সতী হওয়া এক মহিলাকে শ্মাশন ঘাট থেকে তুলে নিয়ে এসে বিবাহ করে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন। জব চার্নকের সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে একটি নজির স্তাপন করলেন বলা যেতে পারে। পরে রাজা রামমোহন রায়ের সতীদাহ প্রথা বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়া এবং ইংরজ শাসকদের দিয়ে বিধান তৈরি করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ ডিরেজিওর মনের মধ্যে গভীর রেখাপাত করে। সেই রেখাপাতের ফল স্বরূপ ডিরোজিও একটি কাব্য লিখে ফেললেন 'দ্য ফকির অব জঙঘীরা ঃ ও মেট্রিক্যাল টেল''। ১৮২৮ সালে এটি প্রকাশিত হয়।

পুরোদস্তুর আখ্যান কাব্য। এই কাব্য রচনা করে হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও খুব সাহসী মনের পরিচয় দিয়েছিলেন। তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে কোনও প্রকাশ্য আন্দোলনে অংশ গ্রহণ না করলেও একটি আখ্যান কাব্য রচনা করে সতীকে মানবিক মর্যাদা দান করলেন। সেখানে দেখিয়েছিলেন নলিনী নামে একজন তরুণী বিধবাকে মৃত স্বামীর সঙ্গে দাহ করার আয়োজন করা হয়েছে। শেষ মুহূর্তে চিতাস্থল থেকে এক দস্যু ফকির (যিনি ছিলেন সতী নলিনীর পূর্ব প্রেমিক) তাকে কীভাবে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। তাদের ভালোবাসা রাষ্ট্রীয় শক্তির কাছে ভেঙে তছনছ হয়ে যাওয়া দুঃসাহসিক বেদনার করুণ কাহিনী। ডিরেজিও এই কাব্যের পদটীকায় লিখেছেন-''Sattee is a spectacle of misery, exciting in the soectator a malancholy reflection upon the tyranny of superstition and priest craft''। এবং তিনি মনে করেছেন এই দানবিক প্রথাটি রদ করার জন্য মানব হিতেষীদের সক্রিয়তা রয়েছে-''The practice of sattee, or of burning or burying alive the widows of Hindoos is heeby declared illegal, and punishable by criminal courts-REG XVII,1829''। এই কাব্য প্রকাশের এক বছর বাদে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিক সতীদাহ প্রথা আইন পাশ করেন। এই আইন পাশ হওয়ার সঙ্গে ডিরোজিও '''' নামে একটি দীর্ঘ কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। কবিতাটি ৮ ডিসেম্বর ১৮২৯ সালে ক্যালকাটা গেজেটে' প্রকাশিত হয়। কবিতার শিরোটিকা হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছিল বেন্টিক ঘোষিত সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনটি। এই কবিতাটিতে তৃতীয় স্তবকে বেন্টিকের গুণকীর্তন করা হয়েছে আর চতুর্থ স্তবকে একজন মানববন্ধুকে উদ্দেশ্য করে উৎসর্গ করা হয়েছে। সেখানো নাম উল্লেখ না থাকলেও সেই মানববন্ধুটি রাজা রামমোহন তার বলার অপেক্ষা রাখে না। তৃতীয় স্তবকে-''Bentinck be thine the everlasting meed! the heart's full homage still in Virtues claim'' এবং চতুর্থ স্তবকে ''He is the friend who breaks seal/ The despot custom sets on deed and thoughts,/ He labour generously for human well/Who holds the omnipotence of fear as nought,/ The winged mind to earth will not be brought..'' ডিরোজিও সতীদাহ প্রথা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে একটু অন্য প্রসঙ্গে চলে যেতে হচ্ছে। কলকাতায় এসেছেন ডিঙ্কওয়াটার বেথুন। স্কটল্যাণ্ডের সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান। বাবা কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমনা। সহিত্য বিঋান ছিল তাঁর প্রিয় বিষয়। তিনি কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেনিটি কলেজ থেকে আইন পাশ একটি সলিসিটর ফার্মে কাজ পেলেন আইনজীবী হিসাবে। ভারতে সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করেছেন লর্ড বেন্টিক। সেই আইনের বিরদ্ধে মত প্রকাশ করে লণ্ডনের প্রিভি কাউন্সিলে গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে আপিল করে ছিলেন সেই আইনজীবী। সতীহাদ মামলায় যুক্ত হলেন বেথুন। এটাই তাঁর জীবেনর প্রথম আইনী কাজ। তিনি যত আইনী গভীরতায় প্রবেশ করতে শুরু করলেন ততই তাঁর মনের মধ্যে থেকে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে শুরু করতে থাকে সেটা হল কাদের পক্ষ নিয়ে তিনি আইনী লড়াই করছেন যাদের স্বামী মারা গেলে অসহায় স্ত্রীদের পৈশাচিকভাবে পুড়িয়ে মেরে ফেলা হয়। ছেলের মনের দুঃখের কথা বুঝতে পারলেন তাঁর মা এলিনর। তিনি ছেলেকে উপদেশ দিলেন ভারতে গিয়ে সেখানকার মহিলাদের জন্য কিছু করতে। ১৮৪৮ সালে বেথুন কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন। বেথুন চিন্তা করলেন মহিলাদের মুক্তি দিতে গেলে একমাত্র প্রয়োজন তাদের শিক্ষিত করে তোলা। সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারের বিরুদ্ধে করতে পারবে নারীরা। তারাই লড়াই করে সমাজের কুসংস্কারকে দূর করতে পারবে। তার জন্যই মেয়েদের শিক্ষিত করতে হবে। মহিলা যত বেশি শিক্ষিত হবে ততই কুসংস্কারগুলি আস্তে আস্তে সরে যেতে থাকবে। এক সময়ে মিলিয়ে যাবে পরাস্ত হয়ে। বেথুন সাহেবের উদ্যোগেই শুরু হল কলকাতায় মহিলাদের ইংরেজি শিক্ষা কেন্দ্র। পাশাপাশি বাংলায় শিক্ষাও থাকবে। ১৮৪৯ সালে ৭ মে প্রতিষ্ঠিত হল সুকিয়া স্ট্রিটে ১১ জন বালিকাকে নিয়ে বেথুন সাহেব স্কুল প্রতিষ্ঠা কররলেন। নাম হল 'ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল।' বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের সতীদাহ এর পক্ষ নিয়ে যে বেথুন আইনী লড়াই করতে শুরু করে ছিলেন তিনি তা পরিত্যাগ করে কলকাতায় এসে মহিলাদের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। যে পাপ কাজ করতে চলেছিলেন বিলাতে তার হাত থেকে মুক্তি পেতে কলকাতায় মহিলাদের জন্য স্কুল নির্মাণ করলেন।

বাঙালি পরিচালক হৃষীকেশের মুম্বই জয়

বিশেষ প্রতিবেদক

'বাবুমশাই' ডাকটা মনে পড়লেই বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে, তাই না? মনে হয়, কোনও এক মৃতপ্রায় মানুষ, যে ক'দিন পরেই মারা যাবে, সে তার বন্ধুকে বলছে, 'বাবুমশাই, জিন্দেগি বড়ি হোনি চাহিয়ে, লম্বি নহি।' মনে পড়ে যায় হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের অমর সৃষ্টি 'আনন্দ' ছবিতে রাজেশ খান্নার কথা।

জানেন কি এই 'বাবুমশাই' কথাটা হৃষীদার মাথায় এসেছিল কী করে? রাজ কাপুর হৃষিদাকে খুব স্নেহ করতেন, ভালবাসতেন। হৃষীদার সঙ্গে দেখা হলেই রাজ কাপুর খুব মিষ্টি করে বলতেন, এই যে বাবুমশাই, কেমন আছ? রাজ কাপুরের সেই 'বাবুমশাই' ডাকটাই হৃষীদার মনে 'আনন্দ'-এর গল্পটা সৃষ্টি করেছিল। হৃষীদাকে অনুপ্রাণিত করেছিল 'আনন্দ' করার জন্যে। 'আনন্দ'-এর চিত্রনাট্য -সংলাপ লেখেন গুলজারজি। হৃষীদা ভেবেছিলেন, ছবিটা রাজ কাপুরকে নিয়ে করবেন। কিন্তু মানুষ যা ভাবে, সেই ভাবনাটা তার ইচ্ছাধীন হয় না কখনওই। রাজ কাপুর হঠাৎ খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই সময়ে। এমনকী বম্বেতে রটে যায়, রাজজি আর বাঁচবেন না। তখন হৃষীদা ভাবেন তিনি রাজজিকে নিয়ে ছবিটা করার পর শেষ দৃশ্যে 'আনন্দ'-এর মারা যাওয়ার ঘটনাটা যদি সত্যি হয়ে যায়, সেটা খুবই বেদনাদায়ক হবে। তখন উনি শশী কাপুরকে নিয়ে ছবিটা করার কথা ভাবেন। কিন্তু সময়ের অভাবে শশী কাপুর ছবিটা করতে পারলেন না। এর পর হৃষীদা কিশোরকুমারের সঙ্গে ফোনে কথা বলেন। ঠিক করেন কিশোরকুমারকে নিয়ে 'আনন্দ' করবেন। কিশোরদা হৃষীদাকে বাড়িতে আসতে বলেন, গল্পটা শোনানোর জন্যে। কয়েক দিন পর হৃষীদা কিশোরদার জুহুর বাড়িতে যান। কিশোরদার বাড়ির দারোয়ান হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়কে চিনত না। সেই সময় কিশোরদার কড়া নির্দেশ ছিল, কোনও অচেনা বাঙালিকে বাড়িতে ঢুকতে দেবে না। তার পিছনে অবশ্য একটা কারণ ছিল। তার কিছু দিন আগে কিশোরদা কলকাতার কোনও একটা ক্লাবের অনুষ্ঠানে গান গেয়ে ছিলেন। তারা ওঁর বেশ কিছু টাকা দেয়নি। তাই নিয়ে অশান্তিও হয়ে ছিল। তাই ওই নির্দেশ- বাঙালির প্রবেশ নিষিদ্ধ। দারোয়ান হৃষীদার সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পারে উনি বাঙালি। ব্যস, হৃষীদাকে বাড়িতে ঢুকতে দেয়নি। বাড়ির গেট থেকেই ফিরে আসেন হৃষীদা। এবং সেই দিনই ছবির কস্টিং ফাইনাল করেন। রাজেশ খান্না এবং অমিতাভ বচ্চন। এমনকী 'আনন্দ' ছবিতে কিশোর দাকে দিয়ে কোনও গানও গাওয়ান নি। এর পর অবশ্য কিশোরদার সঙ্গে হৃষিদার ভুল বোঝাবুঝিরও অবসান হয়। কিন্তু জানি না সেই দারোয়ানের কী হাল হয়েছিল।

'আনন্দ' ছবি রাজেশ খান্নার সাফল্যের মুকুটে আর একটা পালক গুঁজে দেয়। অমিতাভ বচ্চনেরও পায়ের তলার মাটি শক্ত হয়। এবং ভাগ্যের কী নির্মম পরিহাস! ২০১২ সালে সেই রাজেশ খান্না মাত্র ৬৯ বছর বয়সে মারা গেলেন 'আনন্দ' ছবির মতোই, ক্যানসারে। মুম্বইতে যখন শক্তি সামন্তর সহকারী হিসেবে কাজ করি, তখন হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের মতো পরিচালক হওয়ার স্বপ্ন দেখতাম। ভীষণ ভাল লাগত ওঁর ছবিগুলো। ওঁর ছবির মধ্যে না থাকত ক্যামেরার কোনও জাগলারি, না সেট-সেটিংয়ের চমক, না গল্পের মধ্যে কোনও টুইস্ট বা মোচড়। একটা সহজ-সরল গল্প, সহজ -সরল ভাবে পর্দায় তুলে ধরতেন হৃষিদা। মন ছুঁয়ে যেত। তাই তো ভোলা যায় না 'অনুরাধা', 'আশীর্বাদ', 'আনন্দ', 'গুড্ডি', 'বাবুর্চি', 'অভিমান', 'নমক হারাম', 'মিলি', 'চুপকে চুপকে', 'খুবসুরত', 'গোলমাল', 'সত্যকাম'। আর তার জন্যে পুরস্কৃতও হয়েছেন বহুবার। পেয়েছেন দাদা সাহেব ফালকে, পদ্মবিভূষণ, জাতীয় পুরস্কার এবং ফিল্মফেয়ার অ্যাওয়ার্ড।

কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার যোগ্যতা বা প্রতিভা তো আর হৃষিদার মতো ছিল না, তাই হৃষিদা হওয়ার স্বপ্ন, স্বপ্নই থেকে গিয়েছে।

হৃষীদা জন্মেছিলেন কলকাতায় ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯২২ সালে। আর মারা গিয়েছেন মুম্বইয়ে ২৭ আগস্ট, ২০০৬ সালে। মোট ছবি পরিচালনা করেছেন ৪২টা। বম্বের সেই সময়কার প্রায় সব অভিনেতা অভিনেত্রীকে নিয়েই হৃষীদা ছবি করেছেন। দিলীপকুমার, রাজ কাপুর, দেব আনন্দ, সুচিত্রা সেন, নূতন, সাধনা, ধর্মেন্দ্র, সঞ্জীবকুমার, রাজেশ, অমিতাভ, শর্মিলা, জয়া ভাদুড়ি তো আছেনই। হৃষীদা নানা ধরনের ছবি করেছেন। তার মধ্যে যেমন সিরিয়াস ছবি আছে তেমনি কমেডি ছবিও আছে। ওঁকে দেখে কখনও মনে হত না, ওঁর মধ্যে এত হাস্যরস লুকিয়ে আছে। শুনেছি অভিনেত্রী রেখা নাকি ওঁকে মাস্টারমশায়ের চোখে দেখতেন। ভয়ও পেতেন। তাই উনি যখন রেখাকে নিয়ে 'খুবসুরত'-এর মতো কমেডি ছবি করলেন তখন রেখা খুব অবাক হয়েছিলেন। শুধু অভিনয়ই নয়, 'খুবসুরত'-এ উনি রেখাকে দিয়ে গানও গাইয়ে ছিলেন। হৃষীদা-রেখার জুটিতে 'খুবসুরত', 'নমকহারাম', 'ঝুটি' সুপারহিট। সম্ভবত ওঁর শেষ ছবি 'ঝুট বোলে কউয়া কাটে'। হৃষীদার শেষ ছবি রিভিউ করি।

কালের গতিতে জমিদারি প্রথা উচ্ছেদের পর ঐতিহ্যবাহী বাড়িগুলি ভূতুড়ে পরিণত

বিশেষ প্রতিবেদক

গুপ্তিপাড়ায় যারা যান তারা অন্যান্য দ্রষ্টব্যের সাথে যাতায়াতের পথে রাস্তার ধারে অনেকটা জায়গা নিয়ে ভূতের মতন একা দাঁড়িয়ে থাকা এই বাড়িটি সবাই দেখেন।

সত্যি কথা বলতে এই বাড়িটিতে কেউই প্রায় থাকেন না। শুধু মূল বাড়ীটির পূর্বদিকে একতলায় একটা পরিবার থাকেন, শুনলাম তারা এই বাড়িরই শরিক। কথা বলার সুযোগ হয়নি। এই বাড়িটির অপর পাশে মূল বাড়ীর লাগোয়া একটি বলতে চাইলেন না। জিজ্ঞাসাবাদ করে যা জানা গেলো এনাদের এক পূর্বপুরুষ এই সেনবাটির কর্মচারী ছিলেন। সেই সূত্রে এখানে থাকার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু তারপর সেনবাটির রমরমা অস্তমিত হলেও তারা এখানে বংশ পরম্পরায় রয়ে গেছেন।

স্থানীয় মানুষদের কাছ থেকে জানতে পারলাম, এনারা একসময়কার বাংলার শাসনকর্তা, বল্লাল সেন, লক্ষ্মণ সেনের বংশধর। এদের আরও একটি বাড়ি আছে,

একতলা বাড়ি রয়েছে। অনেকটা সার্ভেন্টস কোয়ার্টার্সের মতন। সেখানে দুজন ভিন্ন বয়সী মহিলা বসে গল্প করছিলেন। তাদের থেকে জানতে পারলাম। এই বাড়ির মালিকদের পদবী সেন। কিন্তু এখন কেউ এই বাড়িতে থাকেন না। বিভিন্ন শরিকদের মধ্যে বাড়ি ভাগাভাগি হয়ে গেছে। যে যার অংশে তালা মেরে রাখেন।

সবাই বাইরে বাইরেই থাকেন। কেউ কলকাতায়, কেউ ভারতের বাইরে। কখনো সখনো আসেন তারা। তবে এনারা বেশী কথা ভেতর দিকে, সেখানে প্রতি বছর দুর্গাপুজো হয়। সেই সময় অনেকে ওই বাড়ীতে আসেন।

বাড়িটির স্থাপত্যশৈলী নজরকাড়া। যিনি নির্মাণ করিয়েছিলেন, তার, প্রভাব, প্রতিপত্তি, রুচি, সৌন্দর্য বোধ, এবং আর্থিক ক্ষমতা যে যথেষ্ট ছিলো তার প্রমাণ এই বিশাল দ্বিতল প্রাসাদ। সারি সারি জোড়া থামের ওপর দাঁড়িয়ে আছে দ্বিতল প্রাসাদ। বারান্দায় ওপর থেকে কাঠের চিক ঝুলছে। জরাজীর্ণ অবস্থা তার। তবুও অংশবিশেষ এখনো ঝুলে আছে। কালের করাল গ্রাসে এখন সে জীর্ন। কোথাও পলেস্তারা খসে গেছে। কোথাও দেওয়ালের ফাটল থেকে অবাঞ্ছিত আগাছার দল সংসার বিস্তার করতে উদ্যত। উঁইপোকার দলবল তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করে চলেছে বাড়ীর বিভিন্ন অংশে বিনা বাধায়, সগৌরবে, সবিক্রমে। দরজা জানালার পাল্লাও ভেঙে পড়েছে বা আলগা হয়ে ঝুলছে। বারান্দার ঢালাই করা সুদৃশ্য লোহার রেলিঙে জং পড়ে গেছে, ক্ষয়ে গেছে, কোথাও কোথাও খুলেও পড়েছে। শুধু ঐতিহ্যের প্রতীক হিসেবে এখনো তার অস্তিত্বের জানান দিচ্ছে। তবে ঢালাই লোহার রেলিঙ দেখে অনুমান করা যেতে পারে এই বাড়ি তৈরি হয়েছে ১৮৫০-৫৫ সালের আগে অথবা পরে বা তার কাছাকাছি সময়ে।

কারণ তার আগে ঢালাই লোহার রেলিঙ, সিঁড়ি বা অন্যান্য জিনিসপত্র বিদেশ থেকে আসতো। ১৮৫০-৫৫ সালের পর এইসব রেলিঙ, সিঁড়ি বা অনান্য ঢালাই লোহার সামগ্রী আমাদের দেশে তৈরি হতে থাকে। তাছাড়া বাড়ির কাঠামো ও বাহ্যিক স্থাপত্য দেখে বাড়ির বয়স ওইরকম হওয়াই স্বাভাবিক বলে আমার মনে হয়।

বাড়িটির দিকে তাকালে বুকের ভেতরটা কেমন যেন হু হু করতে থাকে। একসময় যে বাড়ি লোকজন, চাকর-বাকর, পাইক পেয়াদায় গমগম করতো, আজ সে বাড়ি নির্জন। শূন্যপুরী। শুধু বাতাসই ঘুরে বেড়ায় বাড়ির আনাচে -কানাচেতে। হয়তো ঘরগুলোতে চামচিকে, বাদুড় আরও নানান রাতচরারা নিরুপদ্রবে, নির্বিঘ্নেই বংশ বিস্তার করে চলেছে। বাড়িময় পুরু ধূলোর চাদরে আচ্ছাদিত। মাকড়সার দল জ্বাল বুনে চলেছে বিনা বাধায়। ইতিহাস হয়তো এখানে ফিসফিস করে কথা কয়। কান পাতলে হয়তো শোনা যাবে নুপুরের নিক্কন, কাপড়ের খসখসানি, কিংবা কোনো নারীর বুকফাটা অথচ নির্বাক গুমরানো কান্নার শব্দ, কিংবা কোনো অসহায় মানুষের দীর্ঘশ্বাস, হাহাকার কিংবা অনুচ্চারিত অভিশাপ।

শূন্য, নির্জন, খাঁ খাঁ করা বাড়িটা দেখলে বুকের ভেতরটা হাহাকার করে ওঠে। আগে যে বাড়ি আনন্দে, হাসিতে, কলতানে মুখরিত হয়ে থাকতো, এখন সেখানে শুধুই হাহাকার, শুধুই বিষন্নতা, শুধুই নিস্তব্ধতা। কোনো এক অদৃশ্য জাদুকাঠির ছোঁয়ায় ঘুমিয়ে পড়েছে সব, সবাই। যে জীয়নকাঠির ছোঁয়ায় জেগে উঠবে সব, সবাই, সেই জীয়নকাঠিটাই হারিয়ে গেছে।

অন্দর মহলে বাড়ির গিন্নী আর মহিলাদের আসর বসতো। কোলের কাছে রূপোর পানের নকশাকাটা ডিবে। তার মধ্যে ছোট ছোট খোপ, তাতে নানান মশলা। সেই রকমারি মশলার গন্ধে ম ম করতো চারিদিক। পান খেয়ে গিন্নীদের ঠোঁট একেবারে লাল হয়ে থাকতো। একে তো তাদের গায়ের রঙ দুধে আলতার মতো। তার ওপর টকটকে লাল ঠোঁট, গা ভর্তি ভারী ভারো গয়না, দামী মসলিন শাড়ীর মসমসানির কি মিষ্টি আওয়াজ। আর গয়নার রিনরিনানীতে জলতরঙ্গের সুর উঠতো ঘর জুড়ে। পায়ে চওড়া আলতা। কি দেমাক তাদের। চাকরানীরা তাদের সেবা দেওয়ার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকতো।

আর বার মহলে, সন্ধ্যে হলেই হয়তো জ্বলে উঠতো ঝাড়বাতি, দেওয়ালগিরি। নাচঘরে জলসার আসর বসতো।

লেখকের কলমে নিরুদ্দেশ বিপ্লবী

তরুণ বিশ্বাস, বৈঠকখানা

২৬ আগস্ট, একদিকে যখন তথাকথিত বাঙালী জাত্যাভিমান এবং হিন্দু মুসলমানের তকমা নিয়ে দেশ জুড়ে এক কদর্য রাজনীতি চলছে তখন আজ থেকে ১১১ বছর আগে একদল দুঃসাহসিক যুবক সৃষ্টি করেছিলেন এক গৌরবময় ইতিহাসের, সেই ইতি হাসের নায়কেরা আজ অনেকেই বিস্মৃত, উপেক্ষিত।

খোদ লালবাজারের নাকের নীচ দিয়েই 'আত্মোন্নতি সমিতি'র একদল মৃত্যুভয়হীন যুবকেরা এক দুঃসাহসিক অভিযানকে বিনা রক্তপাতেই সফল করেছিলেন, ১৯১৪ সালে যখন ইউরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের দামামা বেজে উঠেছে তখন খোদ ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষে শুরু হয়েছে স্বাধীনতার লড়াই, অনুশীলন, যুগান্তর, আত্মোন্নতি একাধিক গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি শুরু করেছেন শত্রনিধন যজ্ঞ পরিণাম দারোগা নন্দলাল ব্যানার্জী হত্যা, পাবলিক প্রসিকিউটার আশুতোষ বিশ্বাস এবং পুলিশের ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট সামসুল আলম হত্যা এবং সর্বোপরি আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের ভেতরেই বিশ্বাসঘাতক নরেন গোস্বামী হত্যা সবই ছিল এই কালপর্বের ঘটনা।

তবে সবথেকে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটে ১৯১৪ সালের ২৬ আগষ্ট, যখন অনুকূল মুখার্জী, হরিদাস দত্ত, বিমান ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র পাল (হাবু মিত্র), ভুজঙ্গভূষণ ধর, খগেন দাসদের মতো বিপ্লবীরা রডা কোম্পানীর ৪৬,০০০ কার্তুজ ও ৫০ টি মাউজার পিস্তল লুঠ করেন অনায়াসে, কারণ বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ছাড়া ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

মূলত আর এক প্রখ্যাত বিপ্লবী বিপিনবিহারী গাঙ্গুলীর মাধ্যমেই হাবু দত্ত (শ্রীশচন্দ্র পাল) রডা কোম্পানীতে চাকরি পান এবং অল্পদিনের মধ্যেই কোম্পানীর কর্ণধার Mr. Prike এর অতি বিশ্বাসভাজন এবং কাছের মানুষ হয়ে ওঠেন তিনি, মূলত তার উপরেই দায়িত্ব পড়ে জেটি থেকে মাল খালাস করার এবং ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাস পর্যন্ত মোট ৪০ বার মাল খালাস করেছিলেন বিশ্বস্ততা এবং দক্ষতার সঙ্গেই। যাইহোক ওয়েলিংটন স্ট্রীটের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে ছাতাওয়ালা গলির মধ্যে ১৯১৪ সালের ২৫ আগষ্ট যে পরিকল্পনা তৈরি করেন বিপ্লবীরা, তাতে অনুমতি দেন স্বয়ং বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী এবং যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (বাঘা যতীন) জাহাজে করে আগত এই মাউজার পিস্তলের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল যে পিস্তলের খোল রাখার জন্য সেটি পিস্তলের সঙ্গে জুড়ে নিলে রাইফেলের মতো ব্যবহার করা যেতো।

১৯১৪ সালের ২৬ আগষ্ট হাবু মিত্রের তত্ত্বাবধানে দশটি কাঠের বাক্স খালাস হয় জাহাজ থেকে, সাতটি গোরুর গাড়ীতে করে সমস্ত মাল যাবে ভ্যান্সিটার্ট রো'র গুদামে, যাইহোক ২০২ টি কাঠের বাক্স নামানো হলো এবং ১৯২ টি বাক্স উঠলো প্রথম ছটি গোরুর গাড়ীতে এবং সপ্তম গাড়ীটিতে উঠলো আর একটি। প্রথম ছটি গাড়ী কাস্টমস অফিস থেকে রওনা দিলো ভ্যান্সিটার্ট রো'র গুদামের উদ্দেশ্যে আর আর একটি গাড়ী যার গাড়োয়ান ছিলেন স্বয়ং বিহারী ছদ্মবেশে হরিদাস দত্ত। সেই গাড়ীটি সবার অলক্ষ্যে রওনা দিলো ম্যাঙ্গো লেন, ব্রিটিশ ইন্ডিয়া স্ট্রিট, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট পেরিয়ে চাঁদনি চকের পাশ দিয়ে ওয়েলিংটনের নিকটে মলঙ্গা লেনের পথে। তে ছিলো ৫০০০ গুলি এবং আরেকটি

নতুন করে ব্লক সভাপতি ঘোষণা হতেই তৃণমূলের চরম গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে .. ভাঙচুর প্রাক্তন ব্লক সভাপতি বাড়ি

শিল্পী দত্ত, কোচবিহার, ২৭ আগস্ট ঃ কোচবিহার জেলায় নতুন করে তৃণমূলের ব্লক কমিটি ঘোষণা হতেই

প্রাক্তন ব্লক সভাপতির বাড়িতে হামলার ঘটনায় তৃণমূলের চরম গোষ্ঠীকোন্দল প্রকাশ্যে। গতকাল তুফানগঞ্জ দুই ব্লকের সদ্য প্রাক্তন হওয়া ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সদস্যা চৈতি বর্মন বড়ুয়ার বাড়ি ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে সদ্য ব্লক সভাপতি হওয়া নিরঞ্জন সরকারের দিকে। গতকাল রাতে তুফানগঞ্জ দুই ব্লকের টাকোয়ামারি এলাকায় চৈতি বর্মন বড়ুয়ার বাড়িতে ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয়। চৈতি বর্মন বড়ুয়া বর্তমানে কোচবিহার জেলা পরিষদের সদস্যা এবং তুফানগঞ্জ দুই ব্লকের সভাপতি ছিলেন। গতকালই তৃণমূল কংগ্রেসের নতুন করে ব্লক কমিটি ঘোষণা হয়। চৈতি বর্মন বড়ুয়া বলেন - নিরঞ্জন সরকার এলাকায় একটি গোষ্ঠী তৈরি করেছে তারাই আমার বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে। এত বছর ধরে রাজনীতি করছি এই ধরনের জঘন্য রাজনীতি কোনদিন দেখিনি। অবিলম্বে দোষীদের শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। যদিও নিরঞ্জন সরকারের উপর ওঠা সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করে তিনি বলেছেন - আমি নিজে চিনতেছিলাম ওই বাড়িতে ওখানে তিনি থাকেন না নতুন বাড়ি বানিয়েছেন কে বা কারা এই ঘটনার সাথে যুক্ত বিষয়টি পুলিশ যথাযথ তদন্ত করে উপযুক্তদের শাস্তি দেবে। উনি হয়তো রাগ ক্ষোভের বসে এই কথা বলেছেন। এই ঘটনার সাথে আমরা কেউ যুক্ত নয়। উল্লেখ্য নতুন ব্লক কমিটি গুলি ঘোষণা হওয়ার পরেই দেখতে পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ ঘোষ এবং পার্থপ্রতিম রায়ের ঘনিষ্ঠরা দায়িত্ব থেকে সরিয়ে বর্তমান তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজিত দে ভৌমিকের গোষ্ঠীর লোকজনদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য চৈতি বর্মন বড়ুয়া বামেদের সময় কোচবিহার জেলা পরিষদের সভাধিপতিও ছিলেন। গতকালের এই ঘটনার পর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে উপস্থিত হয় বিরাট পুলিশ বাহিনী। এই ঘটনায় দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে বলে বক্সিরহাট পুলিশ সূত্রে খবর। বুধবার সদ্য প্রাক্তন ব্লক সভাপতি চৈতি বর্মন বড়ুয়ার বাড়িতে এলেন জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন। এ বিষয়ে গিরীন্দ্রনাথ বর্মন বলেন - এটা দুস্কৃতীদের কাজ গতকাল নতুন করে ব্লক সভাপতি ঘোষণা হয়েছে নতুন দায়িত্ব পেয়েছেন নিরঞ্জন সরকার। আর আমাদের প্রাক্তন ব্লক সভাপতির বাড়িতে যে ঘটনা ঘটেছে সেটা দলের চেয়ারম্যান হিসেবে আমি বিষয়টি দেখতে এসেছি। তবে এ বিষয়ে নিরঞ্জন সরকারের কোনো যোগ সংযোগ আছে কিনা তা খোঁজখবর করা হবে। যদিও এ বিষয়ে চৈতি বর্মন বড়ুয়া বলেন দলের চেয়ারম্যান হিসেবে এসেছেন উনাকে আমি সম্মান করি। কিন্তু এই ঘটনায় যদি প্রকৃত আসামি গ্রেফতার না হয় তাহলে অবস্থান বিক্ষোভে নামতে বাধ্য হব। উল্লেখ্য তৃণমূলের গোষ্ঠীকোন্দল কোচবিহারে নতুন নয়। রবীন্দ্রনাথ ঘোষ বনাম অভিজিত দে ভৌমিকের গোষ্ঠী লড়াই বারবার প্রকাশ্যে আসছে আগামী বছর বিধানসভা ভোট তার আগে এখানে ঘটনায় আখিরে লাভ হবে বিরোধীদের এমনটাই মাত্র রাজনৈতিক মহলের। এই প্রসঙ্গে তুফানগঞ্জের বিজেপি নেতা তথা কোচবিহার জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি উজ্জ্বল বসাক বলেন - তৃণমূলের কাছে নিজের বলে কিছু নেই তৃণমূলের কাছে সবচেয়ে নিজের টাকা কাটমানি। কে কত কাটমানি খাবে তা নিয়েই মারামারি খুনোখুনি। সারা জেলা জুড়ে সারা রাজ্যজুড়ে একই ছবি তৃণমূল কংগ্রেসের। আর এর ফল মুক্তি হচ্ছে সাধারণ মানুষকে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে এর যোগ্য জবাব পাবি তৃণমূল কংগ্রেস।

অভিষেক ব্যানার্জির উপর হামলার হুক! হরিয়ানা থেকে গ্রেপ্তার যুবক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ আগস্ট ঃ একটি জনপ্রিয় সমাজমাধ্যমে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জিকে প্রাণে মারার হুমকি দিয়ে হরিয়ানার আম্বালা থেকে গ্রেপ্তার হলেন এক যুবক। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ধৃত যুবকের নাম শারিজুল শেখ। তার বাড়ি মুর্শিদাবাদের ডোমকল থানার অন্তর্গত আমিনাবাদ এলাকায়। হরিয়ানা পুলিশের সহায়তায় মঙ্গলবার তাকে আম্বালা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে মুর্শিদাবাদ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (লালবাগ) রাসপ্রীত সিং জানিয়েছেন 'গত ২৪ অগাস্ট মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার সাইবার ক্রাইম থানায় এক ব্যক্তি অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগে জানানো হয় ছিল শারিজুল শেখ একটি জনপ্রিয় সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে আগামী ১০ দিনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জির উপর হামলার হুমকি দিয়েছেন। দায়ের হওয়া এই অভিযোগের ভিত্তিতে আমরা তদন্ত শুরু করি। তারপর হরিয়ানা পুলিশের সহায়তায় ২৫ অগস্ট আম্বালা থেকে গ্রেপ্তার করা হয় শারিজুলকে।' তিনি আরও জানান, শারিজুলের বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র ব্যবসায়ে যুক্ত থাকার একাধিক অভিযোগ রয়েছে।' এমনকি সোশ্যাল মিডিয়া ব্যবহার করে তিনি বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র এবং বোমা বিক্রির ব্যবসাও করতেন বলেও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে । পুলিশ সূত্রে আরও জানা গেছে, বিভিন্ন সমাজমাধ্যম থেকে ধৃত ব্যক্তির নানান পোস্ট উদ্ধার করেছে পুলিশ।

PANCHLA GRAM PANCHAYAT
P.O.: Panchla, Dist: Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER No. CPGP/321/XVFC/ UNTIED/NIT/2024-2025 Date: 27.08.2025
For and on behalf of Pradhan Panchla Gram Panchayat, Panchla Howrah, invites percentage rate e-tender for total 7(Seven) Nos. different works. Date of floating tender **28.08.25.** Last date of submission **11.09.2025.** Opening of tender on **12.09.2025.** For details visit website **https://wbtender.gov.in**
Sd/- Pradhan
Panchla Gram Panchayat

E-Tender Notice
e-Tenders are invited for Settler with ABR under SBM-G fund in **N.I.e.T. No.-10/HPS/ SBM-(G)/2025-26(2nd Call).** Documents and other details is available in the website **tenders.gov.in.** The last date of submission for all the tenders are up to **14.00 hours** on dated **10/09/2025** respectively. Further, contact with the office of the undersigned for any quarries in the office hours.
Sd/- Executive Officer
Hariharpara Panchayat Samiti
Hariharpara, Murshidabad

হেতিয়া মহিলা স্বনির্ভর নিবেদিতা সঙ্ঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড (রেজি. নং ৮৯ বি.কে. ২০১৫-১৬ তারিখ - ১৭.০২.২০১৬, ঠিকানা - গ্রাম+পোষ্টঃ হেতিয়া, থানাঃ জয়পুর, জেলাঃ বাঁকুড়া) এর পরিচালকমন্ডলীর নির্বাচনের জন্য উক্ত সমিতির নিবন্ধিকৃত অফিসে আগামী **২৮.০৮.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত** মনোনয়ন পত্র প্রদান **২৯.০৮.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত** মনোনয়ন পত্র গ্রহন, **০১.০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত** মনোনয়ন পত্র পরীক্ষা ও পরীক্ষার অব্যবহিত পরে বৈধ মনোনয়ন তালিকা প্রকাশ **০২.০৯.২০২৫ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত** মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহার ও তারপর ওই দিন চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। আগামী **১৭.০৯.২০২৫ তারিখ** হেতিয়া গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে **বেলা ১২টা থেকে ৩টা পর্যন্ত** ভোট গ্রহন প্রক্রিয়া চলবে ও ভোট গ্রহন প্রক্রিয়া সমাপ্তির অব্যবহিত পর ভোট গণণা ও তারপর ওই দিনই ফল প্রকাশ করা হবে। বিস্তারিত জানার জন্য সমিতির অফিসে যোগাযোগ করুন।
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
হেতিয়া মহিলা স্বনির্ভর নিবেদিতা সঙ্ঘ প্রাথমিক সমবায় সমিতি লিমিটেড

নোটিশ
আমি দিলীপ বেরা, বিগত ইং ২৮.০৯.২০১২ সালে ৮৪১৮ নং দলিল মূলে শৈলেন্দ্র নাথ দাস, শশাঙ্ক কুমার দাস, অরুন কুমার দাস পশে আমোক্তার ও স্বয়ং বিমল কুমার দাস (পাওয়ার নং-৪ / ১৯৯১) এর নিকট হইতে সাঁতরাগাছি মৌজায় জেএল-১০৪ ভুক্ত, এল.আর-২০৪, ২১১৮, ৩০৭১, ৩২২৭ নং খতিয়ান ভুক্ত আরএস ৮৯৫ দাগের হাল এল.আর ১০৬০ নং. দাগে ২ কাঠা ৭ ছটাক ১৮ স্কোয়ারফুট সম্পত্তি খরিদ করিয়া বালি জগাছা বি.এল. এন্ড.এল. আর.ও অফিসে মিউটেশানের জন্য আবেদন করিয়াছি। যদি উক্ত আমোক্তার দাতা বা অন্য কোন ব্যক্তির কোনরকম অভিযোগ থাকে তাহা হইলে বিজ্ঞাপন প্রকাশনের দিন হইতে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত ভূমি দপ্তরে অভিযোগ জানাইতে হবে, নতুবা উক্ত সময়ের পর আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইবে।

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
মধুশ্রী চক্রবর্তী
আমোক্তারনামা দাতাঃ
গৌর রায় এবং **সঞ্জয় রায়**
ঠিকানাঃ বামন পাড়া, জলপাইগুড়ি 735101
গ্রহীতাঃ **মধুশ্রী চক্রবর্তী**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 29 5/04/12
নং বহি 1153 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ
4353 12/10/18
নামজারি কেস নংঃ
MN/2025/0702/9182
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য /আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
খড়িয়া সিট নং 61, LR Plot-6, LR Khatian No.-159, 165
(আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭/০২/২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ মধুশ্রী চক্রবর্তী
স্বামীঃ সুজিত চক্রবর্তী
ঠিকানাঃ মাসকলাই বাড়ী, ওয়ার্ড নং 23, 735101, জলপাইগুড়ি

HALLYAN GRAM PANCHAYAT
BAGNAN BLOCK-II, BASUDEBPUR, BAGNAN, HOWRAH (W.B), PIN-711312
e-Tender No.:- 251/HGP/E-NIT, Dated:- 27.08.2025
For and on behalf of Hallyan Gram Panchayat, The Pradhan, Hallyan Gram Panchayat invites percentage rate tender for 1(One) work. Bid Submission closing date (online): **04.09.2025 at 17.00 Hrs**. Bid opening date: **08.09.2025 at 11.00 Hrs**. For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**.
Sd/- PRADHAN
HALLYAN GRAM PANCHAYAT

আদ্রা ডিভিশনে পার্কিং চুক্তির জন্য ই-অকশন বিজ্ঞপ্তি
ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, দঃপূঃ রেলওয়ে, আদ্রা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নাম ঃ** পার্কিং চুক্তি। **ক্যাটিগরি ঃ** পার্কিং। **অকশন ক্যাটালগ নং ঃ** পার্ক ৮২। **লট নং/ক্যাটিগরি ঃ** (১) পার্কিং-আদ্রা-আরকেআই-টিডব্লু-৬৬-২৫-১ (পার্কিং - টু হুইলার)। (২) পার্কিং-আদ্রা-বিকিউএ-এমএক্স-৬২-২৫-১ (পার্কিং - মিক্সড)। **অকশন শুরু (সকল লট) ঃ** ১১.০৯.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.০০টা। **অকশন বন্ধের তারিখ/সময় ঃ** ক্রমিক নং ১-এর জন্য ১১.০৯.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.৩০ মিনিট এবং ক্রমিক নং ২-এর জন্য ১১.০৯.২০২৫ তারিখে দুপুর ১২.৪০ মিনিট। **দ্রষ্টব্য ঃ** সম্ভাব্য বিডারদের আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে **(www.ireps.gov.in)** ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। অনুসন্ধানের/জিজ্ঞাসার জন্য, যদি থাকে, অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।
(PR-562) **সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, আদ্রা**
দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে রেল পরিষেবা

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জুলাই ২০২৫-এ গ্রাহক সংযোগ এবং লজিস্টিক দক্ষতা বৃদ্ধি

মালিগাঁও, ২৭ আগস্ট ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুলাই ২০২৫-এর সময়ে গ্রাহকদের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি এবং মালবাহী রাজস্ব বৃদ্ধির জন্য একাধিক সক্রিয় পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করেছে। এই প্রচেষ্টাগুলি ফ্রেইট লিজিস্টিক মজবুত করা, বাধাহীন পণ্য পরিবহণ নিশ্চিত করা এবং আঞ্চলিক কৃষি ও উদ্যোগিক সরবরাহ শৃঙ্খলকে সমর্থন করার উপর কেন্দ্রিত। এই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, লামডিং ডিভিশনের অধীনে সালচাপরা স্টেশনটিকে ১৫ জুলাই ২০২৫ থেকে কন্টেইনার ট্র্যাফিকের ক্ষেত্রে এলওএলও (লিফট-অন লিফট-অফ) পরিচালনের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। এই কৌশলগত পদক্ষেপটি এই অঞ্চলের ক্রমবর্ধমান সরবরাহের চাহিদা পূরণ করবে বলে আশা করা হচ্ছে। বিজনেস ডেভেলপমেন্ট ইউনিট (বিডিইউ) পদক্ষেপের অধীনে, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে জুলাই ২০২৫-এ উল্লেখযোগ্য মাল পরিবহন অর্জন করেছে। লামডিং ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্থান থেকে স্টোন চিপস-এর মোট ১,১৫৪ টি ওয়াগন বুক করা হয়, এর মধ্যে রয়েছে - শোখুভি থেকে জিরানীয়া, আমবাসা, বিলোনিয়া এবং ভৈরবী পর্যন্ত ২৫২টি ওয়াগন বিহার থেকে জিরানিয়া এবং বিলোনিয়া পর্যন্ত ৮৪টি ওয়াগন ডিটকছড়া থেকে জিরানিয়া পর্যন্ত ৬৭২টি ওয়াগন মেন্দিপথার থেকে জিরানীয়া পর্যন্ত ৬৩টি ওয়াগন ভৈরবী থেকে জিরানিয়া পর্যন্ত ৬১টি ওয়াগন এবং সালচাপড়া থেকে জিরানীয়া পর্যন্ত ২২টি ওয়াগন। এই ব্যাপক পরিচালন কেবল স্থানীয় নির্মাণ সামগ্রীর নিরন্তর সরবরাহ নিশ্চিত করেনি বরং মালবাহী রাজস্ব অর্জনের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। এছাড়াও, পূর্ণিয়া (০৪ রেক), আরারিয়া (০৬), রানিপাত্র (০১), জালালগড় (০৩), ডালখোলা(০৭), ফরবেসগঞ্জ (০১), এবং বাথনাহা (০১) সহ কাটিহার ডিভিশনের অধীনে বিভিন্ন স্টেশন থেকে ২৭ রেক ভুট্টা লোড করা হয়। তদুপরি,

তুফানগঞ্জ স্টেশন থেকে ০.৫ রেক (২৫ ওয়াগন) চাল বোঝাই করে জিরানিয়া স্টেশনের জন্য রওনা করা হয়। বিডিইউ কাঠামোর অধীনে এই নির্ধারিত প্রচেষ্টাগুলি নতুন ট্র্যাফিক স্ট্রিমগুলি ব্যবহার করার লক্ষ্যে, টার্মিনাল ব্যবহার অপ্টিমাইজ করে এবং গ্রাহক-বান্ধব সমাধান প্রদানের মাধ্যমে তার মালবাহী ব্যবসা সম্প্রসারণ করার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রতিশ্রুতিকে প্রতিফলিত করে। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে তার মালবাহী পরিষেবা এবং গ্রাহক সংযোগ উন্নত করার উপর মনোযোগ দিয়ে চলেছে এবং একই সাথে এই অঞ্চলের সরবরাহ এবং সরবরাহ শৃঙ্খল বাস্তুতন্ত্রকে অর্থপূর্ণ অবদান রাখছে।

পারাতলে পাড়ায় সমাধান ক্যাম্পে ভীড় মানুষের

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ২৭ আগস্ট ঃ পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে বুধবার অনুষ্ঠিত হলো পাড়ায় সমাধান ক্যাম্প। এদিন পারাতল ১ ও পারাতল ২ নম্বর অঞ্চলে আলাদা আলাদা করে ক্যাম্প বসে। এই দুটি ক্যাম্পে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ মেহেমুদ খাঁন, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পূর্ণিমা মালিক, সহ-সভাপতি ভূতনাথ মালিক, জয়েন্ট বিডিও অরিন্দম চন্দ, দুই অঞ্চল প্রধান কামিনী কুমোদ ঘোষ ও মাবিয়া বেগম শেখ, উপ-প্রধান উত্তম হাজারী ও সরস্বতী টুডু, অঞ্চল সভাপতি মৃণাল ঘোষ ও আনোয়ার আলী সরকার সহ অন্যান্য জনপ্রতিনিধি ও প্রশাসনিক কর্তারা। ক্যাম্পে সাধারণ মানুষের বিভিন্ন অভিযোগ ও সমস্যার কথা শোনা হয়। যারা এখনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাননি, তাদের ফর্ম পূরণ করে সেই সুবিধা পেতে সাহায্য করা হয়। এদিন বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি ও ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খাঁন আশ্বাস দেন যে, প্রতি বুথে ১০ লক্ষ টাকা করে বরাদ্দ থাকছে। এখনও যেসব উন্নয়নের কাজ বাকি আছে, তা দ্রুত সম্পূর্ণ করা হবে।

স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রতিবাদ মিছিল

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৭ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার হাওড়ার সাঁকরাইলের মান্নাপাড়ায় 'হোম টু হোম' ডেঙ্গুর সার্ভেতে গিয়ে একটি পরিবারের সদস্যের হাতে অ্যাসিড আক্রান্ত হন এক মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী। ওই নিন্দনীয় ঘটনার প্রতিবাদে বুধবার সাঁকরাইল ব্লকের স্বাস্থ্যকর্মীরা এক বিক্ষোভ মিছিল করেন। তাঁদের বক্তব্য, স্বাস্থ্যকর্মীরা মানুষের পাশে থাকার জন্য বাড়ি বাড়ি সার্ভে করতে যান। তাঁরা কেন আক্রান্ত হবেন ? এদিকে এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এদিন স্বাস্থ্যকর্মীরা নিজেদের নিরাপত্তার দাবিতে এই বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন।

নদীভিত্তিক পর্যটনে রাজ্য ও শ্যামাপ্রসাদ বন্দরের যৌথ উদ্যোগ

কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ নদীভিত্তিক পর্যটন এবং কলকাতা বন্দরের অব্যবহৃত জমি পর্যটনের কাজে ব্যবহার করতে রাজ্য সরকার এবং শ্যামাপ্রসাদ বন্দর কর্তৃপক্ষ হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে। কলকাতায় আজ বণিক সভা মার্চেন্ট চেম্বার অফ কমার্স আয়োজিত ট্যুরিজম কনক্লেভে অংশ নিয়ে রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী ইন্দ্রনীল সেন একথা জানিয়েছেন। তিনি বলেন, কলকাতাকে কেন্দ্র করে নদীভিত্তিক পর্যটনে বিকাশে মুখ্যমন্ত্রী যথেষ্ট উৎসাহী। এই বিষয়টি নিয়ে কলকাতা বন্দরের সঙ্গে আলোচনা নির্দেশ দিয়েছেন। খুব শীঘ্রই নদীভিত্তিক পর্যটন বিকাশের রূপরেখা স্থির করতে কলকাতা বন্দর কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। ওই সম্মেলনে কলকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান রথেন্দ্র রমন জানান, কলকাতাকে কেন্দ্র করে শীঘ্রই বিশ্বমানের রিভার ক্রুজ টার্মিনাল প্রকল্প নিয়ে আসা হচ্ছে। তাছাড়া কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় হুগলি নদীর দুই তীরে বন্দরের বহু জমি রয়েছে। এই জমি ব্যবহার করে পর্যটকদের বিনোদনের নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বন্দর কর্তৃপক্ষ দুটি অ্যাক্টিভিটি সেন্টার তৈরি করবে। হাওড়া ব্রিজে ডায়নামিক লাইটিং প্রজেক্টের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কেএমডিএর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে মিলেনিয়াম পার্ক-৩ তৈরি করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের স্মার্ট সিটি প্রকল্পে অবদান রাখতে কলকাতা বন্দর এমন টার্মিনাল তৈরি করছে যা শহরের হোটেলের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত থাকবে। রাজ্যের স্বরাষ্ট্র ও পর্যটন সচিব নন্দিনী চক্রবর্তী জানান, রাজ্য সরকারের হোম স্টে উৎসাহ নীতির সুযোগ নিয়ে একাধিক পর্যটন কেন্দ্রে বহু হোমস্টে গড়ে উঠেছে। তবে সমীক্ষায় উঠে এসেছে, কিছু ব্যক্তি বা সংস্থা নীতির সুবিধা নিলেও বাস্তবে ব্যবসা শুরু করেনি। তাঁদের চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

পুজো উপলক্ষ্যে বিদ্যুৎ দপ্তরের একাধিক পদক্ষেপ

কলকাতা, ২৭ আগস্ট ঃ আসন্ন উৎসবের দিনগুলিতে রাজ্যজুড়ে বিদ্যুত পরিষেবা নিরবিচ্ছিন্ন রাখতে বিদ্যুৎ দপ্তর একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। উৎসবের প্রস্তুতি নিয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস আজ বিধাননগরের বিদ্যুৎ ভবনে দপ্তরের আধিকারিক, সিইএসসি, ডব্লুবিডিসিএল, ডব্লুবিপিডিসিএল, ডিপিএল সহ অন্যান্য সংস্থার আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। পরে সাংবাদিকদের বলেন গতবছর রাজ্যজুড়ে যে ৫০ হাজার ৫৫০টি পুজোর বিদ্যুত সংযোগ দেওয়া হয়েছিল তার জন্যে এক হাজার ৩৪৮ মেগাওয়াট বিদ্যুত এর প্রয়োজন হয়েছিল। এইবছর পুজোর দিনগুলিতে বিদ্যুতের চাহিদা সর্বাধিক ১২ হাজার ৫০ মেগাওয়াট হতে পারে বলে তিনি জানান। এইবছর তিন হাজার ৪৫০টি মোবাইল ভ্যান ছাড়াও ৭৩ হাজার ৪১৪ জন কর্মী পুজোয় পরিষেবা দেওয়ার কাজে যুক্ত থাকবেন। বিদ্যুত সংক্রান্ত টোল ফ্রি হেল্পলাইন নম্বর ১৯১২১ ছাড়াও ৮৯০০৭৯৩৫০৩ নম্বরে ২৪ ঘন্টা ফোন করা যাবে। সিইএসসি এলাকায় ১৯১২ নম্বরে যোগাযোগ করা যাবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

পাকা রাস্তা পেয়ে খুশি বাসিন্দারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৭ আগস্ট ঃ খানাখন্দে ভরপুর, একসময় রাস্তার হাল ছিল বেহাল। ভাঙা রাস্তা দিয়ে সাইকেল চালিয়ে স্কুলে যেতে কিংবা কৃষি পণ্য হাটে নিয়ে যেতে চরম সমস্যায় পড়তেন স্থানীয় কৃষকেরা। গর্ভবতী মায়েদের দুর্ভোগ ছিল আরও বেশি। তবে এবার পুজোর আগে বদলে গেল সেই রাস্তার ছবি। পাকা রাস্তা পেলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দুর্গাপুজো আসছে। মা আসতে খুব বেশিদিন বাকি নেই। তার আগেই যেন চলে এল পুজোর ' খানাখন্দে ভর্তি রাস্তার জায়গায় এবার পাকা রাস্তা পেলেন জলপাইগুড়ির সদর ব্লকের গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভুজারি পাড়ার বাসিন্দারা। কোনপাকরির উমের আলির বাড়ি থেকে ভুজারি পাড়া পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা এখন ঝাঁ চকচকে, মসৃণ। সেই রাস্তা দিয়ে অনায়াসে হাট, বাজার, স্কুল এবং আশপাশের সাতটি গ্রামে যাওয়া যায়। ফলে খুশি স্থানীয় বাসিন্দারা। এই ঝাঁ চকচকে, মসৃণ পাকা রাস্তা তৈরিতে প্রায় ৫৯ লক্ষ টাকা খরচ করেছে জেলা পরিষদ। রাস্তার হাল ফেরার পর যেন বদলে যাচ্ছে গ্রামের ছবি। খুশি ছাত্রছাত্রী থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দারা।

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ইপিডি/ডব্লু/সিওএন/ এফআরপি সিএবি/লোকো/০১/২৫-২৬ তারিখ ঃ ২৩.০৮.২০২৫, ডেপুটি চিফ ইলেক্ট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (পি অ্যান্ড ডি)/ পূর্ব রেলওয়ে, কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, কাঁচরাপাড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন-৭৪৩১৪৫ কর্তৃক ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে জিইএম পোর্টালের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত অভিজ্ঞ ঠিকাদারের নিকট থেকে টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহবান করা হচ্ছে ঃ **টেন্ডার নং. ঃ ইপিডি/ডব্লু/সিওএন/এফআরপিসিএবি/ লোকো/০১/২৫-২৬, কাজের নাম ঃ** ইলেকট্রিক লোকোমোটিভসমূহ-র জন্য এফআরপি ক্যাব অভ্যন্তরীণ সজ্জার ব্যবস্থা, পরিমাণ-১০০টি; **কাজের আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৩,৭৫,৯১,২০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; জিসিসি-এপ্রিল'২০২২-এর অধীনে ধারা নং ৩ অংশ -১ অনুসারে সকল টেন্ডারদাতাকে বিনামূল্যে ই-টেন্ডার ফর্ম প্রদান করা হবে। **যেখান থেকে ই-টেন্ডারের উদ্যোগ গৃহীত হয়েছে সেই কার্যালয়ের ঠিকানা ঃ** ডেপুটি চিফ ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার এর কার্যালয়/প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট/পূর্বরেলওয়ে/কাঁচরাপাড়া ওয়ার্কশপ, পিন- ৭৪৩১৪৫। **দর প্রস্তাব জামিন অর্থরাশি ই-পেমেন্ট গেটওয়ে বা ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড মারফৎ দাখিল করতে হবে ঃ** ৮,৩৮,০০০.০০ টাকা [রেলওয়ে বোর্ডের পত্র নং ২০২২/সিই-I/সিটি/ ডিসিসি-২০২২/পলিসি তারিখ ২৭.০৪. ২০২২ (অ্যাডভান্স কারেকশন স্লিপ নং ৫ তাং ২০.১০.২০২৩) অনুসারে টেন্ডারদাতাগণ উক্ত অর্থরাশি ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি বন্ড মাধ্যমে দিতে পারবেন। প্রকৃত ব্যাঙ্ক গ্যারান্টি ডেপুটি সিইই/পি অ্যান্ড ডি/কেপিএ-র নিকটে দরপ্রস্তাব দাখিল বন্ধের তারিখের পূর্বে (অর্থাৎ দরপ্রস্তাব দাখিলের শেষ তারিখ ব্যতীত) পৌঁছাতে হবে। জিসিসি-এপ্রিল ২০২২ -এ বিজি বন্ড-এর বয়ান উল্লিখিত রয়েছে। দরপ্রস্তাবদাতাদের জিসিসি-এপ্রিল ২০২২ (পরিমার্জনা সহ)-এ এই সংক্রান্ত বিশদ তথ্যের জন্য অনুসরণ করতে বলা হচ্ছে।] **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ২৪ (চব্বিশ) মাস; **দরপ্রস্তাব প্রদান শুরুর তারিখ ঃ** ১৯.০৯.২০২৫ তারিখ থেকে; **দরপ্রস্তাব প্রদানের শেষ তারিখ ঃ** ০৩.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো ৪৫ মিনিট পর্যন্ত। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ০৩.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টেয় টেন্ডার খোলা হবে; ওয়েবসাইটে বিবরণ ও নোটিস বোর্ডের স্থান যেখান থেকে সম্পূর্ণ টেন্ডার দেখা যাবে ঃ http://www.ireps.gov.in
(MISC-184/2025-26)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
জয়ন্ত সরকার
আমোক্তারনামা দাতাঃ
গৌর রায় এবং **সঞ্জয় রায়**
ঠিকানাঃ বামন পাড়া, জলপাইগুড়ি 735101
গ্রহীতাঃ **জয়ন্ত সরকার**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 29 5/04/12
নং বহি 1153 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ
4353 12/10/18
নামজারি কেস নংঃ
MN/2025/0702/9180
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য /আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
খড়িয়া সিট 61, LR Plot-6, LR Khatian No.-159, 165
(আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭/০২/২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ জয়ন্ত সরকার
পিতাঃ স্বর্গীয় জীতেন্দ্রলাল সরকার
ঠিকানাঃ মাসকলাই বাড়ী, ওয়ার্ড নং 23, 735101, জলপাইগুড়ি

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ
লাভলী দাম
আমোক্তারনামা দাতাঃ
গৌর রায় এবং **সঞ্জয় রায়**
ঠিকানাঃ বামন পাড়া, জলপাইগুড়ি 735101
গ্রহীতাঃ **লাভলী দাম**
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 29 5/04/12
নং বহি 1153 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ
4353 12/10/18
নামজারি কেস নংঃ
MN/2025/0702/9181
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য /আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিষ্পত্তি করা হবে।
দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা / গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ
খড়িয়া সিট 61, LR Plot-6, LR Khatian No.-159, 165
(আদেশ নং-১০০০-I.S./২২/২০২৪ তারিখ ২৭/০২/২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরনার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ লাভলী দাম
স্বামীঃ শুভময় দাম
ঠিকানাঃ মাসকলাই বাড়ী, ওয়ার্ড নং 23, 735101, জলপাইগুড়ি

NOTICE INVITING e-TENDER No. 17 OF 2025-2026 OF THE ASSISTANT ENGINEER, SERAMPORE SUB DIVISION, P.W.D.
Tender reference No: WBPWD/AE/SER/NIT_17/2025_2026
The Assistant Engineer, Serampore Sub-Division P.W.D. invites e- tender for 01(One) no work. Name of work - Emergent Repairing work of G T Road from 651.15 km to 651.325 km and Ch. 653.55km to Ch. 653.85km (rigid pavement) with mending cracks/porous concrete by injection process through cement grouting under Serampore Sub Division, PWD during the year of 2025-2026 **Tender ID: 2025_PWD_895420_1** Document Download/Sale start date (online) from **28.08.2025 at 10.00 a.m** Bid submission Date (online) from **28.08.2025 at 10.30 a.m . upto 02.09.2025 at 11.00 a.m.** Date of opening of Technical Bid (Online) **04.09.2025 at 11.00 a.m.** For details please visit office of the undersigned on any working days. Details may be downloaded from **http://etender.wb.nic.in** or from the Departmental Wbsite **http://wbtender.in**
Sd/-
Assistant Engineer,
Serampore Sub Division, P.W.D.

Office of the Khajura Gram Panchayat
Vill.Khajura, P.O. Senera, Dist. Purulia(WB)
NOTICE INVITING e-TENDER No.(1) WBPUR/KHGP/RNP-I/NIT(e)-10/2025-26(2nd Call), (2) WBPUR/KHGP/RNP-I/NIT(e)-11/2025-26(2nd Call)
E-tender is invited by the undersigned for the 2(Two) different works. Bid submission closing (online) **11.09.2025 from 5.00 pm.** Bid opening date for Technical Proposals(online) **13.09.2025 from 5.30 PM.** For details please visit website **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Khajura Gram Panchayat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT

The Dy. C.E (M) (Swerage & Drainage), KMC invites e-tender online item rate two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/09/25-26 (1st Call)
Name of work **: Repairing and overhauling of LT incomer panel (unit no.1 & 2) including replacement of microprocessor and other worn out electric components of 2 nos. ACB (2000 Amps) at Topsia point A drainage pumping station.** Estimated Amount **: Quoted Amount.** Earnest Money **: Rs.6,000.00.** Period of Completion **: 07 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 13.09.2025 - 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 - 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen.

The Dy. C.E. (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/DCE_PS/I/03/03/25-26 (1st Call)
Name of work **: Construction of open stage at Sister Nivedita Park at J.K. Mitra Road in Ward No.03, Br-I.** Estimated Cost **: Rs.1,99,041.56.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Period of Completion **: 45 Days.**
2. NIT No. : KMC/DCE_PS/I/03/01/25-26 (1st Call)
Name of work **: Extension of garden along with renovation of garden opposite Asu Babu Bazar in Ward-03, Br-I.** Estimated Cost **: Rs.4,00,762.85.** Earnest Money **: Rs.8,100.00.** Period of Completion **: 60 Days.**
3. NIT No. : KMC/DCE_PS/I/05/05/25-26 (1st Call)
Name of work **: Repairing painting and allied work at Nalini Mohan Uddyan in Ward-05, Br-I.** Estimated Cost **: Rs.4,26,374.30.** Earnest Money **: Rs.8,600.00.** Period of Completion **: 45 Days.** Last date and time of submission of bid **: 06.09.2025 - 1 p.m. (for Sl.No.1 to 3).** The bid forms and other details shall be available on and from **28.08.2025 - 10 a.m. (for Sl.No.1 to 3)** from the website **https:// etender.wb.nic.in (for Sl.No. 1 to 3).**

The **Controller/ICMP (Supply), Executive Engineer, KMC** invites e-tender online two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/SUPPLY/REP-02A/2025-2026
Name of work **: Repairing of eight nos entrance gate and allied works under Supply Department.** Estimated Cost **: Rs.1,66,948.00.** Earnest Money **: Rs.3,500.00.** Period of Completion **: 15 days.** Last date and time of submission of bid **: 08.09.2025 - 5 p.m.** Bid opening date for technical proposal **: 10.09.2025 - 5 p.m.** The bid forms and other details are available on and from **29.08.2025 - 5 p.m.** from the website **https:// wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (Roads), KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for following work :-
NIT No. : KMC/ROADS/2025-2026/382 (1st Call)
Name of work **: Repairing of road surface by laying interlocking concrete block at Maniktala Main Road (In Patches) & Narkeldanga Main Road (In Patches) under Br-III.** Estimated Amount (Incl. GST & CESS) **: Rs.4,89,930.95.** Earnest Money **: Rs.9,800.00.** Period of Completion **: 30 Days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 10.09.2025 - 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **30.08.2025 - 12 noon** in the website **https://wbtenders.gov.in**

The **Ex. Engineer (Water Supply), GRWW, KMC** invites e-tender for the following work :-
NIT No. : KMC/WS/GRWW/PH-I/eT-14/2025-26
Name of work **: Development the roof surface area by providing cement concrete over the H.T. Equipment's Room to prevent Seepage Water into the room at CWPS PH-I Pump House under GRWW.** Estimated Amount **: Rs.2,87,714.76.** Earnest Money **: Rs.5,800.00.** Period of Completion **: 10 Days.** Last Date and Time of receipt of Tender (Online) **: 10.09.2025 at 2 p.m.** Last Date and Time of opening of Tender (Online) **: 12.09.2025 at 2 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website **: https://wbtenders.gov.in**

The **Executive Engineer (WS)/North, KMC** invites e-tender online in two Bid systems for following work :-
NIT No. : KMC/WS/N/25-26/24/39
Name of work **: Renovation of F.W service main and G.I. Pipes at Khilad Ghosh Lane and other places in Ward No.24 under Borough-IV.** Estimated Cost **: Rs.1,97,020.64.** Earnest Money **: Rs.4,000.00.** Time of Completion **: 45 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 09.09.2025 upto 2 p.m.** The tender will be opened on **: 11.09.2025 after 2 p.m.** The Bid forms and other details will be available on and from **29.08.2025 after 2 p.m.** from the website **wbetenders.gov.in**

The **D.G.(Swerage & Drainage), KMC** invites e-tender online item rate two bid system for the following works :-
1. NIT No. : KMC/S-D/DLPS/E/08/25-26 (1st Call)
Name of work **: Thorough repairing and replacement of worn-out components, insulating oil of 4 nos. oil resistance starter of motor unit no. A,B,C,D with other allied works at Topsia drainage pumping staiton.** Estimated Amount **: Quoted Amount.** Earnest Money **: Rs.12,000.00.** Period of Completion **: 10 days.** Last Date and Time of submission of Bid **: 13.09.2025 - 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **02.09.2025 - 5 p.m.** from the website **https:// etender.wb.nic.in.** For corrigendum etc, if any, the same website has to be seen.
2. NIT No. : GRBU/GR STP/E1/25-26 (1st Call)
Name of work **: Repairing, servicing and overhauling of 6 (Six) numbers ACB in the LT panel along with allied electrical works at Garden Reach STP under GRBU.** Estimated Cost **: Rate to be quoted.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Period of Completion **: 7 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 09.09.2025 upto 12 noon.** The Bid forms and other details are available from **30.08.2025 at 5 p.m.** on website **https://wbtenders.gov.in.** For corrigendum (if any) the same website has to be seen.

The **Ex.Eng.(WS)/Central, KMC** invites e-tender online in two Bid system for following works :-
1. E-NIT No. : KMC/WS/C/SEC-J/55/02/25-26
Name of work **: Repairing of borken parapet wall and water proofing of roof of Jyoti Basu Sramik Abasan, Palmer Bazar Road in Ward No-55.** Estimated Cost **: Rs.4,86,500.84.** Earnest Money **: Rs.10,000.00.** Time of Completion **: 15 Days.** Last date and time of submission of Bid **: 16.09.2025 upto 2 p.m.** The tender will be opened on **: 18.09.2025 at 2.30 p.m.** The bid forms and other details will be available on and from **02.09.2025 after 2 p.m.** from the website **wbtenders.gov.in**
2. NIeT No. : KMC/EE/WS/C/G/46/25-26/11
Name of work **: Improvement of filtered water supply and prevent contamination by changing 150 MM Dia D.I. Pipe at C.R. Avenue (From 1 to 27, C.R. Avenue) in Ward No-46.** Estimated Amount **: Rs.4,17,221.78.** Earnest Money **: Rs.8,400.00.** Time of Completion **: 60 Days.** Last date and time of Online Submission of Tender **: 12.09.2025 at 3 p.m.**
3. NIeT No. : KMC/WS-CENTRAL/27/2025-2026
Name of work **: Installation link connection of newly installed tube-well with pipeline at Dharapara Bustee in Ward No-59.** Estimated Amount **: Rs.2,01,256.00.** Earnest Money **: Rs.4,025.00.** Time of Completion **: 7 Days.**
4. NIeT No. : KMC/WS-CENTRAL/26/2025-2026
Name of work **: Repairing of filter/Un-filter water main pipelines leakages/breakages at infront of Nizam Palace on A.J.C. Bose Road and other locations under Central Division of Water Supply Department.** Estimated Amount **: Rs.2,39,334.00.** Earnest Money **: Rs.4,787.00.** Time of Completion **: 7 Days.**
5. NIeT No. : KMC/WS-CENTRAL/30/2025-2026
Name of work **: Painting of G.I. Tank and other ancillary works for distribution of filtered water at different festivals under HPL Unit of Water Supply Department.** Estimated Amount **: Rs.2,47,771.00.** Earnest Money **: Rs.4,955.00.** Time of Completion **: 30 Days.** Last date and time of Online Submission of Tender **: 08.09.2025 at 5 p.m. (for Sl.No.3 to 5).** For full and further details, please visit the websites **http://www.etender.wb.nic.in (for Sl.No. 2 to 5).** Please keep watching on the above website for all further Addendum/Corrigendum, Pre-bid clarifications, if any which will be published in above website only. KMC reserves the right to accept/reject any/all tenders without showing any reason **(for Sl.No.2 to 5).**
957 / 25-26

চলুন বেড়িয়ে আসি

পুজোয় দার্জিলিং যাবেন? উৎসবের মরশুমে শুরু হচ্ছে তিনটি নতুন টয়ট্রেন পরিষেবা

পুজোয় আপনার ডেস্টিনেশন হোক দার্জিলিং? তাহলে আপনার জন্য রয়েছে ভালো খবর। ফি বছর

দুর্গাপুজো থেকেই পাহাড়ে পর্যটনের মরশুম শুরু হয়ে যায়। দার্জিলিংয়ের প্রকৃতি ও আবহাওয়া উপভোগ করতে সেখানে পাড়ি জমান বহু পর্যটক। কাঞ্চনজঙ্ঘার পাশাপাশি তাঁদের কাছে পাহাড়ের অন্যতম আকর্ষণ নিশ্চিতভাবেই টয়ট্রেন।এবার পর্যটন শিল্প বিকাশে তিনটি অভিনব টয়ট্রেন পরিষেবা চালু করছে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে।

ওই ট্রেনগুলোর একটি 'চা ট্রেন'। অন্য দুটোর একটি হারিয়ে যেতে বসা 'স্টিম ইঞ্জিন' এবং অন্যটি 'কার্শিয়াং মহানদী সানরাইজ স্পেশাল সার্ভিস'। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের ১৪৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে ওই পরিষেবা চালুর কথা মঙ্গলবার ঘোষণা করা হয়েছে। 'চা ট্রেন' চলবে প্রতি শনিবার ও রবিবার। একই দিনে চলবে স্টিম ইঞ্জিন। রবিবার চলবে 'কার্শিয়াং মহানদী সানরাইজ স্পেশাল সার্ভিস'। পর্যটন মরশুমে পর্যটক ও পর্যটন শিল্পে আরও জোয়ার আনতেই এই পদক্ষেপ বলে জানা গিয়েছে। আম বাঙালি পর্যটক ছাড়াও বহু বিদেশি এই মরশুমে পাহাড়ে হাজির হন। টয়ট্রেনে চেপে পাহা।রে সৌন্দর্যও উপভোগ করেন। সকলের কাছেই তাই এই নতুন ট্রেনের খবর বাড়তি আনন্দের হবে, তাতে সন্দেহ নেই। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের অধিকর্তা ঋষভ চৌধুরী বলছেন, ১৮৮০ সালে শিলিগুড়ি থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত প্রথম টয়ট্রেন পরিষেবা শুরু হয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক ঘটনাকে স্মরণ করে দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে ২৩ আগস্ট প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করেছে। দিনটি স্মরণীয় করে রাখতে এবার পর্যটকদের জন্য তিনটি পরিষেবা চালু হচ্ছে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতি শনিবার ও রবিবার চা ট্রেন দুপুর ১২টা নাগাদ শিলিগুড়ি থেকে ছেড়ে দুপুর দেড়টায় রংটং স্টেশনে পৌঁছবে। সেখানে চার ঘণ্টা থামবে ট্রেনটি। ওই সময়ের মধ্যে যাত্রীদের আশপাশের চা বাগান, চা কারখানা, চা পাতা তোলা ঘুরে দেখানো হবে। স্থানীয় খাবার খাওয়ার সুযোগ পাবেন তাঁরা। এরপর ওই ট্রেনেই শিলিগুড়ি ফিরবেন পর্যটকরা। পরিষেবাটি বাগডোগরা বিমানবন্দর হয়ে আসা পর্যটকদের কাছে আকর্ষণীয় হবে বলে রেল কর্তাদের দাবি। চা বাগান এলাকা ঘুরিয়ে দেখানো হবে বলেই ট্রেনটির নাম দেওয়া হয়েছে 'চা ট্রেন'। অন্যদিকে প্রতি শনিবার দার্জিলিং থেকে একটি স্টিম ইঞ্জিন চালিত টয়ট্রেন কার্শিয়াং পর্যন্ত চলবে। রবিবার সেটি কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিংয়ে ফিরে যাবে। যাত্রাপথে স্টেশনের পাশাপাশি পর্যটন কেন্দ্রগুলিতে দাঁড়াবে সেই ট্রেন। পর্যটকরা প্রকৃতির ছবি তোলার সুযোগ পাবেন। রবিবার সকালে কার্শিয়াং মহানদী সানরাইজ স্পেশাল সার্ভিস শুরু হবে। এটি কার্শিয়াং থেকে সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে ছেড়ে যাবে। সকাল ১০টায় মহানদীতে ফিরে আসবে। পর্যটকদের কাছে এই তিন পরিষেবা আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে বলেই মনে করছেন কর্তারা। এদিন, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের তরফে একটি বৃদ্ধাশ্রমের আবাসিকদের নিখরচায় ঘোরানো হয়।

বেড়াতে গিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার আগে জেনে নিয়ে স্ক্যামের শিকার থেকে বাঁচার পথ

বেড়াতে যাওয়া মানেই হাজারো প্ল্যানিং। কীভাবে যাবেন তা থেকে শুরু করে কথায় কোথায় ঘুরবেন এবং লোকাল মার্কেট থেকে কী কী কিনবেন এই সবকিছুই থাকে সেই তালিকায়। কিন্তু এই প্ল্যানিংয়ের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে জালিয়াতির হাত থেকে বাঁচার জন্য সতর্কও হতে হবে। তাই স্ক্যামের শিকার হওয়া থেকে বাঁচতে মাথায় রাখুন এই বিষয়গুলি।আপনি যদি বিদেশে বেড়াতে যান তাহলে সেখানে যাওয়ার আগে কারেন্সি এক্সচেঞ্জ একটা বড় বিষয়। অনেক সময়ই এই কারেন্সি এক্সচেঞ্জ করার সময় প্রতারণার শিকার হতে হয়। অনেক ক্ষেত্রেই পর্যটকদের কম টাকা দেওয়া হয়। তাই চেষ্টা করবেন যে দেশে বেড়াতে যাচ্ছেন সেই দেশের অনুমোদিত সংস্থা মারফত মুদ্রা বিনিময়ের মতো বিষয় সারার।

অচেনা জায়গায় গিয়ে চুরি-ডাকাতির হাতে পড়ার মতো বিষয় নতুন কিছু নয়। নানা ছুতোয় ভাব জমিয়ে হাতসাফাই করে সর্বস্ব লুট করার মতো বিষয় ঘটার মতো বিষয় থেকে নিজেকে বাঁচাতে সচেতন হন। অচেনা কারও সঙ্গে ভাব জমাবেন না বা নিজের কোনও তথ্য ভাগ করবেন না। বেড়াতে গিয়ে নানা জয় রাইডের টিকিট অগ্রিম অনলাইন বুকিংয়ের আগেও সচেতন হন। যে সংস্থা থেকে টিকিত বুকিং সারছেন তা আসল কিনা তা অবশ্যই যাচাই করে নেবন। নচেৎ সেই স্থানে গিয়ে বিপদের মুখে পড়তে পারেন। কাছে হোক বা দূরে, বেড়াতে যাওয়া সবসময়ই আনন্দের। কিন্তু অসাবধানতায় তা উদ্বেগজনকও হয়ে উঠতে পারে। বিপদ আপদ বলে-কয়ে আসে না। তাই আগে থাকতে সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। অনেকক্ষেত্রে বেড়াতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ে আনন্দের মজাটাই ভণ্ডুল হয়ে যায়। তখন আমরা ভাগ্যকেই দোষারোপ করি। এই ধরনের ভুলগুলো একপ্রকার মিথের পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। কিন্তু এইসব প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাকে আমল না দিয়ে সচেতন হওয়া প্রয়োজন। এমন ৫টি ভুল ধারণা রয়েছে যা এ।িয়ে যেতে পারলে আপনার ভ্রমণ আরও আনন্দের হয়ে উঠবে। কী সেগুলো? চলুন জেনে নেওয়া যাক।১. মনে করুন নতুন জায়গায় বেড়াতে গিয়ে আপনি অসুস্থ হয়েড়লেন। ভাবছেন, আপনার ভাগ্যটাই খারাপ। যখনই বেড়াতে যান তখনই অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটে। কিন্তু নিজের কপালকে দোষ দেওয়ার আগে ভাবুন, যেখানে গিয়েছেন সেখানে অস্বাস্থ্যকর খাবার বা অতিরিক্ত ঘোরাঘুরির ফলে পরিশ্রম কিংবা আবহাওয়া আপনার অসুস্থতার জন্য দায়ী নয় তো? তাই অবস্থা বুঝে খাওয়াদাওয়া করুন।২. বেড়াতে গিয়ে বিলাসবহুল রিসর্টে উঠেছেন? হোটেলের পরিচ্ছন্নতা ও ব্যবস্থা দারুণ চোখ ধাঁধানো। কিন্তু দেখলেন হঠা করে পেটের সমস্যা শুরু হয়েছে। এতে কি নিজের ভাগ্যকে দোষ দেবেন? পাহা।ে তো আকছার পেট খারাপের মতো সমস্যা ঘটে। অক্সিজেনের লেভেল কমে যাওয়ায় মাথা ঘোরা বা বমিও দেখা দেয়। এমনকী বয়স্করা শ্বাসকষ্টেও ভোগেন। কাজেই এসব নিয়ে অমূলক ভাবনা মনে স্থান দেবেন না। তাছাড়া রিসর্টের কলে কি ফিল্টার জল পেয়েছেন? হয়তো ওই জলের কারণেই আপনার পেট খারাপ দেখা দিয়েছে! ৩. একটি সমীক্ষায় জানা গিয়েছে ৩০-৭০ ট্র্যাভেলার্স ডারিয়াতে ভোগেন। এর জন্য বেড়ানোর জায়গার জলই দায়ী।৪. অনেক সময় আমরা বেড়ানোর প্যাকিং লিস্টে ওষুধ রাখতে ভুলে যাই। তাই প্যাকিং লিস্ট তৈরির সময় সজাগ থাকুন। প্রয়োজনীয় ওষুধ থেকে শুরু করে ওয়ারেস সবই সঙ্গে রাখুন। ভ্রমণে গিয়ে শেষে অসুস্থ হলে নিজের ভাগ্যকে না দুষে আগে থেকে প্রস্তুতি নিলেই এ।াতে পারবেন এই ধরনের সমস্যা।৫. অনেকে মনে করেন বিমানে এয়ার পিউরিফায়ারগুলোর জন্য আলাদা করে মাস্ক প।ার আর প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু বোর্ডিং ও বিমান থেকে নামার সময় মাস্কের বিশেষ প্রয়োজন হয়। কারণ এসব ক্ষেত্রে যদি কোনও রোগী আপনার আশেপাশে থাকেন, তাহলে সচেতন হওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। খামোখা বে।াতে গিয়ে নিজেকে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে ফেলবেন কেন?

এবার বিভেদ ঘুচিয়ে দুই কোরিয়ায় শান্তি ফেরাবেন ট্রাম্প! শিগগিরি কিমের সঙ্গে বৈঠক

২৭ আগস্ট ঃ ১২ জুন ২০১৮। একটি সম্পর্কের সূচনা হয়েছিল। সিঙ্গাপুরে এক ঐতিহাসিক বৈঠকে হাত মিলিয়েছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং উত্তর কোরিয়ার রাষ্ট্রপ্রধান কিম জং উন। মসনদে ফিরেই ' খবর নিয়েছিলেন বর্ষীয়ান রিপাবলিকান নেতা। এবার তিনি দাবি করলেন, শিগগিরি কিমের সঙ্গে বৈঠকে বসবেন। এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জি মিউং। তাঁর আশা, দুই কোরিয়ার মধ্যে শান্তি ফেরাতে পারেন একমাত্র ট্রাম্পই। এদিন হোয়াইট হাউসে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টকে স্বাগত জানান ট্রাম্প। তারপর সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি বলেন, আমি কিমের সঙ্গে এবছরই সাক্ষা করব। সাক্ষাতের জন্য মুখিয়ে রয়েছি। ওঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক খুবই ভালো। এখানেই শেষ নয়। ট্রাম্প এমনও দাবি করেছেন যে, কিমকে তাঁর মতো করে কেউই চেনে না।

এমনকী তাঁর বোন কিম ইয়ো জংও।পরে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই বক্তব্যকে সমর্থন করেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, আমার আশা কোরিয়ায় শান্তি ফেরাতে পারবেন আপনিই। আপনি কিম জং উনের সঙ্গে দেখা করুন। এবং ট্রাম্প ওয়ার্ল্ড গড়ে তুলুন। যেন উত্তর কোরিয়ার লোক সেখানে গলফ খেলতে পারে। আপনিই ঐতিহাসিক ভাবে সারা বিশ্বের শান্তি রক্ষাকারী হতে পারবেন।বলে রাখা ভালো, প্রথম জমানায় বহুল সমালোচিত মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিদেশনীতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে দেখা হয় কিম-ট্রাম্প সাক্ষাৎকে। সেই বৈঠকে পারস্পারিক সহযোগিতার বার্তা দেন দুই রাষ্ট্রপ্রধান। দুই দেশের প্রধানের মধ্যে একাধিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়। তবে তার মধ্যে প্রধান ছিল পারমানবিক শক্তি। বৈঠক শেষে কিম পরমাণু পরীক্ষা বন্ধ করা নিয়ে আলোচনায় রাজিও হন। যদিও সব মিলিয়ে ২০২১ সাল পর্যন্ত হওয়া তিনটি বৈঠকের পরও দুই দেশের সম্পর্কের ক্ষেত্রে কোনও স্থায়ী পরিবর্তন দেখা যায়নি। তবু কিমের সঙ্গে ট্রাম্পের বন্ধুত্বের সম্পর্ক মজবুত হয়েছিল। সেই বন্ধুত্ব কি কোনও নতুন মোড় নেবে? শান্তি ফিরবে দুই যুযুধান দেশে? প্রশ্নগুলো সহজ মনে হতে পারে।

ক্ষমতায় থাকতে পণবন্দির বলি দিচ্ছেন নেতানিয়াহু!

হামাসের কবলে থাকা পণবন্দিদের মুক্ত করা হোক। সেই সঙ্গে এবার থামুক গাজা সংঘর্ষ। এই দাবি তুলে ইজরায়েলে পথে নামলেন বহু মানুষ। এক প্রতিবেদন থেকে জানা যাচ্ছে, অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে বহু হাইওয়ে। ' অ্যান্ড মিসিং ফ্যামিলিস ফোরাম' নামের এক সংগঠন এই আন্দোলনের ডাক দিয়েছে। এর ফলে রাজধানী তেল আভিভ-সহ বহু শহরেই সৃষ্টি হয়েছে বিরাট যানজট। গত কয়েকদিন ধরেই এই প্রতিবাদ-বিক্ষোভ চলছে। যা পরিস্থিতি, তাতে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে ইজরায়েল ও হামাসের মধ্যে চলতে থাকা যুদ্ধে এবার ঘরেই কোণঠাসা প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। উল্লেখ্য, ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু সম্প্রতি জানিয়েছিলেন, তিনি ৫০ জন পণবঃিদকে ফেরানোর জন্য আলোচনার নির্দেশ জারি করেছেন। তবে, এরই মাঝেই গাজায় নতুন করে হামলা শুরু হয়েছে। নেতানিয়াহুর এই আচরণে বিক্ষোভকারীদের ধারণা তিনি শান্তি চুক্তিতে আদৌ আগ্রহী নন। বরং পণবঃিদদের বলি দিতেই চাইছেন তিনি। আর এখান থেকেই বিক্ষোভের সূত্রপাত। মনে করা হচ্ছে, হামাসের কাছে জীবিত পণবন্দির সংখ্যা প্রায় ২০। এই পরিস্থিতিতে ক্রমেই বাড়ছে বিক্ষোভের ঝাঁজ। তেল আভিভের উত্তরে ইয়াকুম জংশনের কাছে কোস্টাল হাইওয়েতে রাস্তার মাঝ বরাবর আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে প্রতিবাদীরা। পণবন্দিদের একজন মাতান জাঙ্গাউকারের মা আইনাভ জাঙ্গাউকারের দাবি, কোনও নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়াই লড়াই চালাচ্ছে ইজরায়েল। ৬৯০ দিন পেরিয়ে গেলেও যার নিস্পত্তি হয়নি। তাঁর অভিযোগ, ক্ষমতায় টিকে থাকতে আমজনতাকে বলি দিচ্ছেন নেতানিয়াহু। ২০২৩ সাল থেকে ইজরায়েল ও হামাসের নয়া সংঘাতের সূচনা। এরপর থেকে অন্তত ৬০ হাজার প্যালেস্তিনীয়র মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি।

এইচপি ঘোষ হসপিটালে মিরাকল- অসম্ভবকে সম্ভব করে সুস্থ হল নবজাতক

সল্ট লেক, কলকাতা, ২৭ আগস্টঃ এইচপি ঘোষ হাসপাতাল, সল্টলেক, গর্বের সাথে জানাচ্ছে যে তাদের অত্যাধুনিক নিওনেটাল ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিট থেকে একটি অতি সংকটজনক অপরিণত শিশুর সফল ডিসচার্জ হয়েছে। ১০৫ দিন ধরে জীবনের সাথে লড়াই করে শিশুটি সমস্ত প্রতিকূলতাকে জয় করেছে। এই অসাধারণ ঘটনাটি স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে হাসপাতালের উন্নত চিকিৎসা সক্ষমতার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ৮ই এপ্রিল, প্রিয়া সোনির যমজ সন্তানের মধ্যে একটি (যমজ ১) মাত্র ২৪ সপ্তাহ ১ দিন গর্ভধারণের পর PPROM (preterm premature rupture of membranes)-এর কারণে জন্মগ্রহণ করে। জন্মকালে তার ওজন ছিল মাত্র ৫০৫ গ্রাম, যা তার জীবনকে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয় এবং তার জরুরি এবং বিশেষ চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।শিশুটিকে তার প্রথম দিনগুলোয় একটি বিশেষ ডাবল-ওয়াল ইনকিউবেটরে রাখা হয়েছিল, যা এই সময়ে একটি স্থিতিশীল পরিবেশ বজায় রাখার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১০৫ দিন ধরে লেভেল ৩ NICU-তে থাকার সময়, ঝুঁকিপূর্ণ জটিলতাগুলির মুখোমুখি হওয়ার কারণে এই ছোট্ট শিশুটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত ছিল। আমাদের নিওনাটোলজিস্ট, কার্ডিওলজিস্ট, রেডিওলজিস্ট এবং পেডিয়াট্রিশিয়ানদের সমন্বয়ে গঠিত১৯,৩৮, ২৭।০৮।২০২৫ বিশেষ মাল্টিডিসিপ্লিনারি টিমের ১০৫ দিনের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় শিশুটি এখন সম্পূর্ণ সুস্থ আছে।এইচপি ঘোষ হাসপাতাল জানিয়েছে, শিশুটির এই অভূতপূর্ব সুস্থতা চিকিৎসার সাফল্য তো বটেই, তবে তার চেয়েও এটি সমস্ত পরিবারের জন্য আশার বার্তা এনে দেয়। এটিই প্রমাণ করে সর্বোচ্চ মানের সেবা প্রদানে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। মেডিক্যাল টিম এবং সোনি এবং তার পরিবারের অদম্য সহনশীলতার জন্য আমরা গর্বিত।

Name Change

I, Tuhin Kumar Panja S/O- Tripurari Panja residing at Vill + P.O.-Barabelun, P.S.-Bhatar, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713125, shall henceforth be known as 'TUHIN PANJA' vide an afidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 27/08/2025. That Tuhin Kumar Panja and Tuhin Panja both are same and identical person.

Name Change

I, Badsa Alam SK @ Badsha Alam SK S/O- Nur Alam SK residing at Keshabpur Paschim Para, Keshabpur P.S.- Khandaghosh, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713424, shall henceforth be known as 'SK BADSA ALAM' vide an affidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 19/08/2025. That Badsa Alam SK, Badsha Alam SK and SK Badsa Alam all are same and identical person.

Name Change

I, SK Imran @ Sekh Imran @ Imran Sekh S/O- Majeda Sekh SK residing at Para Darur Purba, Para Gram Panchayat,Nimo-2,Dandur,Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, shall henceforth be known as 'SAKHE IMRAN' vide an afiidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 27/08/2025. That SK Imran @ Sekh Imran @ Imran Sekh And Sakhe Imran all are same and identical person.

Name Change

I, Rehena Begam SK @ Rehena Begam Sekh D/O- Abdul Majid Mallik residing at Muslim Para, Sultanpur, P.O.+P.S.- Memari, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713146, shall henceforth be known as 'REHENA BEGAM' vide an afiidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 27/08/2025. That Rehena Begam SK, Rehena Begam Sekh And Rehena Begam all are same and identical person.

Name Change

I,Manjulika Bhattracharyya W/O Sukdeo Bhattacharyya, resident of Renaissance Township, Inner Ring Road Avenue/I/2C, Goda (P), P.S. Burdwan, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, shall henceforth be known as 'MANJULIKA BHATTACHARYYA' vide an afidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 27/08/2025. That Manjulika Bhattracharyya and Manjulika Bhattacharyya both are same and one identical person.

Name Change

I , Sudeshna Garai W/O Kanchan Kanti Garai, resident of Itbhata Road, Chotonilpur, P.O. Sripally, P.S. Burdwan, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, shall henceforth be known as 'SUDESHNA GORAI' vide an afidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 27/08/2025. That Sudeshna Garai and Sudeshna Gorai both are same and one identical person.

Name Change

I , Shuvra Rani Basu W/O Manoj Dutta, resident of Bardham Residency-2, 196 Kachari Road, P.O. & P.S. Burdwan, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713101, shall henceforth be known as 'SHUBHRA DUTTA' vide an afidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 27/08/2025. That Shuvra Rani Basu and Shubhra Dutta both are same and one identical person.

Name Change

I, SK Anowar Hossain S/O- Sekh Abdul Gani, Residing at Vill- Chotomuria, P.O- Khano, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713141, shall henceforth be known as SEKH ANOWAR HOSSAIN vide an afiidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 27/08/2025. That SK Anowar Hossain and Sekh Anowar Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Rajinder Gupta son of Late Ramlakhan Shaw, residing at 8/1, Gowaltuli Lane, Dharmatala, Kolkata – 700013, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Rajendra Gupta as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit No. 12/2025 dated 27/08/2025. Rajinder Gupta and Rajendra Gupta both are same and one identical person.

Name Change

I,Muktar Hossain (Old Name) S/O–Sayed Aliresident of Vill- Bagichapara,Po-Bahadurpur, Ps-Bhagwangola,Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742135 do hereby declared that I have changed my name from Muktar Hossain to Md Muktar Hossain and hence forth I shall be known asMd Muktar Hossain (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamporecourt on 26/08/2025. My Md Muktar Hossain & Muktar Hossain both are same and one identical person.

Name Change

I, Sajida Khatun Bibi (Old Name)W/O–Md-Habibur Rahaman resident of Vill-Narayanpur,Po-Amdahara, Ps-Ranitala, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742133 do hereby declared that I have changed my name from Sajida Khatun-Bibito Sajida Khatun and hence forth I shall be known as Sajida Khatun (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamporecourt on 26/08/2025. My name Sajida Khatun & Sajida Khatun Bibi both are same and one identical person.

Name Change

I, Nowsad Ali (Old Name) S/O– Alimuddin Mandal resident of Vill-Bhatsala, Po-Basantapur, Ps-Domkal, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742406 do hereby decrared that I have changed my name from Nowsad Ali to Nawsad Ali Mandal and hencefort I shall be known as Nawsad Ali Mandal (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamporecourt on 26/08/2025. My name Nawsad Ali Mandal & Nowsad Ali both are same and one identical person.

Name Change

I , Sukdeo Bhattacharyya S/O Anukul Chandra Bhattacharyya, resident of Baglow 2C, Inner Ring Road Avenue-I, Renaissance Township, Goda, P.O. Lakurdi, P.S. Burdwan, Dist. Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713103, shall henceforth be known as 'SUKDEO BHATTACHARYYA' vide an afiidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 27/08/2025. That Sukdeo Bhattacharyya and Sukdeo Bhattacharyya both are same and one identical person.

Name Change

I, Ekramul Haque S/O- Sekh Anowar Hossain @ SK Anowar Hossain residing at Vill- Chotomouria, P.O.- Khano, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713141, shall henceforth be known as 'SK EKRAMUL HAQUE' vide an afiidavit before the Notary Public at Purba Bardhaman on 27/08/2025. That Ekramul Haque and SK Ekramul Haque both are same and one identical person.

Name Change

I, Md Sahidul Islam (Old Name)S/O–Harun Rasid Mandal resident of Kumarpur-Purbapara, Natial, Jalangi, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742308 do hereby declared that I have changed my name from Md Sahidul Islam to Sahidul Islam and hence forth I shall be known as Sahidul Islam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamporecourt on 27/08/2025.My name Sahidul Islam & Md Sahidul Islam both are same and one identical person.

Name Change

I, Smt Rakhi Barman (Old Name) W/O–Bishwajit Barman resident of Nandighat, Ranaghat, Ranaghat, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741255 do hereby declared that I have changed my name from Smt Rakhi Barman to Rakhi Barman Biswas and henceforth I shall be known as Rakhi Barman Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamporecourt on 27/08/2025. My name Rakhi Barman Biswas & Smt Rakhi Barman both are same and one identical person.

Name Change

I,Papiya Mondal Biswas (Old Name) W/O–Amitabha Biswas resident of Vill-Dhawapara, Po-Dhawapara, Ps-Palashipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741155 do hereby declared that I have changed my name from Papiya Mondal Biswasto Papia-Mandal Biswas and hence forth I shall be known as Papia Mandal Biswas (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamporecourt on 26/08/2025. My name Papia-Mandal Biswas & Papiya Mondal Biswas both are same and one identical person.

Name Change

, Id Mohammad Sk (Old Name) S/O–Dadai Seikh resident of Vill- Bidupara , Po-Sompara, Ps-Beldanga, Dist-Murshidabad, West Bengal, Pin-742163do hereby declared that I have changed my name from Id Mohammad Sk to Idmahammad Seikh and henceforth I shall be known as Idmahammad Seikh (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhamporecourt on 26/08/2025. My name Idmahammad Seikh & Id Mohammad Sk both are same and one identical person.

Name Change

I, Mst Hameda Begam (Old Name) W/O–Md Samsuddin resident of Vill & Po-Rameswarpur, Ps-Beldanga , Dist-Murshidabad , West Bengal, Pin-742134 do hereby declared that I have changed my name from Mst Hameda Begam to Hamida Begam and henceforth I shall be known as Hamida Begam (new name) in all purpose, vide an affidavit sworn before the notary public Berhampore court on 27/08/2025. My name Hamida Begam & Mst Hameda Begam both are same and one identical person.

Name Change

I , SAIFUL ISLAM AND MD SAIFUL ISLAM (OLD NAME) ,S/O LATE GOLAM BARI , RESIDING AT KADPUR,ASHOKENAGAR ,N.24Pgs. - 743221 ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SAIFUL ISLAM MONDAL (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 26/08/2025 SAIFUL ISLAM MONDAL (NEW NAME) AND, SAIFUL ISLAM AND MD SAIFUL ISLAM(OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I ,ABDUL RAZZAQUE MONDAL (OLD NAME) ,S/O LATE FULBAKS MONDAL , RESIDING AT VILL - HAT SIURI, P. O - HAPANIA, P. S - PURBASTHLI, PURBA BARDHAMAN,PIN - 713512 ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ABDUR RAJJAK MONDAL (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 26/08/2025 ABDUR RAJJAK MONDAL (NEW NAME) AND,ABDUL RAZZAQUE MONDAL (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, MD ROWSAN ALI MEER (Old Name) S/O LOKEMAN MIR Residing at Vill-Singherati, P.O.-Gobila, P.S.-Deganga, District - North 24 Parganas, Pin - 743424 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as ROWSON MEER (New Name) as declared before the Ld. Executive Magistrate 1st Class at Barasat, North 24 Parganas vide affidavit No 7699, Dated 15-07-2025. MD ROWSAN ALI MEER (Old Name) and ROWSON MEER (New Name) both are same and identical person.

Name Change

I, HIREN AVLANI and HIREN N AVLANI (Old Name) S/O NARENDRA AVLANI Residing at 33, Armenian Street, Burrabazar, P.O.-Kolkata G.P.O., District - KOLKATA, Pin - 700001 West Bengal, India have changed my name and shall henceforth be known as HIREN NARENDRA AVLANI (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata vide affidavit dated 27-08-2025. HIREN AVLANI and HIREN N AVLANI (Old Name) and HIREN NARENDRA AVLANI (New Name) both are same and identical person.

নামপরিবর্তন

আমি Sanjay Kumar Makhal পিতা Arjun chandra Makhal গ্রাম-লস্করপুর, পোঃ-চাঁপাডাঙ্গা থানা-তারকেশ্বর, জেলা-হুগলী প ঃবঃ পিন নং - ৭১২৪০১ কিছু নথিতে ভুলবশত Sanjay Makhal পিতা A. Makhal নাম উল্লেখ আছে। গত তারিখে ২৬ /০৮ /২০২৫ (SL.NO- 12072) এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটে আরামবাগ কোর্টের হুগলী জেলা এফিডেভিট দ্বারা Sanjay Kumar Makhal পিতা Arjun Chandra Makhal হলাম। এখন থেকে Sanjay Kumar Makhal এবং Arjun Chandra Makhal এবং sanjay Makhal পিতা A. Makhal উভয়েই একই ব্যক্তি।

Name Change

I ,UMME FATEMA BIBI DEOYAN (OLD NAME) , W/O SURAT ALI DEWAN , RESIDING AT VILL - HAT SIURI, P. O - HAPANIA, P. S - PURBASTHLI, PURBA BARDHAMAN,PIN - 713512 ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS UMME FATEMA BIBI (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 22/08/2025 UMME FATEMA BIBI(NEW NAME) AND, UMME FATEMA BIBI DEOYAN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I ,SURAT ALI DEOYAN (OLD NAME) ,S/O LATE LLAHIBOX DEWAN , RESIDING AT VILL - HAT SIURI, P. O - HAPANIA, P. S - PURBASTHLI, PURBA BARDHAMAN,PIN - 713512 ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SURAT ALI DEWAN (NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 26/08/2025 SURAT ALI DEWAN (NEW NAME) AND,SURAT ALI DEOYAN (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I ,FARSINA BIBI (OLD NAME) ,W/O ABDUR RAJJAK MONDAL , RESIDING AT VILL - HAT SIURI, P. O - HAPANIA, P. S - PURBASTHLI, PURBA BARDHAMAN,PIN - 713512 ,INDIA, HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS FARSINA BIBI MONDAL(NEW NAME),AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA, DATED 26/08/2025 FARSINA BIBI MONDAL(NEW NAME) AND,FARSINA BIBI (OLD NAME) BOTH ARE SAME AND IDENTICAL PERSON

Name Change

I, Golam Nabi S/o Abdul Gani Mandal aged 48 years residing at Vill-Char Shyampur, P.O. Gokulpur Gobindapur, P.S. Domkal, Dist. Murshidabad, Pin-742304 West Bengal, Indian do hereby solemnly affirm and declare my actual name Golam Nabi instead of Gulam Nobi and my father's actual name Abdul Gani Mandal instead of Abdul Goni Mondal, which is wrongly recorded in the order copy issued by West Bengal University of Animal & Fishery Sciences vide an affidavit sworn before the Ld. S.D.E.M(s) 1st Class at Berhampore, Murshidabad on dated 20/08/2025. Gulam Nobi S/o Abdul Goni Mondal and Golam Nabi S/o Abdul Gani Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Ram Babu Goel (Old Name), S/o Onkarmal Goel residing at 48-7, Jessore Road, Tulsi dham, Bangur Avenue, Kolkata – 700055, W.B have changed my name and henceforth shall be known as Rambaboo Goel (New Name) as declare before 1st Class Magistrate at Kolkata vide affidavit 19642 on 27th Aug 2025. Henceforth Ram Babu Goel (Old Name) and Rambaboo Goel (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shanti Sarkar (Old Name), F/o Sanjay Sarkar, residing at Purba Daukimari, P.S. Dhupguri, Dist. Jalpaiguri, Shall henceforth be known as Shantiranjan Sarkar (New Name) as declared before Ld. Executive Magistrate at Jalpaiguri, West Bengal vide Affidavit SL. No. 17417, Dated 25/08/2025 Shanti Sarkar (Old Name) and Shantiranjan Sarkar (New Name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি সামসের আলম, পিতা রওশন আলম, সাং ও পোস্ট-সাওতা, থানা- নানুর, জেলা-বীরভূম, আমার মেয়ের জন্ম সার্টিফিকেটে তার নাম ভুলবশত সুহানা বেগম, পিতা-সামসের আলম, মাতা- আয়েশা বিবি রয়েছে, বোলপুর ফার্স্ট ক্লাস জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট এ ২৬.০২.২০২৫ তারিখে ৫০৪৫ নম্বর এফিডেভিট বলে সামিরা খাতুন, পিতা-সামসের আলম, মাতা- আয়েশা খাতুন হয়েছে। সামিরা খাতুন ও সুহানা বেগম, আয়েশা খাতুন ও আয়েশা বিবি এক ও অভিন্ন ব্যক্তি পরিচিত হইল।

নাম-পদবী পরিবর্তন

আমি সালমা কুমারি মালিক স্বামীর নাম মারুফ হোসেন মল্লিক, গ্রামপোষ্ট বনহরিশপুর থানা পাঁচলা জেলা হাওড়া পিন ৭১১৩২২ পশ্চিমবঙ্গ নোটারি পাবলিক ফার্স্টক্লাস জুডিশিয়াল মেজিস্ট্রেট হাওড়া এর Affidavit দ্বারা মালিক সালমা কুমারি মোজাম্মেল নামে পরিচিত হলাম Affidavit নং ৬৬৭৮ Date ২২ / ৮/ ২০২৫ সালমা কুমারি মালিক ও মালিক সালমা কুমারি মোজাম্মেল একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Fajila Bibi (Old Name) W/o Sk Nebiyar Rahaman Residing at Purba Jaykrishnapur, District- Hooghly, Pin - 712407, India have Changed my name and shall henceforth be known as Khatun Fajila (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 64/2025 Dated 27-08-2025. Fajila Bibi (Old Name) and Khatun Fajila (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Suraya Khatun (Old Name) D/o Abdul Kader Gaji W/o Sk Sharuque Uddin Residing at Paira Urah, Dewanbheri, Singur, Payraura, District- Hooghly, Pin - 712409, India have Changed my name and shall henceforth be known as Suraiya Khatun (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit no 65/2025 Dated 27-08-2025. Suraya Khatun (Old Name) and Suraiya Khatun (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Shibsagar Mahato S/o Rambilas Mahato Residing at D-Type Battala Basti, P.o - City Centre, P.s - Aurobindo, District - Paschim Bardhaman, Pin - 713216, West Bengal India shall henceforth be known as Sagar Mahato. I declare that Shibsagar Mahato and Sagar Mahato is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-08-2025.

Name Change

I, Md Rabiul Haque S/o Daud Ali Mandal Residing at Vill - Korapara, P.o - Sikrakulingram, P.s - Matia, District - North 24 Parganas, Pin - 743428, West Bengal India shall henceforth be known as Rabiul Haque Mondal. I declare that Md Rabiul Haque and Rabiul Haque Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-08-2025.

Name Change

I, Sirajul Islam S/o Rabiul Haque Mondal Residing at Vill - Korapara, P.o - Sikrakulingram, P.s - Matia, District - North 24 Parganas, Pin - 743428, West Bengal India shall henceforth be known as Sirajul Islam Mondal. I declare that Sirajul Islam and Sirajul Islam Mondal is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 27-08-2025.

নামপরিবর্তন

আমি Kader Mondal পিতা Late Ajijul Rahaman Mondal ঠিকানা Gangnapur, Dubli Paschim, Dubli, District - Nadia, Pin- 741238, West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 27-08-2025 এর Affidavit দ্বারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Ajijul Mondal (পুরাতন নাম) এখন থেকে Ajijul Rahaman Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলেন । আমার মৃত পিতা Ajujul Mondal (পুরাতন নাম) ও Ajijul Rahaman Mondal (নতুন নাম) একই ব্যক্তি।

নামপরিবর্তন

আমি Ardhendu Panda পিতা Late Manindranath Panda ঠিকানা 33, 2 No-Gate Para, Harishnagar, Gakulnagar, P.o - Bishalgarh, Sepahijala, Pin- 799102, Tripura India Ld. Judicial Magistrate (1st Class) at Alipore Dated 25-08-2025 এর Affidavit no 19227 দ্বারা যে আমার মৃত পিতা যিনি আগে পরিচিত ছিলেন নাম Manindra Panda এখন থেকে Manindranath Panda নামে পরিচিত হলেন । আমার মৃত পিতা Manindra Panda ও Manindranath Panda একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Poonam Sureka alias Punam Sureka W/o Nikhil Saraf Residing at 92/1 B Rukmani Parasmani, P.o - Kankurgachi, District - Kolkata, Pin - 700054 West Bengal India shall henceforth be known as Punam Saraf. I declare that Poonam Sureka, Punam Sureka and Punam Saraf is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 04-08-2025.

Name Change

I, Sahida Bibi (Old Name) W/o Mujib Baidya Residing at Vill - Mallickpur (CT), P.o - Mallickpur, P.s - Baruipur, District - South 24 Parganas, Pin - 700145, West Bengal, India have Changed my name and shall henceforth be Known as Sahida Baidya (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 25-08-2025. Sahida Bibi (Old Name) and Sahida Baidya (New Name) both are same and one identical person.

পুজোয় চাহিদার তুঙ্গে কাঠ, মাটি বা কাপড়ের গয়না

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ আগস্ট ঃ দুর্গাপুজো মানেই নতুন জামা জুতোর গন্ধ, সেই সঙ্গে গয়না! এ'বছর পুজোয় ট্রেন্ডিং হ্যান্ডমেড

গয়না। পুজো মানে জাঁকজমক উৎসবের মেজাজ। পুজো মানেই নতুন সাজ-পোশাকের মোড়কে নিজেকে নতুন সাজে মেলে ধরার উৎসব। দুর্গাপুজো মানে আট থেকে আশির খুশির জোয়ার। মণ্ডপে মণ্ডপে তোড়জোড় শুরু। কেনাকাটা থেকে শরীর চর্চায় ব্যস্ত মানুষ। শুরু হয়েছে হাতে তৈরি গয়না বানানো। পুজোর প্রায় দেড় - দু'মাস আগে থেকেই বাজারে ভিড় জমাতে শুরু করেছে মানুষ। অফলাইন ও অনলাইনে কেনাকাটার হিড়িক লেগেছে। মাটি, কাঠ, কাপড়- সহ নানা জিনিস দিয়ে বানানো হচ্ছে গয়না। সোনা-রুপোর গয়নায় হাত ঠেকানো দায়! চাহিদার তুঙ্গে হ্যান্ডমেড গয়না। দাম কম, কাজেই চাহিদার তুঙ্গে এই গয়না। মাটি, কাঠ, কাপড় ও রং দিয়ে বানানো হচ্ছে বিভিন্ন গয়না। গোটা বছরই বাজারে আসে নতুন সব ডিজাইন। দাম ১৫-২০ টাকা থেকে শুরু। পুজোর আগে চাহিদার দুর্গা ঠাকুরের বিভিন্ন প্রতীকি মূর্তি, ত্রিশূল এবং পুজোর নানা উপকরণের নকশার গয়না। অন্যদিকে, সামনেই বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব দুর্গাপুজো। আর দুর্গাপুজোর আগে দিনরাত এক করে মুর্শিদাবাদের খড়গ্রামে দশ জন মহিলা তৈরি করছেন বিভিন্ন রকমের অলঙ্কার। আর সেই অলঙ্কার তৈরি করার পর রপ্তানি হচ্ছে বর্ধমান থেকে বীরভূম সর্বত্রই। অলঙ্কার বানিয়ে বেশ ভালই আর্থিক উপার্জন করছেন তাঁরা। ১০০ টাকা থেকে ২৫০ টাকা পর্যন্ত রোজগার করছেন মহিলারা। পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য সরকার পুরুষদের পাশাপাশি মহিলাদেরও স্বনির্ভর করতে বিশেষভাবে উদ্যোগী। মহিলাদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি সরকারি নানা কর্মকাণ্ডে তাদের শামিল করা, গ্রামাঞ্চলে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের দিয়ে হাতে বানানো জিনিস তৈরিতে উদ্যোগী হয়েছেন সরকার। সরকারি বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে যেমন স্কুলের পোশাক বা গ্রামীণ সম্পদ কর্মীদের পোশাক তৈরির দায়িত্ব সরকার স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে দিয়েছেন। মহিলাদের বিভিন্ন কাজে সামিল করে তাদের আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলার চেষ্টা হচ্ছে। প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলের মহিলাদের স্বনির্ভর করার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সরকারি উদ্যোগে ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে একাধিক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা জানান, দশ জন মহিলাকে নিয়ে একটি দল তৈরি করা হয়েছে। আমরা যে অলঙ্কার তৈরি করি তা বর্তমান প্রজন্মের মেয়েদের চাহিদা অনুযায়ী। গয়নার নতুন ধরনের নকশা খোঁজায় আমরা জোর দেব। পাশাপাশি সামনের দুর্গাপুজোতে বিভিন্ন রকমের অলঙ্কার তৈরি করা চলছে জোরকদমে। ফলে আর্থিক লাভবান হচ্ছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও। দুর্গাপুজো আসতেই অধিক লাভের আশায় এখন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

জাতীয় সড়কে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু বাবা ও ছেলের, আহত একাধিক

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৭ আগস্ট ঃ মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার অন্তর্গত বল্লালপুর এলাকায় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর এক ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল বাবা এবং ছেলের। এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বিদ্যুৎ দপ্তরের ৬ জন কর্মী। আহতদেরকে চিকিৎসার জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃত ব্যক্তির নাম আবু তাহের শেখ (৫০) এবং তার ছেলের সুমন শেখ (২৪)। দু'জনেরই বাড়ি ফরাক্কা থানার দামোদরপুর এলাকায়। ব্যক্তিগত কোনও একটি কাজ সেরে বাড়ি ফেরার মুখে তারা দুর্ঘটনার কবলে পড়েন বলে পুলিশ সূত্রে জানা গেছে। ইতিমধ্যেই পুলিশ তাদের দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সন্ধ্যে নাগাদ আবু তাহের শেখ তার ছেলে সুমন শেখকে নিয়ে মোটরসাইকেল করে বাড়ির দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ফরাক্কার দিক থেকে জঙ্গিপুরের দিকে যাওয়ার সময় একটি ডাম্পার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সজোরে বাইকটিকে ধাক্কা মারে। এর ফলে বাবা এবং ছেলে দু'জনেই জাতীয় সড়কের উপর ছিটকে পড়েন। এরপরই ডাম্পারটি গতি বাড়িয়ে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যাওয়ার সময় বিদ্যুৎ দপ্তরের কিছু কর্মীকে নিয়ে যাওয়া একটি মোটর চালিত ভ্যান গাড়িতে ধাক্কা মারে। ঘটনার কয়েকজন প্রত্যক্ষদর্শী জানান, স্থানীয় একটি গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগে কিছু সমস্যা হওয়ায় বিদ্যুৎ দপ্তরের ৬ জন চুক্তিভিত্তিক কর্মী একটি মোটর চালিত ভ্যানে করে ওই গ্রামে গিয়েছিলেন মেরামতির কাজ করার জন্য। সূত্রের খবর তারা যখন ফিরে যাচ্ছিলেন সেই সময় ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর বল্লালপুর মোড়ে ঠিক কাছেই মোটরসাইকেলটিকে ধাক্কা মারার পর ডাম্পারটি ওই মোটরচালিত ভ্যানটিকে সজোরে গিয়ে ধাক্কা মারে। ফরাক্কা থানার পুলিশ ঘাতক ডাম্পারটিকে ধরার চেষ্টা করছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা আরও বলেন, ডাম্পারের ধাক্কায় মোটরচালিত ভ্যানে থাকা বিদ্যুৎ দপ্তরের কর্মীরা সকলেই জাতীয় সড়কের এদিক - ওদিক ছিটকে পড়েন। স্থানীয় বাসিন্দারাই মোটরসাইকেলের দুই আরোহী এবং মোটর চালিত ভ্যানের আরোহীদেরকে ফরাক্কার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই বাবা এবং ছেলেকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। অন্যদিকে, বিদ্যুৎ দপ্তরের ৬ জন কর্মীর মধ্যে তিন জনের আঘাত অত্যন্ত গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে জঙ্গিপুর সুপার মহকুমা হাসপাতালে রেফার করে দেন ওই বেসরকারি হাসপাতালে ডাক্তাররা এই দুর্ঘটনার উপর ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের উপর একটি লেন দিয়ে দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। পরে ফরাক্কা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাচ্ছে যে, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি গ্রহণকারী ১- শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ পাল, পিতা-মৃত বনমালী পাল, ঠিকানা-গ্রামসংখ্যা ৭২৪৪, বিধান নগর, চুয়াপুর, ডাকঘর-বরমপুর, থানা-বরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, গত ২০১৩ ইংরেজি সনে কল্যাণী এ.ডি.এস.আর. অফিসে IV-১৪৩ নম্বরের অধীনে রেজিস্ট্রিকৃত একটি পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (আমোক্তারনামা) দলিলের মাধ্যমে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক প্রদত্ত কর্তৃত্ব (Power of Attorney) প্রাপ্ত হন-১. শ্রীমতি দীপ্তি প্রকাশ পাল, পিতা-মৃত বনমালী পাল, ঠিকানা-বি ২৩৪৯, কল্যাণী ২. শ্রী গুণেন্দ্রপ্রসাদ পাল, পিতা-মৃত বনমালী পাল, ঠিকানা-বি ২৩১১, কল্যাণী (উভয়ের ডাকঘর ও থানা-কল্যাণী, জেলা-নদিয়া) ৩. শ্রী পূর্ণেন্দু পাল, পিতা-মৃত বনমালী পাল, ঠিকানা-উত্তর রবীন্দ্রপল্লী, ডাকঘর - লোনা চন্দনপুকুর, থানা-ব্যারাকপুর ৪. শ্রী রামকৃষ্ণ পাল, পিতা-মৃত বনমানী পাল, ঠিকানা-শান্তিশ্রীপল্লী, ডাকঘর ও থানা-নৈহাটি, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা ৫. শ্রী প্রাণকৃষ্ণ পাল, পিতা-মৃত বনমালী পাল, ঠিকানা-বি ১১০০৯, কল্যাণী, ডাকঘর ও থানা-কল্যাণী, জেলা-নদিয়া ৬. শ্রীমতি জ্যোতির্ময়ী পাল, ঠিকানা-কাকটিয়া, ডাকঘর - নোনাকুড়ি বাজার, থানা-তমলুক, জেলা-পূর্ব মেদিনীপুর ৭. শ্রীমতি সুস্মিতা পাল, স্বামী-শ্রী সুব্রত পাল, ঠিকানা-৮ডি.কে. সি.সি. মিত্র স্ট্রিট, ডাকঘর ও থানা-বেলঘড়িয়া, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা।

পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি গ্রহণকারী ২-অনুরূপভাবে, শ্রী ভবানন্দ পাল, পিতা-মৃত বনমালী পাল, ঠিকানা ঃ সাং পোস্ট - জিতপুর থানা -ডোমকল, জেলা - মুর্শিদাবাদ, নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাছ থেকে পৃথক পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (আমোক্তারনামা)-এর মাধ্যমে কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হল-১. ২০১৩ সনে মালদা সদর অফিসে IV-৩৪ নম্বরের অধীনে শ্রীমতি অমরাবতী পাল, স্বামী-বিশ্বনাথ পাল, ঠিকানা-আইহো পালপাড়া, ডাকঘর - আইহো, থানা - হাবিবপুর, জেলা মালদা ২. ২০১৩ সনে বহরমপুর এ.ডি.এস.আর.-২ অফিসে ৩০৫৬ নম্বরের অধীনে শ্রীমতি লক্ষ্মী দাস পাল, স্বামী-ধীরেন চন্দ্র দাস, ঠিকানা - সাং বাধবাগ তাতিয়া পাড়া পোস্ট ও থানা-লালগোলা জেলা - মুর্শিদাবাদ , ৩. ২০২৩ সনে ডোমকল এ.ডি.এস.আর. অফিসে ৪৮৭১ নম্বরের অধীনে শ্রীমতি রাজনন্দিনী পাল, স্বামী-মৃত রামানন্দ, ঠিকানা- সাং ও পো-জিতপুর, থানা-ডোমকল জেলা-মুর্শিদাবাদ।

উক্ত পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি (আমোক্তারনামা) সমূহের ক্ষমতাবলে, শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ পাল ও শ্রী ভবানন্দ পাল বহরমপুর এ.ডি.এস.আর.-২ অফিসে I-৬৪৪০/২০২৪ নম্বরের অধীনে নিম্নলিখিত দুই ব্যক্তির নামে একটি বিক্রয় দলিল রেজিস্ট্রি করেছেন (১) আইনুন নাহার বিউটি বিবি (২) তনুজা বিবি। সম্পত্তির তফসিলবিবরণী-জেলা-মুর্শিদাবাদ, থানা-ডোমকল, মৌজা-গরীবপুর, জে.এল. নম্বর-৫৭, খতিয়ান নম্বর-এল.আর.২৪১১, প্লট নম্বর-এল.আর. ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, মোট জমির পরিমাণ-১৫.৬৯১ শতক। এখন আইনুননাহার বিউটি বিবি ও তনুজা বিবি উক্ত ক্রয়কৃত সম্পত্তিতে তাহাদের নিজ নিজ নাম পত্তন করিতে বি.এল.এল.আর.ও. ডোমকল অফিসে আবেদন করিয়েছেন। যদি কোনও ব্যক্তির উক্ত আমোক্তারনামা বা বিক্রয় দলিল সম্পর্কিত কোনও আইনগত দাবি বা আপত্তি থাকে, তাহলে তিনি এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে পরবর্তী ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে BL LRO DOMKAL, P.O&P.S-Domkal MURSHIDABAD-এর নিকট আপত্তি জানাবেন।

Sd/- Md Safiur Rahaman Biswas
Advocate

ছেলের হাতে বাবা খুন

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব বর্ধমান, ২৭ আগস্ট ঃ ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার পূর্ব বর্ধমান জেলার মন্তেশ্বরের আকবর নগর এলাকায়। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। জানা গেছে, গোলাম মোস্তফা মন্ডল তার বাড়ির মধ্যে শুয়ে ঘুমাচ্ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় ছেলে জাহিদুল মন্ডল ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি আঘাত করে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় গোলাম মোস্তফা মন্ডলের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মন্তেশ্বর থানার পুলিশ। মন্তেশ্বর থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় গোলাম মোস্তফা মন্ডল কে উদ্ধার করে নিয়ে যায় মন্তেশ্বর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক গোলাম মোস্তফা মন্ডল কে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এরপরই মন্তেশ্বর থানার পুলিশ মৃতদেহ মন্তেশ্বর থানায় নিয়ে যায়। ছেলে জাহিদুল মন্ডল কে গ্রেফতার করে মন্তেশ্বর থানার পুলিশ।

অপসারিত হলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৭ আগস্ট ঃ অপসারিত হলেন গৌড়বঙ্গ

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়। মঙ্গলবার রাতে তাকে হঠাৎ করেই আচার্য তথা রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস অপসারণের নির্দেশ পাঠান বলে খবর। যা বুধবার সকালে জানাজানি হতেই শিক্ষা মহলে জোর চাঞ্চল্য তৈরি হয়। সেই সঙ্গে এই রাজ্যপালের এই নির্দেশকে ঘিরে ফের নতুন করে রাজ্য-রাজ্যপালের মধ্যে সংঘাতের আবহ তৈরি হয়। উল্লেখ্য, রাজ্যের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হলেন রাজ্যের রাজ্যপাল। তাই আচার্য হিসেবে মঙ্গলবার রাতে রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস হঠাৎ করেই গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পবিত্র চট্টোপাধ্যায়কে অপসারণের নির্দেশ পাঠান। যদিও অপসারণের কারণ হিসেবে সঠিকভাবে এখনও কিছু জানা যায়নি। তবে সূত্রের খবর অপসারণের পেছনে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার বিষয়টি উঠে এসেছে। জানা গেছে, আচার্য তথা রাজ্যপাল ২৫ আগস্ট গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাবর্তন অনুষ্ঠান করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই নির্দেশ মেনে ২৫ আগস্ট সমাবর্তন অনুষ্ঠান করতে পারেন নি। সেই কারণে কর্তব্যপালনে ব্যর্থতার জন্য গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যকে অপসারিত করা হয়েছে বলে খবর। এই বিষয়ে গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্টার বিশ্বজিত দাসকে ধরা হলে তিনি জানান, উপাচার্যকে অপসারণের নির্দেশ তার কাছে আসেনি। তিনি উপাচার্যের কাছে বিষয়টি জানতে পেরেছেন। জানার পরপরই বিষয়টি তিনি রাজ্যের উচ্চ শিক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। উচ্চ শিক্ষা দপ্তর তাকে অপেক্ষা করতে বলেছেন।

নোটিশ

আমি, অর্পিতা গুপ্তা, দম্পতি দ্বারিকা প্রসাদ আগরওয়াল, ফ্ল্যাট ১১বি, মোনালিসা বিল্ডিং, ১৭, ক্যামাক স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০১৭-এ বসবাসকারী, এতদ্বারা সশ্রদ্ধচিত্তে ঘোষণা করছি যে আমি অর্পিতা গোয়েল এবং অর্পিতা আগরওয়াল নামেও পরিচিত। ১৫.৩.২০২৪ তারিখের হলফনামা অনুসারে, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) এর নোটারি, সি.এম.এম. কোর্টের সামনে শপথ গ্রহণ করেছি, অর্পিতা গুপ্তা, অর্পিতা গোয়েল এবং অর্পিতা আগরওয়াল তিনজনই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

Kharagpur-II Panchayat Samity

Madpur :: Paschim Medinipur
Notice Inviting e-Tender No. WBPMID/KGPII/EO/eNIT18/ 25-26

Separate tenders are invited by the undersigned for the **work of Construction of Dubgohal Sub Centre**. Last date of Submission of Bid(Online): **16.09.2025 up to 6.55 pm**. Date of Opening of Technical Bid(Online): **19.09.2025 at 11.00 a.m.** onwards. For details please visit website **https:// wbtenders.gov.in**

Sd/- Executive Officer
Kharagpur-II Panchayat Samity

Office of the Pradhan KASHIPUR GRAM PANCHAYAT

KASHIPUR PANCHAYAT SAMITY, PURULIA
NOTICE INVITING e-TENDER

Online tenders are invited from bonafied supplier/contractor for **NIeT-WB/KSPGP/NIeT/3/2025-26**, **Dated-27/08/2025** of Kashipur Gram Panchayat for the work of Deep Boring with solar pump at Hariram Ashram. Date of Bid Submission Closing (online) up to **05.09.2025 at 06.00 P.M.** Date of opening of Bid (online): **08.09.2025 at 11.00 A.M**. For other details, visit the website: **https:// wbtenders.gov.in.**

Sd/- Pradhan
Kashipur Gram Panchayat

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জিইএনএল. তারিখ ঃ ১৯.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/১, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **সিনি. ডিইএন/১/ এইচডব্লুএইচ এর অধীনে। এনআইটি নং. ঃ ১২৫_২০২৫- ২৬-জোন; কাজের বিবরণ ঃ** এইএন / এলএলএইচ-এর অধীনে জোন নং-৪১ (ব্রীজ জোন), পি.ই. ৩০.০৬.২০২৬ [অধিক্ষেত্র ঃ এইএন/ এলএলএইচ-এর আওতাধীনে মেন লাইনে (ব্যান্ডেল ব্যতীত) কিমি ৪.০০ থেকে কিমি ৩৮.০০ পর্যন্ত সকল ব্রীজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ, এইচবিসি এবং বেলুড়মঠ লাইনে কিমি ৪.০০ থেকে ১০ পর্যন্ত এবং তারকেশ্বর ব্রাঞ্চ লাইনে (শেওড়াফুলি থেকে গোঘাট) কিমি ০ থেকে ৬৯.০ পর্যন্ত, এসএইচই-ভিএসইউ ব্রাঞ্চ লাইনে কিমি ৯৪.০ থেকে ১১৭.০ পর্যন্ত (ময়নাপুর থেকে বিষ্ণুপুর অবধি), এফওবি, আরইউবি এবং আরওবি ইত্যাদি সহ বিভিন্ন ব্রীজের মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজ; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৫১,০০,০০০.০০ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ১,০২,০০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ০৪.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আই আরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডার দাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ প্রদান** ই-টেন্ডারিং এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ [ইএমডি] এবং টেন্ডার নথির মূল্য [টিডিসি] কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গৃহীত হবে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(HWH-262/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

RDB RASAYANS LIMITED

CIN: L36999WB1995PLC074860
Regd. Office: Bikaner Building, 8/1,Lal Bazar Street 3rd Floor, Room No-09, Kolkata-700001,
Ph No (033) 4450 0500, Fax: 033-22420588
Email id - info@rdbindia.com; **website** - www.rdbgroup.in

বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, মেসার্স আরডিবি রসায়ন লিমিটেডের সদস্যদের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) **১৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, মঙ্গলবার দুপুর ১২.৩০** (আইএসটি) ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) / অন্যান্য অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যম (ওএভিএম) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যাতে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত ব্যবসায়িক লেনদেন করা যায়। কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় কর্তৃক ২৮ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখের জারি করা সাধারণ সার্কুলার, যা ৮ এপ্রিল, ২০২০, ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ৫ মে, ২০২০, ১৩ জানুয়ারী, ২০২১, ১৪ ডিসেম্বর, ২০২১ এবং ৫ মে, ২০২২ (সম্মিলিতভাবে '**এমসিএ সার্কুলার**' নামে পরিচিত) এবং ১২ মে, ২০২০, ১৫ জানুয়ারী, ২০২১ এবং ১৩ মে, ২০২২ তারিখের সার্কুলার, যা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা হয়েছে (সম্মিলিতভাবে SEBI সার্কুলার নামে পরিচিত) অনুসারে, কোম্পানি ২০২৪-২৫ অর্থবছরের জন্য কোম্পানির ৩০তম বার্ষিক প্রতিবেদন, যার মধ্যে ২৫ আগস্ট, ২০২৫ তারিখের ৩০তম বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ রয়েছে, কেবলমাত্র ইলেকট্রনিক মাধ্যমে সেইসব সদস্যদের কাছে পাঠিয়েছে যাদের ইমেল ঠিকানা কোম্পানি / রেজিস্ট্রার এবং ট্রান্সফার এজেন্ট ('RTA') এর সাথে নিবন্ধিত। এজিএমের বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদন কোম্পানির ওয়েবসাইট http://www.rdbgroup.in-এও পাওয়া যাবে।

কোম্পানির আইনের ধারা ১০৮, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪, ইনস্টিটিউটস অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া কর্তৃক জারি করা সাধারণ সভা (এসএস-২) এর নিয়ম ২০ এবং SEBI তালিকাভুক্তি বিধিমালার ৪৪ নং নিয়ম অনুসারে, সদস্যদের ইলেকট্রনিক ভোটিং সিস্টেম (রিমোট ই-ভোটিং) ব্যবহার করে বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত সমস্ত সিদ্ধান্তে তাদের ভোট দেওয়ার সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রিমোট ই-ভোটিং, VC/OVAM এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণ এবং বার্ষিক সাধারণ সভার ভোটদানের সুবিধা প্রদানের জন্য কোম্পানি NSDL-এর পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। সদস্যদের ভোটাধিকার **মঙ্গলবার, ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে** কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে তাদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে (কাট-অফ ডেট)।

ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে, ফিজিক্যাল মোডে এবং যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের জন্য বার্ষিক সাধারণ সভায় দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ভোটদানের পদ্ধতি বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লেখ করা হয়েছে।

রিমোট ই-ভোটিং **১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শনিবার সকাল ৯.০০ টা (IST) তে শুরু হবে** এবং **১৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সোমবার বিকেল ৫.০০ টা (IST) তে শেষ হবে**। এই সময়ের মধ্যে সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এরপর NSDL দ্বারা রিমোট ই- ভোটিং বন্ধ করে দেওয়া হবে। যে সকল সদস্য VC/OAVM সুবিধার মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত থাকবেন এবং রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তগুলিতে তাদের ভোট দেননি এবং অন্যথায় তা করতে বাধাপ্রাপ্ত নন, তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট দেওয়ার যোগ্য হবেন। সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবে ভোট দেওয়ার পরে, সদস্য পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না।

বার্ষিক সাধারণ সভার আগে দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানকারী সদস্যরা ভিসি /ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণ/ অংশগ্রহণ করতে পারবেন তবে পুনরায় ভোটদানের অধিকারী হবেন না।

বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশ প্রেরণের পর এবং কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ **৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে** শেয়ারধারী যে কোনও ব্যক্তি evoting@nsdl.co.in অথবা nichetechpl@nichetechpl.com ঠিকানায় অনুরোধ পাঠিয়ে ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। তবে, যদি সদস্যটি ইতিমধ্যেই ই-ভোটিং এর জন্য এনএসডিএলে নিবন্ধিত থাকেন তবে তিনি ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোটদানের জন্য বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

কোনও প্রশ্নের ক্ষেত্রে, আপনি www.evoting.nsdl.com-এর ডাউনলোড বিভাগে উপলব্ধ সদস্যদের জন্য প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs) এবং সদস্যদের জন্য রিমোট ই- ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন অথবা টোল ফ্রি নম্বরঃ ১৮০০-২২২-৯৯০ এবং ১৮০০ ২২ ৪৪ ৩০-এ কল করতে পারেন অথবা evoting@nsdl.co.in-এ ম্যানেজার শ্রীমতি পল্লবী মাত্রে-কে অনুরোধ পাঠাতে পারেন।

কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ভোটগ্রহণ এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য, অনুশীলনকারী কোম্পানি সচিব (এসিএস নং ২৮৬৭৮), মিসেস মৌসুমী সেনগুপ্তকে যাচাই-বাছাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করেছে।

বোর্ডের আদেশক্রমে,
স্বা/-
শ্রদ্ধা জালান
কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার

স্থান- কলকাতা
তারিখ- ২৬/০৮/২০২৫

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জিইএনএল তারিখ ঃ ২১.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার, ৪, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া - ৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **সিনি. ডিইএন/৪/ এইচডব্লুএইচ -এর অধীনে। ক্রম. নং ১; ই-টেন্ডার নং. ১২৭_২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএনআরপিএইচ-এর আওতাধীনে হাওড়া ডিভিসন-সিটিআর(এস)-১৪.৯৪৩ টিকেএম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে-এনএইচটি-বিডিএজি পিকেআর সাধারণ লুপ লাইন ০-১.০৪৭=১.০৪৭ কিমি, জিএমএএন আপ লুপ ০.০৫০-০.৮৪৪=০.৭৯৪ কিমি; জিএমএএন ডাউন লুপ লাইন ০-০.৮৯৬=০.৮৯৬ কিমি, টিবিবি সাধারণ লুপ লাইন ০.০৪৮-০.৯৮৭=০.৯৩৯ কিমি; এনএইচটি-বিডিএজি আরজেজি কিউআরওয়াই মেন লাইন ০-৬.৫৭১=৬.৫৭১ কিমি, আরজেজি লুপ লাইন নং ৪ ০.০৪২-০.৯৯৭=০.৯৫৫ কিমি, এনএইচটি আপ লুপ লাইন ৪ ০-০.৯৯০=০.৯৯০ কিমি, এনএইচটি আপ লুপ লাইন ৫ ০-০.৮১৭=০.৮১৭ কিমি, এসএনটি-এনএইচটি এসডিএলই ডাউন লুপ ০-০.৯৯৬=০.৯৯৬ কিমি এবং এনএইচটি-বিডিএজি ঃ সিটিআর ডাউন গুডস লুপ ০-০.৯৩৮=০.৯৩৮ কিমি এবং টিএফআর ২৪.৯৯৬ কিমি নিম্নের স্থানগুলিতে - এসএনটি-এনএইচটি ঃ আরইভি ৯৮.০০০-৯৮.০৬৪= ০.০৬৪ কিমি, ৯৮.৩৫০-৯৯.০০০= ০.৬৫০ কিমি, আরপিএইচ-ডিইউএমকে এসএল ১৩৯.০০০-১৫২.০০০=১৩.০০০ কিমি, এনএইচটি-বিডিএজি আপ ১৭০.৩২৯-১৭২.২০০=১.৮৭১ কিমি, ডাউন ১৫৪.৯০০-১৫৬.১৮০=১.২৮০ কিমি, ১৫৬.৯০০-১৫৮.৫০০=১.৬০০ কিমি, ১৭০.৩৪৬-১৭২.২০০=১.৮৫৪ কিমি, এসএনটি-এনএইচটি আরইভি (ওল্ড আপ) ১০১.০০-১০৪.৫০=৩.৫০ কিমি, এনএইচটি-বিডিএজি আপ ১৫০.৫৮৫-১৫১.৭৬২=১.১৭৭ কিমি এবং এসইজে-৩০ সেট।" **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৩১,৬৬,৮০১.৬৫ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,৬৫,৮০০.০০ টাকা; **ক্রম. নং ২; ই-টেন্ডার নং- ১২৮_২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/৪/এইচডব্লুএইচ-এর অধীনে এইএন/বিএইচপি-র আওতাধীনে হাওড়া ডিভিসন-টিএসআর(পি)-১১.০১৩ কিমি নিচের স্থানেঃ- কেএএন-এসএনটি আপ ৭.২৫০-৯.৩০০=২.০৫০ কিমি, ৯.৫০০-১০.৩০০=০.৮০০ কিমি, ১১.৯০০-১৩.৯০০=২.০০০ কিমি, ১৪.১০০-১৮.০৬৫= ৩.৯৬৫ কিমি, ২০.০০০-২০.২০০=০.২০০ কিমি, কেএএন-এসএনটি আপ ৫৭.২৯৫-৫৭.৮৬৯=০.৫৭৪ কিমি, ৫৭.৯৩৬-৫৮.৩৫৯=০.৪২৩ কিমি, ৫৮.৪৯৯-৫৯.৫০০=১.০০১ কিমি। টিআরআর(পি) -৯৭৭ কিমি নিম্নস্থানে ঃ- কেএএন-এসএনটি আপ ১৮.৯৩৩-১৯.৯১০=০.৯৭৭ কিমি, টিএফআর-২৩.২৮৯ কিমি, নিম্নস্থানে ঃ- কেএএন-এসএনটি ডাউন ২৭.০২২-৩৩.৫৯০=৬.৫৬৮ কিমি, ৩৭.৬৩৯-৩৮.১০০= ০.৪৬১ কিমি, ৩৮.৯৬৯-৪২.০০০=৩.০৩১ কিমি, ৪২.২৩১-৪২.৯৪৯= ০.৭১৮কিমি, ৪৩.৯৪৯-৪৫.৯০০=১.৯৫১ কিমি, আপ ৩৩.৬৭২-৩৪.৪০০=০.৭২৮ কিমি, ৪৩.৪৩৭-৪৪.৩৮৪=০.৯৪৭ কিমি, কেএএন-এসএনটি ঃ ডাউন ৪৫.৯০০-৪৮.৫০০=২.৬০০ কিমি, ৫৭.০০০-৫৮.০০০= ১.০০০ কিমি, ৬২.৪০০-৬৩.১০০=০.৭০০ কিমি, ৭০.১০০-৭০.৯৩০=০.৮৩০ কিমি, এসএনটি-এনএইচটি ডাউন ৭০.৯৩০-৭১.১০০= ০.১৭০ কিমি, ৮৭.০১৫-৮৮.০০০= ০.৯৮৫ কিমি, কেএএন-এসএনটি আপ ৪৮.১০০-৪৯.০০০=০.৯০০ কিমি; এসএনটি-এনএইচটি আপ ৭২.০০০-৭৩.৭০০=১.৭০০ কিমি এবং টিটিআর-৭৩ সেট-টিটিআর (এফএস+টিডব্লুএস+ ডব্লুসিএমএসসি)- ১২ তে ১ - ৭০ সেট এবং টিটিআর (এফএস+ টিডব্লু+ ডব্লুসিএমএসসি) - ৮.৫ এ ১- ৩ সেট এবং এসইজে-৪৯ সেট; **আনুমানিক মূল্যঃ** ৩,৩১,৬৬,৭০২.৮৮ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ৩,১৫,৮০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** সকল টেন্ডারের জন্য শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** সকল টেন্ডারের জন্য স্বীকৃতিপত্র পাওয়ার তারিখ থেকে ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১২.০৯.২০২৫ দুপুর ২ টোয়। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। ইএমডি এবং টিডিসি অর্থ পরিশোধ ঃ ই-টেন্ডারিং-এর পরিপ্রেক্ষিতে প্রদেয় বায়না অর্থ (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথির মূল্য (টিডিসি) কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ে পদ্ধতিতে গৃহীত হবে। **দ্রষ্টব্য ঃ** আইআরইপিএস (ই-টেন্ডার পোর্টাল)-এ আহূত টেন্ডারের জন্য প্রদেয় বায়না অর্থ রূপে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিপ্ট (এফডিআর) গৃহীত হবে না। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(HWH-264/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে**
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

মিউটেশন আবেদনকারী রায়তের নামঃ বুলু রায় / বিপ্লব রায়
আমোক্তারনামা দাতাঃ পিনাকি বিশ্বাস
ঠিকানাঃ বোদাপাড়া পোঃ মন্ডলঘাট, কোতয়ালী, জলপাইগুড়ি
গ্রহীতাঃ বুলু রায় / বিপ্লব রায়
আমোক্তারনামা নং ও সনঃ 183 নং বহি 10.01.24 নং বহি
আমোক্তারনামা বলে দলিল নং ও সনঃ 1099/24-30/01/24
নামজারি কেস নংঃ MN/2025/0702/8315/8318
উক্ত আমোক্তারনামা বলে দলিল অনুযায়ী উপরোক্ত মিউটেশন এর বিষয়ে বক্তব্য / আপত্তি থাকলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হবার একমাসের মধ্যে সদর সমষ্টি ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিকের করণে লিখিত আকারে তা পেশ করবেন। অন্যথায় আইন অনুযায়ী আবেদনটি নিস্পত্তি করা হবে। দলিলে বর্ণিত তপশিল সম্পত্তির বিবরণ ও পরিমাণ এবং খতিয়ান সহ ক্রেতা/ গ্রহীতা ও বিক্রেতা / দাতার নাম ও ঠিকানা নিম্নরূপঃ-
মৌজাঃ বাঁশকুন্টিয়া, সিট নং 02 L.R.দাগ-305,307, 308, 309, 310, 319, 341, 342, 945, L.R.খতিয়ান -07, 130, 140, 150, 179, মোট জমি-1.53 একর
(আদেশ নং ১০০০- I.S. /২২/২০২৪ তারিখ ২৭।০২।২০২৪ অনুসারে বিজ্ঞপ্তি, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ভূমি ও ভূমি সংস্কার ও শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন দপ্তর দ্বারা বলবৎকৃত)
বিজ্ঞপ্তি দাতার নামঃ বুলু রায় / বিপ্লব রায়
পিতা/ স্বামীঃ সুরথ রায়/ বুলু রায়
ঠিকানাঃ তাঁতিপাড়া, পোঃ মন্ডলঘাট, কোতয়ালী, জলপাইগুড়ি

পূর্ব রেলওয়ে

নং. ওএএইচ/২/১/জিইএনএল তারিখ ঃ ২২.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার, ২, হাওড়া, পূর্ব রেলওয়ে, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল ধরনের কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতা যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/ এসইবি/এমইএস বা যে কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাতে নথিভুক্ত তাঁদের নিকট থেকে নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নোক্ত ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **সিনি. ডিইএন/২/ এইচডব্লুএইচ এর অধীনে। ক্র.নং. (১); নং. ১২৯_২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীনে এইএন/ডিকেএইঅধীনে এসএসই/পি.ওয়ে/জিআরএই-র শাখায় পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১,৪১,৯৮,১৪৯.৮১ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,২১,০০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১০ (দশ) মাস; **ক্র.নং. (২); নং. ১৪১_২০২৫-২৬; কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিসনে সিনি. ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীনে এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে সিটিআর (এস)-১৫.০৪৩ টিকেএম-ডানকুনি স্টেশন ঃ আপ ২য় লুপ ০.১৪৮-০.৮৭০=০.৭২২ কিমি; ডানকুনি ঃ ডাউন ফ্লাইওভার লাইন ০.১০০-৩.৩৯০=৩.২৯০ কিমি; ডানকুনি ইয়ার্ডঃ ডাউন ২য় লুপ ০.১৫০-০.৯০০= ০.৭৫০ কিমি; আরডি১ ০.০৮৮-১.০৪৯ = ০.৯৬১ কিমিঃ আরডি২ ০-০.৮২৬ = ০.৮২৬ কিমি; আরডি৩ ০-০.৮৮৫=০.৮৮৫ কিমি; আরডি৪ ০-০.৯৯৯=০.৯৯৯ কিমি; আনলোডিং লাইন১ ০-১.২৫৩=১.২৫৩ কিমি; আনলোডিং লাইন ২ ০-১.২৪০=১.২৪০ কিমি; আনলোডিং লাইন ৩ ০-১.০৬৪=১.০৬৪ কিমি; ডিডি লাইন ০-১.১৪৪=১.১৪৪ কিমি। বালি-শক্তিগড় ঃ জৌগ্রাম ডাউন লুপ ৬৪.০৭৯-৬৪.৬১৩=০.৫৩৪ কিমি; চেরাগ্রাম আপ লুপ ৫২.৭৫০-৫৩.৫০৮= ০.৭৫৮ কিমি; ডাউন লুপ ৫২.৮১৪-৫৩.৪৩১=০.৬১৭ কিমি এর্নাকুলাম টাউন অধিক্ষেত্রের অধীনে, ডানকুনি ও চাতরা স্টেশন - ৪.০২২ টিকেএম নিম্নলিখিত স্থানগুলিতে ঃ শক্তিগড়-বর্দ্ধমান জং.ঃ বর্দ্ধমান জং. ডিজেল শেড লাইন ৫ ০-০.২১৮ = ০.২১৮ কিমি; ডিজেল শেড লাইন৬ ০-০.১৬০=০.১৬০ কিমি; ডিজেল শেড লাইন৭ ০-০.২১৮=০.২১৮ কিমি; ডিজেল শেড লাইন৮ ০-০.২৮৯=০.২৮৯ কিমি; জিএইচওআর লাইন ০-০.২৯৯ =০.২৯৯ কিমি; ডি ক্যান্ট. লাইন১ ০-০.১৬৫=০.১৬৫ কিমি; ডি ক্যান্ট. লাইন২ ০-০.১৬৪=০.১৬৪ কিমি; বর্দ্ধমান জং. - খানা জং.ঃ খানা জং. আপ ব্যাক শান্ট লাইন১ ০-০.৩০০=০.৩০০ কিমি; আপ ব্যাক শান্ট লাইন২ ০-০.৫০৪=০.৫০৪ কিমি; আপ ব্যাক শান্ট লাইন৩ ০-০.৫৯২=০.৫৯২ কিমি; আপ ব্যাক শান্ট লাইন৪ ০-০.৩৭০=০.৩৭০ কিমি; আপ ব্যাক শান্ট লাইন৫ ০-০.৪০১=০.৪০১ কিমি; আপ ব্যাক শান্ট লাইন ৬ ০-০.০৯৮=০.০৯৮ কিমি; আপ ব্যাক শান্ট লাইন৭ ০-০.২৪৪=০.২৪৪ কিমি; **আনুমানিক মূল্য ঃ** ২,৬৯,৩১,৮৯২.৫০ টাকা; **বায়না অর্থ ঃ** ২,৮৪,৭০০.০০ টাকা; **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য; **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ১২ (বারো) মাস; **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৫.০৯.২০২৫ তারিখ দুপুর ২ টো। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও, অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **যে ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in**। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাহদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতেহাতে দাখিল করা প্রস্তাব গৃহীত হবে না।

(HWH-259/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে**
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office Of Assistant Returning Officer Election of Sangha Samabay Samity Bishnupur-I

NOTIFICATION

Notification is being published as on 22.08.2025, a draft schedule of Amgachia Srishti Sangha PBSS Limited starting from Nomination as per the judgement of Hon'ble Court judgement dated on 08.08.2025; Order of Secretary, Co-Operative Election Commission vide memo no:479-CEC/IV-01/2025 dated: 11.08.2025 and Order of Returning Officer vide memo no: K-12023/7/2020-DRDC & DMMU/717 dated:22.08.2025 is as follows:

1	Nomination distribution	02.09.2025 & 04.09.2025	Registerd Sangha Office and Bishnupur-I BDO Office	11am to 3 pm	ARO
2	Nomination Submission	08.09.2025 & 09.09.2025	Bishnupur-I BDO Office	11am to 3 pm	ARO
3	Scrutiny	11.09.2025	Bishnupur-I BDO Office	11am to 3 pm	ARO
4	Valid Candidate list	11.09.2025	Registerd Sangha Office, Bishnupur-I BDO Office, Amgachia Panchayat Office, Bishnupur Police Station	After 3 pm	ARO
5	Withdrawal	12.09.2025	Bishnupur-I BDO Office	11am to 3 pm	ARO
6	Publication of final Candidate list	12.09.2025	Registerd Sangha Office, Bishnupur-I BDO Office, Amgachia Panchayat Office, Bishnupur Police Station	After 3 pm	ARO
7	Special General Meeting	25.09.2025	Registerd Sangha Office	12 am	ARO

Assistant Returning Officer,
Amgachia Srishti Sangha PBSS Limited

পূর্ব রেলওয়ে

নং. সিওএম/সিএটিজি/নিউ অ্যালটমেন্ট/ই. টেন্ডার/২০২২, তারিখঃ ২৫.০৮.২০২৫

[illegible]

(HWH-266/2025-26)

ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ **টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে**
আমাদের অনুসরণ করুন @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অসমীয়া উইঙ্গারকে পার্থিব গগৈকে নিতে আগ্রহী মোহনবাগান

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৮ আগস্টঃ সাফল্যের মধ্য দিয়ে গত সিজন শেষ করেছিল মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। সেবার ঐতিহ্যবাহী ডুরান্ড কাপের ফাইনালে পরাজিত হতে হলেও পরবর্তীতে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি। বিশেষ করে ইন্ডিয়ান সুপার লিগে সময়ের সাথে সাথেই অনবদ্য ছন্দে ধরা দিয়েছিল কলকাতা ময়দানের এই প্রধান। শুরুর দিকে লিগ টেবিলের বেশ কিছুটা তলানিতে থাকতে হলেও সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়াতে খুব একটা সমস্যা হয়নি হোসে মোলিনার ছেলেদের। যারফলে খুব সহজেই টুর্নামেন্টের বাকি দলগুলির থেকে অনেকটাই এগিয়ে গিয়েছিল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড। সেজন্য টানা দুইবার শিল্ড জয় করতে খুব একটা অসুবিধা হয়নি মোহনবাগানের। তবে শুধুমাত্র লিগ শিল্ড নয়। এই ধারা বজায় রেখেই লিগ কাপ জয় করেছিল মেরিনার্সরা। সেবার ঘরের মাঠে শক্তিশালী বেঙ্গালুরু এফসির বিপক্ষে সহজে যে জয় আসবে না সেটা ভালো মতোই জানতেন সকলে। সেইমতো গোটা দলকে প্রস্তুত করেছিলেন স্প্যানিশ কোচ। শেষ পর্যন্ত নির্ধারিত নব্বই মিনিটের মধ্যে ম্যাচ শেষ না হলেও অতিরিক্ত সময় বাজিমাত করেছিল মোহনবাগান। সেই নিয়ে যথেষ্ট খুশি ছিল সমর্থকরা। এবং গতবারের সেই অভূতপূর্ব সাফল্যের দরুন এবার এএফসি চ্যাম্পিয়নস লিগ টায়ার টুয়ে খেলার ছাড়পত্র পেয়েছে

ময়দানের এই প্রধান। গতবার আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে খুব একটা সুবিধা করা সম্ভব না হলেও এবার নিজেদের প্রমাণ করতে চান দলের সকল ফুটবলাররা। সেইমতো গোটা দলকে প্রস্তুত করছেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। তবে দলকে শক্তিশালী করার লক্ষ্য নিয়ে শেষ বাজারে বেশকিছু চমক আনতে তৎপর ছিল ম্যানেজমেন্ট। সেক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল মেহেতাব সিংয়ের নাম। সপ্তাহ কয়েক আগেই তাঁর যোগদানের কথা ঘোষণা করে দিয়েছে ম্যানেজমেন্ট। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। গত কয়েক মাস ধরেই ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছিল পার্থিব গগৈয়ের নাম। তবে তিনি একানন। নর্থইস্ট ইউনাইটেডের আরও এক ফুটবলারের দিকে নজর ছিল বাগানের। যদিও সেই সম্ভাবনা কম। তবে বর্তমানে ব্যাপকভাবে উঠে আসতে শুরু করেছে পার্থিবের নাম। গত আইএসএলে মোট চারটি গোল করেছিলেন এই ভারতীয় উইঙ্গার। এছাড়াও একটি গোল কন্ট্রিবিউশন ও ছিল আসামের এই ফুটবলারের। বলাবাহুল্য, গত সিজনে প্রায় প্রতিটি ম্যাচেই নিজের সেরাটা উজাড় করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। সব দিক মাথায় রেখেই নাকি তাঁকে নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহী মেরিনার্সরা। শোনা যাচ্ছে কথাবার্তা ও নাকি এগিয়েছে অনেকটাই। হিসাব অনুযায়ী আগামী ২০২৭ সাল পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে পাহাড়ের ফুটবল দলের চুক্তি থাকলেও শোনা যাচ্ছে মোহনবাগান সুপার জায়ান্টে তাঁর আসার সম্ভবনা প্রবল থেকে প্রবলতর।

'এবার পূর্ণবিরাম, এবার বিশ্বভ্রমণে!'

চমকপ্রদ ঢঙে অবসর ঘোষণা রবি অশ্বিনের

চেন্নাই, ২৭ আগস্টঃ ভারতীয় ক্রিকেটের অন্যতম সফল স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন। অবশেষে আইপিএল থেকেও অবসর ঘোষণা করলেন দক্ষিণী ক্রিকেটার। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পর এবার ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে বড় মঞ্চ থেকেও নিজের বিদায়ের কথা জানালেন তিনি। বুধবার সকালে গণেশ চতুর্থীর দিনটিকে বেছে নিয়ে নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে এই আবেগঘন পোস্টে ঘোষণা করেন অশ্বিন। সেই পোস্টে অশ্বিন লেখেন, 'বিশেষ দিন। তাই একটা বিশেষ শুরু। ওঁরা বলেন, প্রতিটা সমাপ্তি একটা নতুন শুরুর ইঙ্গিত। আজ আইপিএলের ক্রিকেটার হিসাবে আমার যাত্রা এখানেই শেষ হচ্ছে। আবার আজ থেকেই বিভিন্ন লিগে ক্রিকেটের অভিযাত্রী হিসাবে আমার অভিযান শুরু হচ্ছে।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এত বছর ধরে দারুণ সব স্মৃতি এবং সম্পর্ক রাখার জন্য সকল ফ্র্যাঞ্চাইজিকে ধন্যবাদ। আজ পর্যন্ত যা পেয়েছি, তার জন্য আইপিএল এবং বোর্ডকে ধন্যবাদ। আগামী দিনে যা সামনে আসতে চলেছে, সেটা উপভোগ করার জন্য অপেক্ষা করছি।' এই ঘোষণার পরই স্পষ্ট হয়, অশ্বিন হয়ত এবার বিদেশি টি২০ লিগে খেলতে প্রস্তুত হচ্ছেন। কারণ বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী, যারা আইপিএল বা ঘরোয়া প্রতিযোগিতায় যুক্ত থাকেন, তারা বিদেশি লিগে অংশ নিতে

পারেন না। ফলে আইপিএল থেকে সরে দাঁড়ানো মানে তার সামনে সেই দরজা খুলে যাওয়া। ২০০৮ সালে আইপিএলে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে যাত্রা শুরু করেছিলেন অশ্বিন। এরপর দীর্ঘ ১৭ বছরের আইপিএল ক্যারিয়ারে তিনি খেলেছেন রাইজিং পুণে সুপারজায়ান্টস, কিংস ইলেভেন পাঞ্জাব, দিল্লি ক্যাপিটালস, রাজস্থান রয়্যালস এবং সর্বশেষে চেন্নাই সুপার কিংসে। আইপিএলে তার নামের পাশে রয়েছে ২২১ ম্যাচে ১৮৭ উইকেট। ব্যাট হাতে করেছেন ৮৩৩ রান। ২০১০ ও ২০১১ সালে চেন্নাইয়ের আইপিএল জয়েও রেখেছিলেন গুরুত্বপূর্ণ অবদান। তবে ক্যারিয়ারের শেষদিকে আইপিএলে অশ্বিনের পারফরম্যান্স প্রত্যাশা অনুযায়ী হয়নি। গত মরসুমে চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে ৯.৭৫ কোটি টাকায় কেনা হলেও, তিনি মাত্র ৯ ম্যাচে ৭টি উইকেট নিতে সক্ষম হন। ফলে মাঠের পারফরম্যান্সের পাশাপাশি তাকে ঘিরে সমালোচনা শুরু হয় মাঠের বাইরেও। অন্তর্দ্বন্দ্ব, পারফরম্যান্সের চাপ এবং ভবিষ্যতের নতুন লক্ষ্য। সব মিলিয়েই অশ্বিনের এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছে ক্রিকেট মহল। অনেকেই মনে করছেন, দক্ষিণ আফ্রিকার স্যাট২০, ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড বা আরব আমিরাতের আইএলটি২০-তে অশ্বিনকে শীঘ্রই দেখা যেতে পারে। ঠিক যেমনভাবে সাম্প্রতিক সময়ে দীনেশ কার্তিক বিদেশি লিগে খেলেছেন। অশ্বিন ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির মধ্যেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানান। ১০৬ টেস্টে ৫৩৭ উইকেট, ১১৬ ওয়ানডেতে ১৫৬ উইকেট এবং ৬৫টি টি২০-তে ৭২ উইকেট নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানো এই অলরাউন্ডার আইপিএলেও ছিলেন অত্যন্ত ধারাবাহিক। আইপিএলকে বিদায় জানিয়ে এখন নতুন অধ্যায়ের দিকে এগোচ্ছেন রবিচন্দ্রন অশ্বিন।

'আমি পারিনি... আর কাউকে এই ভুল করতে বলব না!'

অনুজদের সফল হওয়ার মন্ত্র বাতলে দিলেন পূজারা

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

কেরিয়ারে কোনও দিন তাঁকে বিতর্কিত মন্তব্য করতে শোনা যায়নি। বঞ্চনা আর বৈষম্যের জবাব দিয়েছেন ব্যাট হাতে। না নির্বাচক, না বোর্ড, না সতীর্থ অধিনায়ক, না কোচ-কারও বিরুদ্ধে কোনওদিন সামান্যতম বিষোদ্গার করেননি চেতেশ্বর পূজারা। রবিবার আপাত-জৌলুসহীন ঢাটে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায় জানানোর পরও ক্ষোভ নয়, অসন্তোষ নয়, অপ্রাপ্তি কিংবা তিলার্ধ অতৃপ্তি নয়, তাঁর গলায় শোনা গিয়েছে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতার সুর। যদিও এর পাশাপাশি অনুচ্চকিত, শান্ত মেজাজে তিনি নির্বাচনের বাস্তবতার দিকেও আঙুল তুলেছেন। তরুণ প্রজন্মকে পূজারার স্পষ্ট বার্তা-শুধু টেস্টে মন দিলেই হবে না, সাদা বলের ক্রিকেটেও নজর রাখতে হবে। না হলে জাতীয় দলে ঢোকার রাস্তা কার্যত বন্ধ। যে কাজ তিনি নিজে করেননি, ফল ভুগেছেন, সেই বিষয়ে অনুজদের সতর্ক করেছেন। ভারতের হয়ে ১০৩ টেস্ট খেলে ৭,০০০-রও বেশি রান, ১৯টি শতরান, ৩৫টি অর্ধশতরান। অথচ আইপিএলে ডাক পেলেও নাম নেই। সর্বশেষ ম্যাচ খেলেছেন ২০১৪-তে। এরপর বছর বছর নিলামে নাম ওঠে, দল মেলে না। আর তাই কেরিয়ারের সমাপ্তি টেনে দ্বিধাহীন পূজারা জানিয়ে দিলেন তেতো সত্যি। তাঁর কথায়, ''সত্যি বলতে আমি কোনও তরুণ ক্রিকেটারকে শুধু টেস্টে মন দিতে বলব না। সময় পালটাচ্ছে। টেস্ট টিকে থাকবে, বাঁচবে। কিন্তু এই ফরম্যাটে সুযোগ পেতে গেলে আইপিএল কিংবা জাতীয় ওয়ান ডে অথবা টি-২০ দলে পারফর্ম করতেই হবে। সাদা বলের ক্রিকেটে যদি ভাল না খেলো, তবে টেস্ট দলে ঢোকার সম্ভাবনা ভীষণ কম!'' অভিজ্ঞতা আর বাস্তবতার কঠোর মাটিতে দাঁড়িয়ে তাঁর সংযোজন, ''হয়তো ব্যতিক্রম

রয়েছে। রঞ্জি ট্রফি থেকে এক-দু'জন অসাধারণ খেলোয়াড় উঠে আসতে পারেন। কিন্তু এমন ঘটনা বিরল। টেস্টে জায়গা পেতে চাইলে রঞ্জি বা দলীপ ট্রফিতে তোমাকে ভয়ংকর ভাল খেলতে হবে। তবে সহজ পথটা আসলে সাদা বলের ক্রিকেটে!'' ভণিতা না করে স্পষ্ট ভাষায় পূজারার সতর্কবাণী, ''ভবিষ্যৎ আসলে সাদা বলের ক্রিকেটের সঙ্গে টেস্টকে বয়ে নিয়ে যাবে। তাই তরুণদের উচিত, তিনটি ফরম্যাটেই খেলে যাওয়া। আমি সেটা পারিনি। আর কাউকে এই ভুল করতে বলব না।'' যদিও এতকিছুর পরেও শেষমেশ টেস্টের মাহাত্ম্য মনে করাতে ভোলেননি। পূজারার বক্তব্য, ''টেস্ট এখনও ক্রিকেটের চূড়ান্ত মাপকাঠি। সম্মান চাইলে, সেরা ক্রিকেটার হিসেবে স্বীকৃতি চাইলে, লাল বলের ক্রিকেটে খেলতে হবে, সফল হতে হবে।'' রাহুল দ্রাবিড় সরে যাওয়ার পর ওয়ান ডাউনে ভারতের বিশ্বস্ত পিলার। পাক্কা এক দশক পূজারা সেই শূন্যস্থান পূরণ করেছেন। বিদেশের মাটিতে অসংখ্যবার কঠিন পরিস্থিতি সামলেছেন। একাহাতে দলকে টেনে তুলেছেন। সজ্জা-শিরস্ত্রাণ খুলে রাখার পর তরুণদের উদ্দেশে তাঁর খোলাখুলি চেতাবনি-শুধু ধৈর্য আর সংযমের পাঠাভ্যাস নয়, বাস্তবতার সঙ্গেও তাল মেলাতে হবে। সাদা বল আর লাল বলকে একসঙ্গে ধরে এগোনো জরুরি। না হলে জাতীয় দলে দরজা খোলা থাকলেও ভিতরে ঢোকার রাস্তা ক্রমশ সঙ্কীর্ণ হবে।

উত্তরাঞ্চলের নেতৃত্বের দৌড়ে এগিয়ে হরিয়ানার ব্যাটার অঙ্কিত

দেবাদুন, ২৭ আগস্টঃ অসুস্থতার জন্য দলীপ ট্রফি খেলতে পারবেন না শুভমন গিল। তাঁকে বিশ্রামে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) চিকিৎসকেরা। তাঁর অনুপস্থিতিতে উত্তরাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিতে পারেন অঙ্কিত কুমার। এশিয়া কাপ খেলতে যাওয়ার আগে দলীপ ট্রফি খেলার কথা ছিল শুভমনের। তাঁকে অধিনায়ক করে দল ঘোষণা করেছিলেন উত্তরাঞ্চলের নির্বাচকেরা। কিন্তু অসুস্থতার কারণে খেলতে পারবেন না তিনি। এই পরিস্থিতিতে দল এবং অধিনায়ক পরিবর্তন করতে হচ্ছে উত্তরাঞ্চলকে। নতুন অধিনায়কের নাম এখনও ঘোষণা করেননি উত্তরাঞ্চলের নির্বাচকেরা। কয়েক জনের নাম নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। দৌড়ে এগিয়ে রয়েছেন হরিয়ানার টপ অর্ডার ব্যাটার অঙ্কিত। দল ঘোষণার সময় অঙ্কিতকে সহ-অধিনায়ক করা হয়েছিল। ২৭ বছরের ব্যাটারের ৩৬টি প্রথম শ্রেণির ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে। উত্তরাঞ্চলের এক কর্তা একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেছেন, ''দলীপ ট্রফিতে শুভমনের খেলার সম্ভাবনা নেই। দল ঘোষণার পর বিষয়টি জানা গিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দলকে কে নেতৃত্ব দেবে, তা নিয়ে আলোচনা করছেন নির্বাচকেরা।'' উল্লেখ্য, ২৮ সেপ্টেম্বর থেকে বেঙ্গালুরুতে বিসিসিআইয়ের উৎকর্ষ কেন্দ্রে শুরু হবে দলীপ ট্রফি। শুভমনের পরিবর্ত হিসাবে দলে নেওয়া হয়েছে তরুণ ব্যাটার শুভম রোহিল্লাকে। দলে রয়েছেন অর্শদীপ সিংহ এবং হর্ষিত রানা। তাঁরা দু'জনেই এশিয়া কাপ খেলতে যাওয়ার আগে দলীপ ট্রফির একটি ম্যাচ খেলবেন। তাই অধিনায়কের নাম ঘোষণার ক্ষেত্রে কিছুটা সময় নিচ্ছেন নির্বাচকেরা।

ফের পত্র বোমা!

সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে হুঁশিয়ারি ফিফার

নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্টঃ বাকি রয়েছে আর একটা দিন। তারপরেই তাজিকিস্তানের বিপক্ষে নেশনস কাপের প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ব্লু-টাইগার্সরা। সপ্তাহ কয়েক আগেই সেইমতো নিজেদের স্কোয়াড ঘোষণা করে অনুশীলন শুরু করে দিয়েছিলেন খালিদ জামিল। এছাড়াও আগামী মাসের মাঝামাঝি সময় এএফসির টুর্নামেন্টে নামবে মোহনবাগান সুপার জায়ান্ট। তাছাড়া এখনও পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্পষ্ট হয়নি দেশের প্রথম ডিভিশন ফুটবল টুর্নামেন্ট তথা আইএসএলের সম্পূর্ণ সূচি। গত সোমবার সন্ধ্যায় বেঙ্গালুরুর বৈঠকে যৌথ উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে সমাধান সূত্র বেড়িয়ে আসার পরিস্থিতি দেখা দেওয়ায় কিছুটা স্বস্তি পেতে শুরু করেছিল দেশের ফুটবলপ্রেমীরা। কিন্তু এবার ফের দেখা দিল বিপত্তি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার ফিফার ব্যানের হুঁশিয়ারি সেবার নির্বাসন তোলার জন্য তড়িঘড়ি করে গঠন করা হয়েছিল একটি বিশেষ কমিটি। যেখানে সভাপতি পদে আসীন হয়েছিলেন কল্যাণ চৌবে। সেবার জানা গিয়েছিল সংবিধান সংশোধন করে পুনরায় নির্বাচনের কথা। এই নিয়ে দীর্ঘদিন মামলা ও চলেছিল সুপ্রিম কোর্টে। কিন্তু এবার ফের দেখা দিল সেই একই সমস্যা। ফিফার অভিযোগ, ফেডারেশনের কাজে 'তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ' বাড়ছে। যদি চলতি মাসের ৩০ তারিখের মধ্যে নতুন সংবিধান কার্যকর না হয়, তবে স্থগিতাদেশের মুখে পড়তে হবে। কোনও রকম রাখঢাক না করে সরাসরি এ কথা জানিয়ে দিয়েছে ফিফা। কেননা ফিফার নিয়ম অনুযায়ী, তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ বলতে বোঝায়-কোনও সদস্য ফেডারেশনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ কিংবা দৈনন্দিন কার্যকলাপে বাইরের সংস্থা

পেল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। হ্যাঁ ঠিকই শুনেছেন। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে ফিফা এবং এএফসির তরফে সতর্কবার্তা পাঠানো হয়েছে এআইএফএফকে। যা নিঃসন্দেহে বিরাট চিন্তার বিষয় সকলের কাছেই। উল্লেখ্য, বহু আগে থেকেই সংবিধান সংশোধনের কথা জানানো হয়ে আসছিল দেশের সর্বোচ্চ ফুটবল সংস্থাকে। কিন্তু সেই নির্দেশ পালনে কার্যত উদাসীনতা দেখা দিয়েছিল ব্যাপকভাবে। যারফলেই হয়তো এবার এমন পরিস্থিতি। যারফলে আগামী অক্টোবর মাসের শেষ পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছে ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনকে। তারমধ্যে পরিস্থিতির উন্নতি না ঘটলে ফিফা ব্যানের আওতায় আসতে পারে ভারত। এক্ষেত্রে ফিফার পাশাপাশি এএফসির কথা ও উল্লেখ করা হয়েছে সেই বিশেষ চিঠিতে। যেখানে উভয়ের নিয়মকানুন মাথায় রেখেই সংবিধান সংশোধনের বিষয়টি জানানো হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে কিছুটা হলেও বিপাকে ভারতীয় ফুটবল সংস্থা। পূর্বে গত ২০২২ সালে এই ব্যাণের খাঁড়া নেমে এসেছিল ভারতীয় ফুটবল মহলে। অথবা কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণ। যেমন, আদালত বা সরকার যদি ফেডারেশনের নির্বাচনে ছড়ি ঘোরায়, কর্মকর্তাদের নিয়োগে প্রভাব ফেলে বা সংবিধানে জোর করে পরিবর্তন আনে, তবে সেটা ফিফা-র চোখে গুরুতর অপরাধ। সংস্থার সংবিধানের ১৪ নম্বর ধারায় স্পষ্ট বলা আছে, সদস্য ফেডারেশনকে অবশ্যই স্বশাসিতভাবে কাজ করতে হবে। কোনও অবস্থাতেই বাইরের চাপ বা নির্দেশে চলা যাবে না। অন্যথা হলে স্থগিতাদেশ জারি হতে পারে। এমনকি ফেডারেশন সরাসরি দায়ী না হলেও, শুধু বাইরের হস্তক্ষেপের প্রমাণ পেলেই শাস্তি অনিবার্য। স্থগিতাদেশ জারি হলে কী হবে? ফিফা-র ভাষায়, সেক্ষেত্রে 'এআইএফএফ ফিফা ও এএফসি সদস্য হিসেবে সমস্ত অধিকার হারাবে।' প্রসঙ্গত, চিঠিতে আরও উল্লেখ, খেলোয়াড়দের সংগঠন ফিফপ্রো অভিযোগ জানিয়েছে-অচলাবস্থার কারণে আর্থিক অনিশ্চয়তায় বহু ক্লাব একতরফাভাবে খেলোয়াড়দের চুক্তি বাতিল করছে। এতে ফুটবলারদের জীবিকা ও কেরিয়ার মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত।

স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত অজি কিংবদন্তি মাইকেল ক্লার্ক, দিলেন সুস্থ থাকার বার্তা

সিডনি, ২৭ আগস্টঃ প্রথমবার আক্রান্ত হন ২০০৬ সালে। তখন তিনি পুরোদস্তুর ফর্মে। বাইশ গজে অজিদের হয়ে রীতিমতো দাপিয়ে খেলছেন। পাশাপাশি মাঠের বাইরে ক্যানসার, স্কিন ক্যানসারের বিরুদ্ধেও লড়াই চালিয়ে যান মাইকেল ক্লার্ক। ২০১০-এ 'কানসার কাউন্সিলে'র ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার নির্বাচিত হন। ন'বছর বাদে জানান, সার্জারির কথা কপাল থেকে ক্যানসার কেটে বাদ দিতে হয়েছে। আজ, ফের একবার ত্বকের ক্যানসার নিয়ে সতর্কবার্তা দিলেন অস্ট্রেলিয়ার প্রাক্তন অধিনায়ক। এবার নিজের শরীরের উদাহরণ টেনে। ইনস্টাগ্রামে পোস্ট করে জানালেন, কপালের মতো নাক থেকে একটি ক্ষত কেটে ফেলা হয়েছে। সেই সঙ্গে সবাইকে সচেতন করে বললেন, 'ত্বকের ক্যানসার ভয়ংকর। নিয়মিত চেক-আপ করান। আগেভাগে ধরা পড়াটাই জীবন বাঁচানোর মূল চাবিকাঠি!' পোস্টে ক্লার্ক লেখেন, 'ত্বকের ক্যানসার বাস্তব! বিশেষত অস্ট্রেলিয়ায়। আজ আবারও নাক থেকে কেটে বাদ দিতে হল একটি ক্ষত। আপনাদের কাছে অনুরোধ-নিয়মিত ত্বক পরীক্ষা করান। প্রতিরোধ চিকিৎসার থেকে ভালো। বারবার চেক-আপ আর আগেভাগে ধরা পড়াটাই আমায় বাঁচিয়ে দিয়েছে। ধন্যবাদ ডাঃ বিশ সোলিমানকে, যিনি একেবারে শুরুতেই রোগ ধরে ফেলেছিলেন।' ত্বকের ক্যানসার মূলত সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি বা ট্যানিং বেড থেকে আসা রশ্মির কারণে হয়। এতে অস্বাভাবিক ত্বককোষ অনিয়ন্ত্রিতভাবে বেড়ে চলে। চিকিৎসকদের মতে, সময়মতো ধরা পড়লে, পৃথিবীর সবচেয়ে সাধারণ ক্যানসার থেকে নিরাময়লাভ সম্ভব। কিন্তু দেরি করলে, সময় নিলে বিপদ ভয়াবহ হতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল। বিষুবরেখার কাছে অবস্থান, প্রবল অতিবেগুনি রশ্মি আর ফর্সা চামড়ার বিপুল জনসংখ্যার কারণে সারা দুনিয়ায় স্কিন ক্যানসারে আক্রান্ত সবচেয়ে বেশি মানুষ এ দেশের বাসিন্দা। পরিসংখ্যান বলছে, ৭০ বছর বয়সের আগে অন্তত তিনজন অস্ট্রেলীয়র মধ্যে দু'জনের শরীরেই এর কোনও না কোনও রূপ ধরা পড়ে। এরই শিকার মাইকেল ক্লার্ক। ২০০৪ থেকে ২০১৫-এই সময়পর্বে অস্ট্রেলিয়ার অন্যতম উজ্জ্বল নক্ষত্র। ব্যাট হাতে ১১৫ টেস্টে ৮,৬৪৩ রান, ২৪৫ ওয়ান ডে-তে ৭,৯৮১ রান করেছেন। খেলেছেন ৩৪ টি-টোয়েন্টি। অধিনায়ক হিসেবে নেতৃত্ব দিয়েছেন ৭৪ টেস্ট (৪৭ জয়, ১৬ হার) ও ১৩৯ ওয়ান ডে-তে। তাঁর অধীনে অস্ট্রেলিয়া ২০১৩-১৪ সিজনের অ্যাশেজে ৫-০ ব্যবধানে ইংল্যান্ডকে উড়িয়ে দেয়, ২০১৫ সালে জিতে নেয় বিশ্বকাপ ট্রফি।

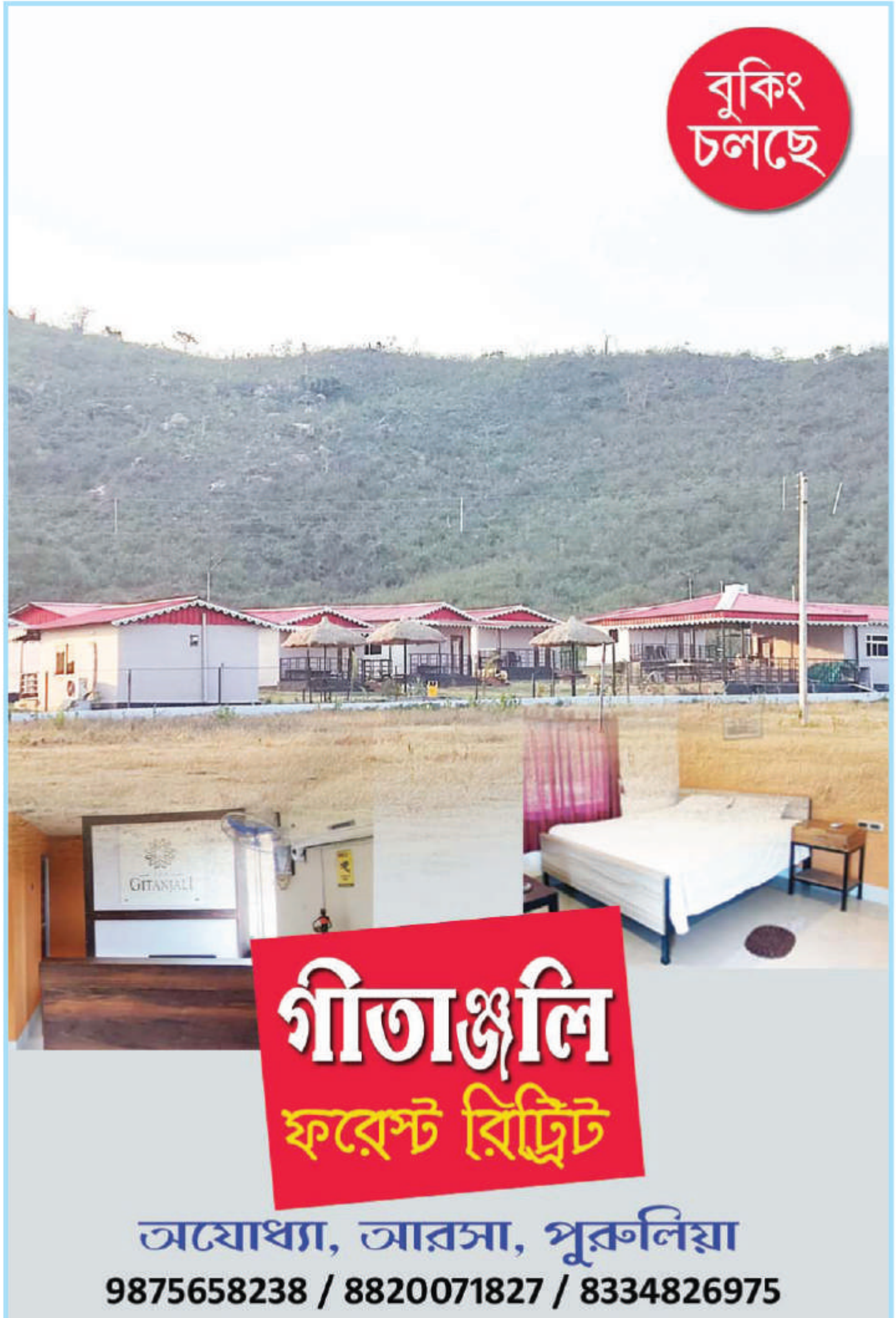

কম্বোডিয়ায় ফুরফুরে মেজাজে মশাল কন্যারা, দেখা করলেন রাষ্ট্রদূত

ফোম পেন, ২৭ আগস্টঃ অনবদ্য ফুটবলের মধ্য দিয়ে গত সিজন শেষ করেছিল ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দল। বাংলার সর্বোচ্চ টুর্নামেন্ট তথা কন্যাশ্রী কাপ জয় করার পাশাপাশি ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগ ও জয় করেছিল মশাল কন্যারা। সেই সুবাদে এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ এসেছে লাল-হলুদের মহিলা দলের। এক কথায় যা বিরাট বড় পাওনা ছিল সকলের কাছে। সূচি অনুসারে গত সোমবার বিকেলে টুর্নামেন্টের প্রথম ম্যাচ খেলতে নেমেছিল অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। যেখানে তাঁদের প্রতিপক্ষ হিসেবে ছিল কম্বোডিয়ার চ্যাম্পিয়ন দল পেন ক্রাউন এফসির বিপক্ষে খেলতে নেমেছিল সুইটি দেবীরা। শেষ পর্যন্ত একটি গোলের ব্যবধানে সেই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিয়েছিল মশাল ব্রিগেড। যারফলে পুরুষ দলের পাশাপাশি বিদেশের মাটিতে প্রথম ম্যাচেই জয়ের মুখ দেখল মহিলা দল। এক কথায় যা ইতিহাস। কিন্তু সেখানেই শেষ নয়। আগামী দিনে আরও কঠিন হতে চলেছে লড়াই। সেটা ভাল মতই জানেন ইস্টবেঙ্গল কোচ। সেইমত প্রস্তুত ও হয়তো করবেন গোটা দলকে। হিসাব অনুযায়ী আগামী ৩১শে আগস্ট হংকংয়ের কিচি এফসির মুখোমুখি হবে মশাল কন্যারা। সেদিকেই এখন নজর থাকবে সকলের। কিন্তু তার আগে

প্রথম ম্যাচ জয়ের পর যথেষ্ট ফুরফুরে মেজাজে দলের ফুটবলাররা। নিজের সোশ্যাল সাইট থেকে সেই সংক্রান্ত বেশ কিছু ছবি আপলোড করেন সুইটি দেবী। যেখানে কম্বোডিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখতে দেখা যায় তাঁকে সহ সতীর্থ মহিলা ফুটবলারদের। এছাড়াও এদিন ইস্টবেঙ্গলের মহিলা দলের সঙ্গে দেখা করেন সেখানকার রাষ্ট্রদূত ভানলালভানা বাউইটলুং। তাঁর হাতে ইস্টবেঙ্গলের জার্সি ও তুলে দেন মহিলা দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ। মনে করা হচ্ছে রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মতামত বিনিময় টুর্নামেন্টে সাফল্য পাওয়ার ক্ষেত্রে হয়তো অনেকটাই সহযোগিতা করবে। এখন সেদিকেই নজর থাকবে প্রত্যেকের। উল্লেখ্য গতবারের তুলনায় এবার এএফসির কথা মাথায় রেখে আরও শক্তিশালী দল গড়তে বদ্ধপরিকর ছিল ইস্টবেঙ্গল ম্যানেজমেন্ট। সেইমতো একের পর এক হাইপ্রোফাইল ফুটবলারদের যুক্ত করা হয়েছিল দলের সঙ্গে। গত ওমেন্স লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতা ফাজিলা ইকওয়াপুথ থেকে শুরু করে মাওরিন টোভিয়া ওকপালার মতো বিদেশি ফুটবলারদের আনা হয়েছিল দলে। এমনকি জাতীয় দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়দের ও রাখা হয়েছে স্কোয়াডে। তাঁদের নিয়েই এবার সাফল্য পেতে বদ্ধপরিকর ইস্টবেঙ্গল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com